উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৯ আশ্বিন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 26 September 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 130

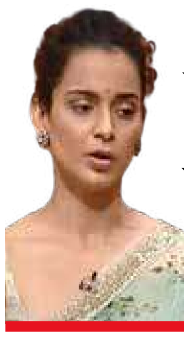

কৃষি আইন ফেরানো নিয়ে ক্ষমা চাইলেন কঙ্গনা

সাতের পাতায়

রচনার মন্তব্য নিয়ে ফের কটাক্ষ

পাঁচের পাতায়

ইউনিয়ন এড়িয়ে শ্রমিক বিক্ষোভে চায়ে শঙ্কা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৫ সেপ্টেম্বর : নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। মালিক-ট্রেড ইউনিয়ন 'সমঝোতা'য় অখুশি চা শ্রমিকরা। বোনাস চুক্তিকে প্রত্যাখ্যানের সুর বাগানে বাগানে। ইউনিয়ন নেতৃত্বের নির্দেশ ছাড়াই বেশ কিছু বাগানে শ্রমিকরা কর্মবিরতিতে চলে গিয়েছেন। নেতারা কোথাও আন্দোলনে শামিল হতে গিয়ে ঘাড়ধাক্কা খেয়েছেন।

পরিস্থিতি সামাল দিতে কোনও কোনও বাগানে মালিকপক্ষ সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। তাতে কোথাও কোথাও শ্রমিকরা কাজে যোগ দিলেও সমস্যা মেটেনি। বরং ৩ দিনের চরম সময়সীমা দিয়ে চুক্তি ভেঙে বেশি বোনাসের দাবি জোরালো হচ্ছে। বাগান অচল করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন সাধারণ শ্রমিকরা। চা বাগানে যেন জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের ছায়া। ডুয়ার্স-তরাইয়ে তো বটেই। দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত আন্দোলনের সলতে পাকানো শুরু করেছেন চা শ্রমিকরা।

জলপাইগুড়ি জেলার লুকসান চা বাগানের অনুষ্কা ওরাওঁয়ের মুখে যেন সমস্ত শ্রমিকের ভাষা। তিনি বলছেন, 'চা পাতা আমরা তুলি। নেতারা নয়। যাঁরা বোনাস বৈঠকে গিয়েছিলেন, তাঁদের চেনা দূরের কথা, নামও শুনিনি।' তাঁর প্রশ্ন, 'আমাদের বোনাসের ফয়সালা করার অধিকার ওঁদের কে দিল।' ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি পুঞ্জীভূত ক্ষোভে যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে বোনাস চুক্তিকে কেন্দ্র করে। যেখানে নেতৃত্বের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। নেতাদের মানতে অস্বীকার করছে শ্রমিক জনতা।

এতে চা শিল্পে অশনিসংকেত দেখছে মালিকপক্ষ। চা বাগান মালিক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (সিসিপিএ) উত্তরবঙ্গ শাখার আহ্বায়ক অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'বছরের পর বছর বোনাস চুক্তি হয়ে আসছে। এবারের মতো পরিস্থিতি কখনও দেখিনি। এই অস্থিরতার কারণ গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।' এরকম অস্থিরতা চলতে থাকলে চা শিল্পে বড় ধাক্কা লাগবে বলে মালিকদের আশঙ্কা।

সাধারণ শ্রমিকদের রণংদেহি মনোভাব বুঝে সতর্ক শ্রমিক সংগঠনগুলি। বরং সহানুভূতির সুরে কথা বলছেন ইউনিয়ন নেতারা। যেমন চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আলম বলছেন, 'এবারের পরিস্থিতি ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিক পক্ষ সবার কাছে বড় শিক্ষা। শ্রমিকদের মতামত নিয়ে চুক্তি সম্পাদন করা উচিৎ ছিল শ্রমিক নেতাদের। অন্যদিকে, মালিকদেরও বোঝা উচিৎ ছিল মজুরি ও বোনাস ছাড়া আর কিছুই যে মেলে না, এমন অনুভূতি শ্রমিকদের মধ্যে এখনও প্রবল।' *এরপর দশের পাতায়*

বালি-পাথর চুরি

ইকো সেন্সিটিভ জোনে সিন্ডিকেট

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : শীর্ষ আদালতের নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অবাধে গুলমাখোলা নদী থেকে তোলা হচ্ছে বালি-পাথর। রাত ৯টার পর ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি বন্ধ হতেই সারি সারি ডাম্পার এবং লরিতে বালি-পাথর যাচ্ছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। তবে নদীতে নামানো হচ্ছে শুধুমাত্র ট্র্যাক্টর। প্রতি রাতে প্রায় ১০০টি করে ট্র্যাক্টর গুলমাখোলা নদী থেকে বালি-পাথর তুলছে।

নদীর ঠিক পাশেই রয়েছে মহানন্দার জঙ্গল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী, যে কোনও অভয়ারণ্য থেকে পাঁচ কিলোমিটার এলাকা ইকো সেন্সিটিভ জোনের মধ্যে পড়ে। ওই এলাকায় কোনও প্রকার খনন, নির্মাণ কিছুই করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কীভাবে ইকো সেন্সিটিভ জোন থেকে অবাধে বালি-পাথর তোলা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অভিযোগ উঠেছে, সব জেনেও বালি-পাথরের কারবারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করছে না পুলিশ এবং প্রশাসন। কিন্তু কেন? খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, প্রতিদিন ট্র্যাক্টর প্রতি ১,০০০ টাকা করে তুলছে স্থানীয় সিন্ডিকেট। সেই টাকা যাচ্ছে প্রভাবশালীদের পকেটে। এর জেরেই ওই এলাকায় অবাধে বালি-পাথরের কারবার চললেও পুলিশ, ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর কিংবা বন দপ্তরের কোনও হেলদোল নেই।

শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (পশ্চিম) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'যেখানে সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে বালি ডাম্প করা রয়েছে, সেখান থেকে আনা-নেওয়া করা যেতেই পারে। তবে বেআইনিভাবে কেউ কিছু করলে পদক্ষেপ করা হবে।' শিলিগুড়ি পুলিশের এসিপি (পশ্চিম) দেবাশিস বসু আবার বলছেন, 'এরকম কিছু আমার জানা নেই। তবে অবৈধভাবে কিছু চললে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

মাটিগাড়ার ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ক্লিমেন্ট ভুটিয়ার প্রতিক্রিয়া জানতে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

গুলমাখোলায় পলির স্তর বেড়ে যাওয়ায় বন দপ্তর টেন্ডার করে সেখান থেকে পলি খনন করে পলি তোলার কাজ শুরু করেছিল। ওই পলি তুলে এলিভেটেড করিডর তৈরির কাজে লাগানো হচ্ছে। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বনমন্ত্রী থাকাকালীন এই টেন্ডার হয়েছিল। আপাতত সেই কাজ শেষ। সমস্ত বালি-পাথর ডাম্প ইয়ার্ডে ডাম্প করা রয়েছে। কিন্তু লোকচক্ষুর আড়ালে এখনও রাতে এলাকায় ট্র্যাক্টর নামিয়ে খনন করা হচ্ছে।

অভিযোগ, প্রতি রাতে কম করে অন্তত ১০০ ট্র্যাক্টর নামছে নদীতে। এরপর সেখান থেকে বালি-পাথর তুলে পাশেই ডাম্প করা হচ্ছে। আদতে যাতে দেখে মনে হয়, সেগুলি আগেই জড়ো করা বালি-পাথর। এরপর ডাম্পার এবং লরিতে করে ওই বালি-পাথর পাচার করে দেওয়া হচ্ছে শহরে। যাদের অল্প পরিমাণ প্রয়োজন তাঁদের ট্র্যাক্টরেই সরবরাহ করা হচ্ছে।

রাত ৯টার পর চম্পাসারি এলাকায় একের পর এক ডাম্পার চোখে পড়েছে। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, এভাবে প্রতি রাতেই চলছে অবাধ কারবার।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, আপাতত নদী থেকে বালি-পাথর তোলা বন্ধ। কিন্তু বিধিনিষেধ সত্ত্বেও কীভাবে ওই এলাকা থেকে অবাধে তা চুরি হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়দের একাংশই। প্রশাসনের ভূমিকাতেও তাঁরা বড্ড বিরক্ত।

ফাঁকির কৌশল

- মহানন্দার জঙ্গল লাগোয়া গুলমাখোলা নদীতে প্রতি রাতে ১০০ ট্র্যাক্টর নামছে
- সকলকে ফাঁকি দিতে নদী থেকে বালি-পাথর তুলে পাশেই ডাম্প করা হচ্ছে
- পরবর্তীতে ওই বালি-পাথর পাচার করে দেওয়া হচ্ছে শহরে
- প্রতিদিন ট্র্যাক্টর প্রতি ১,০০০ টাকা করে তুলছে স্থানীয় সিন্ডিকেট

যেন চিন্ময়ীর হাতে গড়ে উঠছে মৃন্ময়ী। বুধবার শিলিগুড়িতে কুমোরটুলিতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

একনজরে

শিক্ষা সামগ্রীতে কমল জিএসটি

শিক্ষা সংক্রান্ত সামগ্রীর ওপর থেকে জিএসটির হার কমানোয় সম্মত হল মন্ত্রী গোষ্ঠী। বুধবার গোয়ায় এক বৈঠকে খাতা, পেন্সিল এবং পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত অন্য সামগ্রীর ওপর থেকে জিএসটির হার ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত হয়। এদিনের বৈঠকে ১,০০০ টাকার বেশি দামের পোশাকের ওপর জিএসটির হার ১২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৮ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

সিন্ডিকেটের আঁতুড় সেই আলিপুরদুয়ার

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরগুলি কার্যত দুর্নীতির ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছে। এমভিআই সিন্ডিকেটের তোলাবাজির টাকায় কয়েক বছরেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের উত্তরবঙ্গ ও মুর্শিদাবাদের জনা তিরিশেক কর্মী, আধিকারিক এবং শতাধিক দালালের। দপ্তরগুলিতে এই দালালরাই কার্যত হর্তাকর্তা হয়ে উঠেছে। তালিকা তৈরি করে তোলাবাজদের নাম ও কারবার নিয়ে ইতিমধ্যেই অভিযোগ গিয়েছে বিভিন্ন দপ্তরে। জঙ্গিপুর পর্যন্ত গোটা সিন্ডিকেটের সদর দপ্তর হয়ে উঠেছে আলিপুরদুয়ার। জেলায় জেলায় কলকাঠি নাড়া হচ্ছে সেখান থেকেই। পর্দার আড়ালে থাকা প্রভাবশালী বিডিও'র মদতেই আলিপুরদুয়ারের তোলাবাজরা সর্বত্র ছড়ি ঘোরাচ্ছেন।

ডান্ডা ট্যাক্স। প্রত্যেকটি ট্রাক থেকে আদায় করা হয় গড়ে ৬ হাজার টাকা। মাসে কমপক্ষে ২ কোটি টাকা ভাগবাঁটোয়ারা হচ্ছে সিন্ডিকেটে। বারবিশা বা বক্সিরহাট থেকে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর পর্যন্ত এই চক্রের মাথা এক বিডিও। চক্রের নেপথ্যে এমভিআই। আজ তৃতীয় কিস্তি।

শুধু ট্রাক থেকে তোলাবাজি নয়, যাত্রীবাহী গাড়ির পারমিট দেওয়া সহ নানা অনৈতিক কাজের অভিযোগে আলিপুরদুয়ারের এআরটিও সুভাষ বর্মনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবিতে পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিবকে চিঠি পাঠিয়েছে নর্থবেঙ্গল প্যাসেঞ্জার্স ট্রান্সপোর্ট ওনার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটি। ২১ অগাস্ট পাঠানো সেই চিঠিতে বিস্ফোরক নানা অভিযোগ তোলা হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, জেলায় জেলায় দালালদের মাধ্যমে অনৈতিক কাজের জন্য টাকা তোলা তুলছেন আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের কিছু আধিকারিক। সেই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সুভাষের। প্রশাসনিক মহলে সুভাষ প্রভাবশালী বিডিও'র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসাবেই পরিচিত। অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করতে গেলে হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ তুলেছেন কোঅর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রণব মানি। তাঁর বক্তব্য, 'আলিপুরদুয়ার থেকে অনেক অনৈতিক কাজই হচ্ছে। আমরা শুনেছি সেখানকার এআরটিও বেনামে একটি পরিবহণ কোম্পানি চালাচ্ছেন। পারমিট নিয়ে নিয়মের বাইরে কাজ হচ্ছে। দালালচক্রের রমরমা হয়েছে দপ্তরে।' একাধিকবার ফোন করলেও পাওয়া যায়নি সুভাষকে। মেসেজ পাঠালেও তিনি উত্তর দেননি।

সূত্রের খবর, তোলার টাকায় রায়গঞ্জ শহরে একাধিক প্লট কিনেছেন তৃণমূল ঘনিষ্ঠ সিন্ডিকেটের এক দালাল। শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় বিলাসবহুল ফ্ল্যাটও কিনেছেন তিনি। শহরের পুকুর বুজিয়ে জমি ভরাটের অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সম্প্রতি সিন্ডিকেটের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে মালদা লবির সঙ্গে মুর্শিদাবাদ লবির ঝামেলা হয়। রায়গঞ্জের ওই দালাল বহরমপুরের একটি হোটেলে বসে সেই ঝামেলা মেটান। তোলার টাকায় যৌথ উদ্যোগে মহদিপুরে আমদানি-রপ্তানির কারবার শুরু করেছেন মালদা ও জঙ্গিপুরের দুই সিন্ডিকেট কারবারি। জঙ্গিপুরের দালাল ওষুধের ব্যবসা শুরু করার জন্য ইতিমধ্যেই জাতীয় সড়কের ধারে জমি কিনে দোকান তৈরি শুরু করেছেন। পুলিশের রিপোর্টে নাম থাকা সিন্ডিকেটের অন্যতম দালাল এবং আলিপুরদুয়ারের আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের গাড়ির চালক টাপ্পি এবং ভোম্বলের নামে-বেনামে থাকা বিপুল সম্পত্তির খোঁজ বাইরে আসতে শুরু করেছে। স্থানীয়রা বলছেন, বছর দুয়েক আগেও বেকার ছিলেন টাপ্পি। সিন্ডিকেটে নাম লিখিয়ে বর্তমানে তিনি প্রচুর সম্পত্তি এবং গাড়ির মালিক হয়েছেন।

সাত জেলায় সিন্ডিকেটের কোঅর্ডিনেটর উজ্জ্বল দাস এলাকায় শেঠ নামেই পরিচিত। অসম-বাংলা সীমানায় সেলস ট্যাক্সের কারবার বন্ধ হওয়ার পর উজ্জ্বলের প্রভাব বাড়ে আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরে। *এরপর দশের পাতায়*

তাহাদের কথা

পুজোয় স্পষ্ট পাহাড়ে বাঙালির অস্তিত্ব সংকট

সানি সরকার

কার্সিয়াংয়ের ডাউহিল রোডের বাড়িটির ওপর থেকে কালো মেঘ কিছুতেই সরছে না। বরং দিন যত যাচ্ছে, তত মেঘটা গাঢ় এবং কালো হচ্ছে। মেঘ সরিয়ে আলোর পথ খুঁজে পাওয়া যাবে কী করে, বুঝতে পারছেন না কেউ। অথচ মাহেন্দ্রক্ষণ এগিয়ে আসছে। পুর ভবনের পিছনের ঝোপে কাশফুলের দোলা, তপ্ত দুপুরে দূরের নীলাকাশে পেঁজা তুলোর মেঘে আগমনীর বার্তা।

প্রাকপুজোর আমেজ পাহাড়জুড়ে। কিন্তু দেবীর পায়ে পুজো অর্পণ করবেন কে, সেটাই তো ঠিক হয়নি। হন্যে হয়েও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোনও বাঙালি পুরোহিত, যিনি নিতে পারেন গঙ্গারামপুরের মানিক আচার্যের জায়গা। চার দশকের পুরোহিত মানিকবাবুর অসুস্থতা যেন বজ্রাঘাত কার্সিয়াংয়ের রাজরাজেশ্বরী বেঙ্গলি কমিউনিটি হলের কর্তাদের মাথায়। পুরোহিতের সংখ্যা কম নয় পাহাড়ে। কিন্তু বাঙালি পুরোহিত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যিনি সঠিকভাবে চণ্ডীপাঠ করতে পারবেন, দেবীর পায়ে নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোটা দিতে পারবেন।

যদিও শুধু পুরোহিত নয়, সময়ের সঙ্গে বাঙালি খুঁজে পাওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ে। পরিবার থেকে ব্যক্তিতে আকর্ষণ এবং ব্যক্তি থেকে পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা- এই দুটি দিক মূলত তুলে ধরেছিলেন সত্যজিৎ রায় 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সৃষ্টির মধ্যে। ছয় দশকের বেশি সময় পর কাঞ্চনজঙ্ঘার দার্জিলিংয়ে এখন বাঙালি পরিবারগুলি যেন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। 'ইন্দ্রনাথ'-এর মতো যাঁরা ক্যামেরা, ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে পরিবার নিয়ে দার্জিলিংয়ে এসেছিলেন, পাহাড়কে ভালোবেসে 'ভবিষ্যতের স্বপ্নের ইমারত' তৈরি করেছিলেন, তাঁরা এখন হাতেগোনা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় থেকে ঘোষ, বোস, গুহ, মিত্রদের এখন আর সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। ষাটের দশকের আগে অন্তত পাঁচশো বাঙালি পরিবারের বাস ছিল দার্জিলিংয়ে। সংখ্যাটা কমতে কমতে এখন ৩০-এর নীচে। কার্সিয়াংয়ে আরও কম। যৌথ পরিবার অনেকদিন আগে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ে এখন এমন বাঙালি পরিবার রয়েছে, যেগুলির সদস্য মাত্র দুজন।

কেন কমছে পাহাড়ে বাঙালি পরিবার? *এরপর দশের পাতায়*

জয়পুর থেকে উদ্ধার নাবালিকা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : বিমানযাত্রার জন্য টিকিট বুকিংয়ে ব্যবহার করা নম্বরই ভেদ করে দিল রহস্য। সেই নম্বরের সূত্র ধরেই শিলিগুড়ির নিখোঁজ নাবালিকাকে জয়পুর থেকে উদ্ধার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছে নাবালিকার ফেসবুক বন্ধু (সেও নাবালক) ও তার মা।

এদিন ট্রানজিট রিমান্ডে ওই নাবালক ও তার মাকে নিয়ে আসার পর ওই নাবালককে জুভেনাইল কোর্টে তোলা হয়। তার মাকে ১৪ দিনের জন্য হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। যদিও জয়পুরে ওই মহিলার বাড়িতে থাকাকালীন ওই নাবালিকা নির্যাতনের শিকার হয়েছে এমন কোনও তথ্য পুলিশ পায়নি।

ওই নাবালিকা নিখোঁজ হওয়ার দু'দিনের মাথাতেই ২০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসে নাবালিকার পরিবারের কাছে। সেই ফোন কে করেছে, তা তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর।

সক্রিয় পুলিশ

- ১৯ তারিখ নাবালিকা টিউশনে যাওয়ার নাম করে বের হয়
- ২০ তারিখ মাটিগাড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে পরিবার
- ২১ তারিখ ২০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসে
- খোঁজ নিয়ে জানা যায় ওই নাবালিকা ওইদিন দিল্লির বিমানে উঠেছিল

গত ১৯ তারিখ ওই নাবালিকা টিউশনে যাওয়ার নাম করে বের হয়। এরপর সে আর বাড়ি ফেরেনি। এরপর ২০ তারিখ মাটিগাড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে পরিবার। ২১ তারিখ নাবালিকার পরিবারের কাছে একটি ফোন আসে। সেখানে বলা হয়, মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে। মুক্তিপণ হিসেবে চাওয়া হয় ২০ লক্ষ টাকা। নাবালিকার পরিবার পুলিশকে জানাতেই পুলিশের তরফে বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা শুরু হয়।

ডিসিপি (ওয়েস্ট) বলেন, 'সিসিটিভি ফুটেজ চেক করার সময় নজরে পড়ে ওই নাবালিকা বিমানবন্দরে গিয়েছে। এরপরই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ও টিকিট এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।' পুলিশ আরও জানতে পারে, ওই নাবালিকা ওইদিন দিল্লির বিমানে উঠেছিল। পুলিশ টিকিটের খোঁজ করে জানতে পারে, টিকিটটি জয়পুরের একটি নম্বর থেকে করা হয়েছে। এরপরই বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে পুলিশ বুঝতে পারে, ওই নাবালিকাও জয়পুরেই রয়েছে। তারপর মাটিগাড়া থানার পুলিশের একটি বিশেষ টিম সেখানে যায়। স্থানীয় থানার সহযোগিতায় ওই নাবালিকাকে উদ্ধার সহ তার বন্ধু ও মাকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গোটা ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে, ওই নাবালিকার সঙ্গে ওই নাবালকের সোশ্যাল মিডিয়ায় যোগাযোগ হয়েছিল। তারপর সেখান থেকে বন্ধুত্ব হয়। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি মুক্তিপণের মাধ্যমে টাকা নেওয়াই ছিল জয়পুরের ওই মা ও ছেলের মূল উদ্দেশ্য? নাকি এর পেছনে আরও বড় কোনও উদ্দেশ্য ছিল? গোটা ঘটনারই তদন্ত করছে পুলিশ।

সিবিআই দপ্তরে চার ঘণ্টা সুশান্ত

কলকাতা ও জলপাইগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে সিবিআইয়ের স্ক্যানারে এবার সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম মাথা চিকিৎসক সুশান্ত রায়। বুধবার দুপুরে সুশান্তকে কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠায় সিবিআই। দুপুর ২টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে ছিলেন। প্রায় চার ঘণ্টা সিবিআই আধিকারিকরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কেন সুশান্তকে ডাকা হয়েছিল সিজিও কমপ্লেক্সে?

এদিন সন্ধ্যায় সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বের হওয়ার পর সুশান্ত বলেন, 'সিবিআই থেকে আমাকে কোনও চিঠি বা মেল করে ডাকা হয়নি। আমি স্বেচ্ছায় কিছু জানাতে সিবিআই দপ্তরে গিয়েছিলাম। আমি আগেও বলেছি আরজি করের ঘটনার দিন আমি বিকেল ৪টার সময় ওখানে গিয়েছিলাম। সেটাই এদিনও সিবিআইকে জানিয়ে এসেছি।'

তিনি দাবি করেন, সেদিন মেডিকেল কাউন্সিলের মিটিং ছিল। ওই মিটিং চলাকালীন তাঁর কাছে ওই ঘটনা সম্পর্কিত ফোন আসে। সেই মিটিংয়ে মেডিকেল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। এটাই সিবিআইকে তিনি জানিয়ে এসেছেন। প্রশ্ন উঠছে, সিবিআই না ডাকতেই তিনি স্বেচ্ছায় কেন গেলেন? আরজি কর কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত যতজনকে সিজিও কমপ্লেক্সে দেখা গিয়েছে তাঁদের প্রত্যেককেই সিবিআই নোটিশ করে ডাকা হয়েছিল। সুশান্তর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমই বা কেন? এদিকে সুশান্তকে সিবিআই ডাকার পরেই তাঁর বিরোধী গোষ্ঠী বলছে, উত্তরবঙ্গ লবির মাথাকে যখন ডাকা হয়েছে, এরপর আরও অনেকেরই ডাক পড়তে পারে। এছাড়াও জলপাইগুড়ি আইএমএ শাখার অফিস খোলা নিয়ে চরম সমস্যায় পড়েছেন চিকিৎসকরা। অভিযোগ, সুশান্তর ষড়যন্ত্রেই নাকি আইএমএ অফিস খোলা যাচ্ছে না। তিনিই আইএমএ অফিস তালাবন্ধ করে রেখেছেন বলে দাবি চিকিৎসকদের একাংশের। অফিসঘর খোলা না যাওয়ায় মঙ্গলবার রাতে জলপাইগুড়ি আইএমএ শাখার গেটের বাইরে বৈঠক করেন চিকিৎসকরা। যে কারণে সুশান্তর বিরুদ্ধে নতুন করে ক্ষোভ ছড়িয়েছে চিকিৎসক মহলে।

এদিন সকালেই খবর ছড়িয়ে পড়ে, সুশান্তকে সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই ডেকে পাঠিয়েছে। ওই খবর শোনার পরেই জলপাইগুড়ি কম্পোজিট কমপ্লেক্সের বাড়িতে গেলে তাঁকে পাওয়া যায়নি। সুশান্তর বাড়ির নিরাপত্তারক্ষী জানান, এদিন সকালে তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কোথায় গিয়েছেন সেই বিষয়ে ওই নিরাপত্তারক্ষী কিছুই জানেন না। *এরপর দশের পাতায়*

ভবঘুরেদের জামা

ধূপগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : মাইনের টাকা বাঁচিয়ে ভবঘুরেদের পুজোর আগে নতুন জামাকাপড় কিনে দিলেন বেসরকারি সংস্থার কর্মী ভাস্কর মহন্ত। ভবঘুরেরাও নতুন বস্ত্র পেয়ে খুবই খুশি হয়েছে। তাঁর কথায়, 'ওঁদের জন্য এটা আমার ছোট চেষ্টা।' উপহার পেয়ে ভীষণ খুশি ভবঘুরেরাও।

আজ টিভিতে

এয়ার ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশন সন্ধ্যা ৭টায় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.৩০ পাওয়ার, বিকেল ৪.৪০ অন্যায় অবিচার, সন্ধ্যা ৭.৫০ শুধু তোমারই জন্য, রাত ১১.০০ গার্লফ্রেন্ড
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৩০ মামা ভাগ্নে, দুপুর ২.১০ অন্যায় অত্যাচার, বিকেল ৫.১৫ মস্তান দাদা, রাত ৮.০০ বিদ্রোহিনী নারী, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নবাব নন্দিনী, দুপুর ১.০০ চন্দ্রমল্লিকা, বিকেল ৪.০০ চ্যাম্পিয়ন, সন্ধ্যা ৭.০০ প্রতিবাদ, রাত ১০.০০ শিবা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতিকার
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শুভ মহরৎ

ভেড়িয়া সন্ধ্যা ৬.৫৬ মিনিটে কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডিতে

মস্তান দাদা বিকেল ৫.১৫ মিনিটে জি বাংলা সিনেমায়

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ধর্ম-অধর্ম

শুভ মহরৎ দুপুর ২.৩০ মিনিটে ডিডি বাংলায়

পুজোর আগে ভিড় বাড়ছে নজরমিনারে

ময়নাগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে ডুয়ার্সের পর্যটন। তিন মাস বন্ধ থাকার পর গত ১৬ সেপ্টেম্বর খুলে গিয়েছে অরণ্যের প্রবেশদ্বার। বিভিন্ন নজরমিনার থেকে দেখা মিলছে নানা প্রজাতির পাখি সহ হরেক কিসিমের বন্যপ্রাণের। তাই, জঙ্গল ভ্রমণের আকর্ষণ আগের চেয়ে বহুলাংশে বেড়েছে। পর্যটনকে ঘিরেই আশার আলো দেখছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী সহ পর্যটনে যুক্ত মানুষজন।

ময়নাগুড়ি ব্লকের শেষ সীমানায় রামশাই বনাঞ্চল। এখানে সারাবছর পর্যটকের আনাগোনা লেগেই থাকে। কিন্তু গত তিন বছর ধরে বর্ষা মরশুমের শুরু থেকে তিন মাস বন্ধ থাকে জঙ্গলের দরজা। স্বভাবতই, মেদলা নজরমিনারেও বন্ধ ছিল পর্যটকদের প্রবেশ। জঙ্গল খোলার পর পুজোর আগে স্বাভাবিকভাবেই পর্যটক আনাগোনা বাড়ছে। অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি ইতিমধ্যে গরুমারার রামশাই মেদলা নজরমিনারেও পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরেই প্রচুর মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছে গরুমারার আওতাভুক্ত মেদলা নজরমিনারেও। এখানকার অন্যতম আকর্ষণ মোষের গাড়িতে ভ্রমণ। ডুয়ার্সের একমাত্র মেদলাতেই এই সুযোগ মেলে। এক আলাদা অনুভূতির শরিক হতে প্রচুর মানুষ এখানে আসছেন।

এ প্রসঙ্গে গরুমারা সাউথের রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দে বলেন, 'পর্যটকদের সুবিধায় এবার ইকো গাইড নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা পর্যটকদের জঙ্গল ঘুরিয়ে দেখাতে সাহায্য করবেন।' তিন মাস বন্ধ থাকার পর গত ১৬ সেপ্টেম্বর রামশাই মেদলা নজরমিনারও পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

মেদলা নজরমিনারে পর্যটকের ভিড়। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

স্থানীয় গাইড সুজয় মাহাতো, কৈলাস রায়, অজয় রায় দে-রা জানান, সকাল থেকে সন্ধে অবধি পর্যটকরা চারবার মেদলা নজরমিনারে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু গত কয়েক দিন ধরে বিকেলের শিফটেই বেশি ভিড় হচ্ছে। কারণ, ওই সময় বেশি করে বন্যপ্রাণের দেখা মেলায় পর্যটকরা বেজায় খুশি। এই নজরমিনার থেকে সল্টপটে গন্ডার, বাইসন, হরিণ, ঘাসবনে হাতি সহ রংবেরঙের পাখির দেখা মিলছে।

মোষের গাড়ির চালক চন্দন রায়, হরেন রায়রা জানান, তাঁরা গত বেশ কয়েক বছর ধরেই এই পেশায় যুক্ত। গত তিন মাস জঙ্গল বন্ধ থাকায় পেশায় কিছুটা টান পড়েছিল। তবে এখন পর্যটন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে। তাঁরা জানান, একটি গাড়িতে সর্বাধিক মোট ছ'জন পর্যটককে নিয়ে মেদলা নজরমিনারে যাওয়া হয়।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের কথায়, তিন মাস পর রামশাইতে পর্যটকের আনাগোনা শুরু হয়েছে। পুজোর মরশুমে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়ায় বিকিকিনিও বাড়বে বলে সবাই আশাবাদী। স্থানীয় দোকানদার রবিন রায় জানান, এবার পুজোয় জঙ্গল বেশ জমজমাট থাকবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এ সম্পর্কে ময়নাগুড়ির ট্যুর অপারেটর উজ্জ্বল শীল বলেন, 'দিনে দিনে মেদলা নজরমিনার পর্যটক মহলে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ এখানে বেড়াতে আসছেন। ফলে, স্থানীয় আর্থসামাজিক উন্নয়নে মেদলা একটি বড় ভূমিকা নিচ্ছে।'

হাইটেনশন তারে 'বীরু'

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২৫ সেপ্টেম্বর : ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওমালির ভাটিয়াপাড়ায় বুধবার সকালে 'শোলের' বীরুকে মনে করালেন এক তরুণ। সেই সিনেমায় বাসন্তীরূপী হেমামালিনীকে বিয়ে করতে চেয়ে রামগড়ের জলের ট্যাংকে চেপেছিলেন বীরু ধর্মেন্দ্র। অনেকটা একই কায়দায় বিয়ের দাবিতে এদিন ভাটিয়াপাড়ার সেই হাইটেনশন টাওয়ারে উঠে বসলেন সাঁকোয়াঝোরার ওই তরুণ। অবশেষে দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি মিললে নীচে নেমে আসেন তিনি। তবে পরিবার ও পুলিশের দাবি, ওই তরুণ মানসিক ভারসাম্যহীন।

তরুণের বাবার কথায়, 'আমার ছেলের মানসিক সমস্যা রয়েছে। বেশ কয়েকদিন ধরে চিকিৎসা চলছে। ও যে এভাবে টাওয়ারের উপরে উঠে যাবে ভাবতেই পারিনি।' আর মা পার্বতী রায়ের কথা, 'আগে অনেকবার বাড়ি থেকে না জানিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে ও। তবে কখনও এমন কাণ্ড ঘটায়নি।' তবে ওই তরুণ যে বিয়ে দেওয়ার দাবিতেই টাওয়ারে উঠেছিলেন, সেটা অস্বীকার করেছেন বাবা, মা দুজনই। জটেশ্বর ফাঁড়ির তরফে জানানো হয়েছে, পুলিশের সামনে ওই তরুণ বিয়ের কোনও প্রসঙ্গ তোলেননি। তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

সাঁকোয়াঝোড়ার সেই তরুণ টাওয়ার থেকে নীচে নামার পর। -সংবাদচিত্র

যদিও ভাটিয়াপাড়ার লোকজন বলছেন অন্য কথা। এদিন সাঁকোয়াঝোরার প্রধানপাড়ার ওই তরুণ হাইটেনশন টাওয়ারে ওঠার চেষ্টা করলে স্থানীয় রবি পোদ্দার বাধা দেন। কিন্তু রবি বাড়িতে ঢুকে যেতেই ওই তরুণ টাওয়ারে উঠে বসে থাকেন। নীচে তাঁর সাইকেলে রাখা ভোটার কার্ড থেকেই তাঁর নাম-পরিচয় জানা যায়। স্থানীয়রা দুর্ঘটনার আশঙ্কায় জটেশ্বর ফাঁড়ি ও ধূপগুড়ি দমকলকেন্দ্রে খবর দেন। ততক্ষণে অবশ্য প্রচুর মানুষ ভিড় জমিয়ে ফেলেছেন এলাকায়। পুলিশ এবং দমকলকর্মীদের দু'ঘণ্টার চেষ্টায় অবশেষে ওই তরুণ নীচে নামে।

স্থানীয় বাসিন্দা বিশু রায় বলেন, 'আমরা এই কাজের কারণ জানতে চাইলে সে বলে, বাবা তাঁর বিয়ে দেয়নি, তাই সে হাইটেনশন টাওয়ারে চড়ে বসেছিল।' আরেক বাসিন্দা লক্ষ্মণ পোদ্দারের কথায়, 'আমার বাবা তাকে ওপরে উঠতে না করেছিল। কোনও কথাই শুনল না।'

পুলিশ ও দমকলকর্মীরা বলছেন, সেই হাইটেনশন টাওয়ারের উপর ওঠা খুবই বিপজ্জনক। প্রাণহানির ঝুঁকিও রয়ে যায়। এদিন ওই তরুণ অবশ্য দিব্যি সেখানে বসে স্মার্টফোনে কথা বলছিলেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। ভাটিয়াপাড়ার বাসিন্দা জ্যোৎস্না দাসের বক্তব্য, 'ওর যদি বিয়ের শখ থাকে তাহলে বাড়িতে বলা উচিত। এসব কাণ্ড ঘটাতে গিয়ে বড় বিপদও হতে পারত।'

সৃজিতের 'টেক্কা'য় কোচবিহারের সুরাইয়া

কোচবিহার, ২৫ সেপ্টেম্বর : 'জঙ্গলমহল' ছবিতে ছিলেন মুখ্য ভূমিকায়। এবার বিখ্যাত বাংলা পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'টেক্কা' ছবিতে সহকারী পরিচালকের ভূমিকায় রয়েছেন কোচবিহারের সুরাইয়া পারভিন। এই খবরে স্বাভাবিকভাবেই খুশি কোচবিহারের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ।

পুজোর ছবিতে বরাবরই সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের থেকে বিশেষ চমকের আশায় থাকেন দর্শক। এবারের পুজোয় তাঁর তুরুপের তাস 'টেক্কা'। ছবিতে দেব এবং রুক্মিণীর পাশাপাশি রয়েছেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী।

ছবির শুটিং চলাকালীন ফ্লোরে পরিচালকের অন্য একটি ছবির গান বাজছিল। সেই গান খুব প্রিয় সুরাইয়ার। গানটি শুনেই চোখে জল চলে আসে তাঁর। সৃজিতের সঙ্গে কাজ করবার অভিজ্ঞতা কেমন? সুরাইয়া বলেন, 'আমি বরাবরই ওঁর ছবির ভক্ত। কাজের প্রস্তাব আসার পরে আমি দ্বিতীয়বার ভাবিনি। ওঁর ছবি নির্মাণের পদ্ধতি আমি কাছ থেকে দেখতে পেরেছি, এটাই আমার সৌভাগ্য।'

ছবির প্রযোজক এবং অভিনেতা দেব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর গলায় উত্তেজনা, 'দেবদা তো সবারই প্রিয়। ওঁর সঙ্গে ছবিতে এবারই প্রথম কাজ। প্রথমদিকে একটু নার্ভাস ছিলাম।'

বাংলা সিনেমায় এখনও অভিনেতা হিসেবে কাজ শুরু করেননি সুরাইয়া। তবে খুব শীঘ্রই বাংলা ছবিতেও তিনি অভিনয় করবে বলে জানিয়েছেন। সহ পরিচালক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে শিল্পী হিসেবে তাঁকে আরও সাহায্য করবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কিডনি চাই

A+ ব্লাড গ্রুপ, বয়স 40 এর মধ্যে। পুরুষ/মহিলা, অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। Ph. No. 8167877394. (C/112768)

বিক্রয়

নিউ কোচবিহারে বাইশগুড়ির মেইন রোডের পাশে ফ্লাইওভারের নীচে, তিনদিকে দেওয়াল দেওয়া 3 কাঠা জমি সত্বর বিক্রয় হইবে। (M) 9434028924. (C/111839)

জ্যোতিষ

বিজ্ঞানভিত্তিক জ্যোতিষ আচার্য্য কল্যাণ শাস্ত্রী (গোল্ড মেডেলিস্ট) প্রতি ইং ২২-৩১ হিলকার্ট রোড শিলিগুড়ি, ১-৫ মালবাজার রত্নভান্ডার জুয়েলার্সে বসছেন। Ph-7719371978.

অনুষ্ঠান স্থগিত

একাদশ শ্রেণির পরীক্ষার কারণে রজত জয়ন্তী পালনের পূর্ব নির্ধারিত 26th সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠান স্থগিত করা হল, 22শে জানুয়ারি 2025 এর অনুষ্ঠানের সঙ্গে উক্ত অনুষ্ঠানটি সংযোজন করা হল। -মাটিগাড়া বালিকা বিদ্যালয় (উচ্চবিদ্যালয়) (C/112770)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ড ও অভিজ্ঞ সুপারভাইজার চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা। সরাসরি জয়েনিং। M : 7863977242. (C/112464)

•

শিলিগুড়ি জলপাইমোড়ে রিলায়েন্স জিও গোডাউনে ও ঘোষপুকুরে ফোম ফ্যাক্টরিতে কাজের জন্য 20 জন ওয়ার্কার চাই। থাকা ফ্রি, মেস, রবিবার ছুটি, বেতন- 11,000/-। M : 8653710700. (C/112464)

•

মেখলিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মঠ শিশু বিদ্যাপীঠে বিএসসি+ডিএলএড শিক্ষক নেওয়া হবে। ফোটো ও সমস্ত সার্টিফিকেট সহ ১৫ দিনের মধ্যে স্কুল অফিসে আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে। M-8942843843. (C/112766)

•

শিলিগুড়ি এবং শিলিগুড়ি এর আশেপাশে এলাকাতে কাজ করবার জন্য প্রচুর সিকিউরিটি সুপারভাইজার চাই। বেতন 12000/- থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। OT+PF+ESI (M) 8170837161, 9046427575. (C/112463)

অ্যাফিডেভিট

ভোটার কার্ডে নাম ভুল থাকায় ২৫/৯/২৪ তুফানগঞ্জ J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে বিষ্ণু রায়, পিতা ভৈরব রায় থেকে সুবল রায়, পিতা কামিনী কান্ত রায় হইলাম। গ্রাম- ছাটারামপুর পার্ট- ২, পো- কাশিরডাঙ্গা, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা কোচবিহার। (D/S)

•

বালুরঘাট এলডি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ফার্স্ট ক্লাস কোর্টে ৩.৪.২৪-এর অ্যাফিডেভিট বলে গ্রাম+পোঃ বিদায়পুর, থানা- বালুরঘাট, জেলাঃ দঃ দিনাজপুর-এর Sampa Halder স্বামী সুজয় কুমার দাস এবং Sampa Halder (Das) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হল। (C/112772)

SILIGURI COLLEGE

The 7th Regional Science and Technology Congress will be held from 24th to 25th January, 2025. Abstracts are invited from teachers, research Scholars and students. **Last date of submission of abstracts: 23rd October, 2024**. Link for On-line Submission : **https://dstbt.bangla.gov.in/vigyanchetana/**

Sd/- Principal
Siliguri College

JALPAIGURI MUNICIPALITY

TENDER NOTICE

The Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites e-tenders as per given NITs under AMRUT 2.0. The tender details as given below : 1)WBMAD/JAL/AMRUT2.0/eNIT-1/2024-25 (**Tender Id : 2024_MAD_757456_1**) 2) WBMAD/JAL/AMRUT 2.0/eNIT-2/2024-25 (**Tender Id : 2024_MAD_757481_1**) Bid Submission End Date :- 28.10.2024 05:00 PM Details of e-N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Jalpaiguri Municipality

Office of the Executive Officer
Gazole Panchayat Samity
Gazole : Malda
email- gazole.bdo@gmail.com
Abridged E-Tender Notice
NIT No EO/GPS/NIET-09(e) of 2024-25, Dated 25.09.2024

EO, Gazole Panchayat Samity, Malda, invites E-tender for various development works under 15th FC 2024-2025 from Eligible and resourceful contractors having required credential and financial capability for execution of work of similar nature. Details of e-tender notice will be available in website **www.wbtenders.gov.in** or **http://etender.wbprd.nic.in**

Sd/- Executive Officer
Gazole panchayat Samity
Gazole, Malda

NOTICE

E-Tender for Procurement of X-Ray Flim for CR-System, Fuji Dry Pix (2000) Thermal Printer (each packet contain 100 flims) for DRS, Darjeeling, Vide NIeT No. DH & FWS/11 of 2024-2025 (2nd Call) Dated 29.08.2024. For more details visit to **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbhealth.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/-
Chief Medical Officer of Health
Darjeeling

e-Tender Notice

Date Extension of e-Tender

e-Tenders are invited vide e-NIT No 12(e)/EO/K-I PS of 2024-2025, Date- 04.09.2024 & 13(e)/EO/K-1 PS of 2024-2025, Date-05.09.2024 by the EO, Kaliachak-I PS, Malda on behalf of SSM Dept. Govt. West Bengal. Intending bidders are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in / www.malda.gov.in for details.

EO.
Kaliachak-I Dev. Block, Malda

E-TENDER NOTICE
NAGRAKATA PANCHAYAT SAMITY

NIT No: 25/NKT/24-25 dated: 23/09/24 fund: 15TH FC(24-25) is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 30/09/2024. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **https://wbtenders.gov.in** and office notice board of the undersigned.

Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জেলা সমাহর্তার কার্যালয়
কোচবিহার
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, কোচবিহার জেলার প্রত্যেকটি গ্রাম ও শহরে সমীক্ষা ও অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি খসড়া তালিকায় কোনও ইনসানিটারি ল্যাট্রিন ও ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার পাওয়া যায়নি।
গত ১৩.০৯.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত উক্ত খসড়া তালিকার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট তারিখের (২০.০৯.২০২৪) মধ্যে কোনও দাবি ও আপত্তি জমা পড়েনি।
সুতরাং অদ্য প্রকাশিত কোচবিহার জেলার চূড়ান্ত তালিকায় কোনও ইনসানিটারি ল্যাট্রিন ও ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার নেই।

তারিখ : ২৬.০৯.২০২৪

স্বাঃ/- জেলা সমাহর্তা
কোচবিহার জেলা

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১ (পব)
টেলি : (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪ * ই-মেল : Z748@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-A (দ্রষ্টব্য রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

দ্য সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ তৎসহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ সহ পঠিত রুল ৮(৬) অনুবিধি সহ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সেল নোটিশ। সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী ঋণদাতাকে মর্টগেজ/চার্জ দেওয়া নিম্ন বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যার গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকে শিলিগুড়ি মেইন ব্রাঞ্চের অনুমোদিত আধিকারিক নিয়েছেন বন্ধকী ঋণদাতা 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যাহা কিছু আছে', ১৩/১১/২০২৪ তারিখে টাঃ ৩৬,০০,৯৯৯ (টাকা ছত্রিশ লক্ষ নয়শত নিরানব্বই মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য বিক্রি করা হবে যা ইন্ডিয়ান ব্যাংকে শিলিগুড়ি মেইন ব্রাঞ্চের বন্ধকী ঋণদাতার কাছে ১। শ্রী নরেন্দ্র রাই, সুখদেও রাইয়ের পুত্র, ঠিকানা- পুষ্প প্রকাশন, অবন ঠাকুর সরণি, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি (এম কর্প) দার্জিলিং, পব- ৭৩৪০০৪, ঠিকানা ২, সাথবিক ভিলা, সি-০৮০৮, উত্তরায়ন টাউনশিপ, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০১০ (ঋণগ্রহীতা) শ্রীমতী অনামিকা রাই, নরেন্দ্র রাইয়ের স্ত্রী (ঋণগ্রহীতা ও জামিনদাতা) ঠিকানা- পুষ্প প্রকাশন, অবন ঠাকুর সরণি, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি (এম কর্প) দার্জিলিং, পব- ৭৩৪০০৪ বকেয়া রয়েছে।
নিম্নে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ যা ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রি করা হবে গণনা করা হল :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ :-	ক্রিয়েটিভ বুক শপ নং ২ এতে উপস্থিত সকল ও অপরিহার্য অংশ, দ্বিতীয় তল দোকানের হোটেল সেন্ট্রাল প্লাজা, হিলকার্ট রোড, ওয়ার্ড নং ৪৫, শিলিগুড়ি, প ব ৭৩৪০০৩ যা অধিগৃহীত হয়েছে দ্রষ্টব্য দলিল নং I-৪৪৪ তাং ১৫.০৯.২০০৫ ১৬.০২.২০০৬ এতে রেজিস্ট্রিকৃত খতিয়ান নং ২৫২৮ (আর এস) এবং এল আর ৮১০, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪ ও ৮১৫, প্লট নং আর এস ২১৬, এল আর ৪০২, মৌজা- শিলিগুড়ি, জে এল নং ১১০ (৮৮) ওয়ার্ড নং ৪৫, পরগনা বৈকুণ্ঠপুর, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি জেলা দার্জিলিং পব ৭৩৪০০৪ যা অনামিকা রাই নরেন্দ্র রাইয়ের স্ত্রীর নামে রয়েছে দ্বারা আবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ উত্তর- শ্রীমতী অনামিকা রাইয়ের এবং অন্যান্যদের দোকানঘর নং ৩, দক্ষিণ- শ্রীমতী দীপ্তি চৌধুরির দোকানঘর নং ১, পূর্বে - ইটের দেওয়াল, পশ্চিম - ৬', চওড়া বারান্দা
সম্পত্তির উপর ঝামেলা	জানা নেই
সংরক্ষিত মূল্য	টাঃ ৯০,০০০,০০/- (টাকা নব্বই লক্ষ মাত্র)
ইএমডি পরিমাণ	টাঃ ৯,০০০,০০/- (টাকা নয় লক্ষ মাত্র)
দর বৃদ্ধির অর্থাঙ্ক	টাঃ ৫০,০০০,০০ (টাকা পঞ্চাশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১৩/১১/২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
প্রপার্টি আইডি নম্বর	আইডিআইবি ৭৬০৬০১৮৩০৮

দরদাতাদের আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) অনলাইন দরে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে কল করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলাম নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- https://www.ebkray.in এবং এই পোর্টালের ব্যাখ্যার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in-এতে প্রপার্টি খোঁজ করার সময় উপরোক্ত Property ID Number ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ২০.০৯.২০২৪
স্থান : শিলিগুড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	প্রপার্টি অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) শ্রী ঈশ্বর চন্দ্র ঠাকুর, নোডাল আধিকারিক, মোবাইল নং- ৭০০৭৯৮৩৭৪৩
২) সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫

ফর্ম নং-১৪
[রেগুলেশন ৩৩ (২) দ্রষ্টব্য]
রেজি এ/ডি, দস্তি ব্যর্থ হলে প্রকাশ

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইবিউনাল, শিলিগুড়ি
৩য় তলা, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি বিজ্ঞপ্তি

দ্যা রিকভারি অফ ডেটস অ্যান্ড ব্যাংক্রাপ্টসি অ্যাক্ট ১৯৯৩-এর ধারা নং ২৫ থেকে ২৮ সেকশন এবং দ্যা ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১-এর দ্বিতীয় তফশিলি রুল ২ নং ধারা দ্বারা একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
আরসি/৭৪/২০২৪ ২৪.০৯.২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাংক
(পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাংক)
বনাম
শ্রীমতী বীথিকা গাঙ্গুলি (রায়)

প্রতি,
শ্রীমতী বীথিকা গাঙ্গুলি (রায়), স্বত্বাঃ মেসার্স গাঙ্গুলি অ্যালুমিনিয়াম প্যাক, প্রযত্নে নবেন্দু সাহা, গোলাপট্টি, মালদা, পোস্ট অফিস-মালদা, থানা-মালদা, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০১, পশ্চিমবঙ্গ। যেটি উপলব্ধ ১৩৪কে, সাউথ সিটি রোড, পুলিশ স্টেশন সিটি থানা, কলকাতা-৭০০০৫০ এবং আরও উপলব্ধ ৮এ দমদম রোড, কলকাতা-৭০০০৩০-এ।

অবহিত করা হচ্ছে যে, প্রিসাইডিং অফিসারের দ্বারা জারি করা নির্দেশাবলির অনুসরণে একটি পুনরুদ্ধারের নির্দেশপত্রের দ্বারা ডেটস রিকভারি ট্রাইবিউনাল শিলিগুড়ি টিএ/৪২৮/২০১৭-এ অর্থমূল্য টাঃ ২৪৪৬২৩১.০০ (টাকা চব্বিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশত একত্রিশ মাত্র) সঙ্গে জরিমানা এবং ভবিষ্যতের সরল সুদ বার্ষিক ১১.২০% হারে ১৭.০২.২০১৬ তারিখ থেকে শুরু করে আদায়ের দিন পর্যন্ত এবং মাশুল বাদে টাঃ ২৭০০০ (টাকা সাতাশ হাজার মাত্র) আপনার কাছে (যৌথভাবে/বিভিন্নভাবে/সম্পূর্ণভাবে/সীমিতভাবে) বকেয়া ও অনাদায়ী রয়েছে।

২. উপরোক্ত অর্থমূল্য নোটিশটি জারি হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে আপনাকে শোধ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। অর্থমূল্য শোধে ব্যর্থ হলে, রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যাক্ট, ১৯৯৩ ও এর অধীন রচিত রুল সমূহের সংস্থান মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে বকেয়া পুনরুদ্ধারের আইনি প্রক্রিয়া চালানো হবে।

৩. এতদ্বারা শুনানির পরবর্তী তারিখের আগে অথবা শুনানির দিনের মধ্যে আপনাকে পরিসম্পদ সমূহের বিশদ খতিয়ান হলফনামার মাধ্যমে ঘোষণার জন্য আপনার প্রতি আদেশ জারি করা হচ্ছে।

৪. এতদ্বারা এই কার্যাদির পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে ১৯.১২.২০১৪ তারিখে সকাল ১০.৩০-এর আগে হাজির থাকার জন্য আপনার প্রতি আদেশ জারি করা হচ্ছে।

৫. উপরে লেখা অর্থাঙ্ক ছাড়াও আপনি নিম্নলিখিত অর্থাঙ্ক প্রদানে দায়বদ্ধ :
(ক) কার্যাদি সম্পন্নকারী এই সার্টিফিকেটের বিজ্ঞপ্তি/প্রক্রিয়া শুরুর পরবর্তী মেয়াদের জন্য প্রদেয় সুদ।
(খ) এই বিজ্ঞপ্তি ও পরোয়ানার পরিষেবা এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের কার্যাবলি সংক্রান্ত যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি।

নীচে এই ট্রাইবিউনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম। **তারিখ : ২৪.০৯.২০২৪**

স্বাঃ-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবিউনাল, শিলিগুড়ি

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩১৬-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, তারিখ ২৩.০৯.২০২৪। সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন নামী সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩১৬। কাজের নাম : ২ বছরের (২০২৪-২০২৬) জন্য এসএসই/জি/এমএলডিটি-র অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বিবিধ বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। টেন্ডার মূল্যমান: ৪৬,৫৫,৯৭৪.৯১ টাকা। বায়নামূল্য: ৯৩,১০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়: ০১.১০.২০২৪ থেকে ১৫.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই (জি)/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিসের নোটিস বোর্ড। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-98/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বারবার যে কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছিলেন, সেই কাজ আজ শুরু করুন। সাফল্য আসবে। পেটের সমস্যা। বৃষ : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। প্রতিবেশীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। মিথুন : ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। শরীর নিয়ে সমস্যা থাকবে। প্রেমে শুভ। কর্কট : কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। বাড়ির কাজ করতে গিয়ে অনেক টাকা খরচ হবে। সিংহ : নতুন বাড়ি ও জমি কেনার সহজ সুযোগ আসবে। কেউ আপনাকে অপমান করতে পারে। কন্যা : পথে খুব সাবধানে চলুন। নিজের বুদ্ধির বলে অফিসের জটিল কাজ সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। তুলা : ছেলের পরীক্ষার সাফল্যে খুশি। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পাবেন। বৃশ্চিক : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকা দরকার। দামি জিনিসপত্র হারাতে পারে। ধনু : মায়ের শরীর নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা সফল হবে। মকর : ব্যবসা নিয়ে সামান্য দুশ্চিন্তা থাকবে। বাবার সঙ্গে নানা বিষয়ে আজ মতপার্থক্য হতে পারে। কুম্ভ : নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ মিলবে। মেয়ের বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। মীন : সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৯ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ৪ আশ্বিন, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৯ অহিন, সংবৎ ৯ আশ্বিন বদি, ২২ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৩০, অঃ ৫।২৮। বৃহস্পতিবার, নবমী অপরাহ্ন ৪।২৯। পুনর্বসুনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।৩। বরীয়ানযোগ প্রাতঃ ৬।১৪ পরে পরিঘযোগ শেষরাত্রি ৪।৫৫। গরকরণ অপরাহ্ন ৪।২৯ গতে বণিজকরণ শেষরাত্রি ৪।২৭ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৯। ৫৮ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, শেষরাত্রি ৪।৩ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, শেষরাত্রি ৪।৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- পূর্বে, অপরাহ্ন ৪।২৯ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ২।২৯ গতে ৫।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৯ গতে ১২।৫৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- সন্ধ্যা ৫।৩৪ গতে রাত্রি ৩। ৫৪ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৮ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ২। ৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।০ গতে ৯।১৯ মধ্যে ও ১১।৪৮ গতে ৩।৭ মধ্যে ও ৩।৫৬ গতে ৫।৩১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আমার উত্তরবঙ্গ

পুলিশের কথায় কাটমানি ফেরত, দাবি প্রধানের

অভিযোগ অস্বীকার পুলিশ সুপারের

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : কাটমানি কাণ্ডে সুজালির প্রধান নুরি বেগমের বিরুদ্ধে এফআইআরের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসন। মঙ্গলবার পঞ্চায়েত অফিসে বসে প্রায় ২১ লক্ষ টাকা কাটমানি আবাস যোজনার উপভোক্তাদের ফেরত দেন তিনি। সেই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত শুরু করেছেন প্রশাসনের কর্তারা। ইতিমধ্যে ইসলামপুর ব্লক প্রশাসনের তরফে বিস্তারিত রিপোর্ট মহকুমা শাসক সহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে খবর। অন্যদিকে, বুধবার পুলিশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন নুরি। তাঁর দাবি, পুলিশকর্তাদের একাংশের কথাতেই তিনি কাটমানির টাকা ফিরিয়ে দিতে পঞ্চায়েত অফিসে উপস্থিত ছিলেন। টাকার উৎস নিয়ে এদিনও নুরি তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেননি। যদিও ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস নুরির দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন।

মঙ্গলবার সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০০ জন উপভোক্তাকে ১০ হাজার ৫০০ টাকা করে ফেরত দেওয়া হয়। যা নিয়ে সেদিন সুজালিতে উত্তেজনা ছড়ায়। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ঘটনায় পুলিশের 'অতিসক্রিয়তা' নিয়ে চর্চা চলছে প্রশাসনের অন্দরে। প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, 'পুলিশের উচিত ছিল প্রশাসনের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলা। পুলিশ কেন এই কাজে সমন্বয় রাখেনি, তা নিয়ে আমরাও ধোঁয়াশায় আছি।'

অন্যদিকে নুরি বলছেন, 'আমাকে পুলিশের একাধিক কর্তা টাকা ফেরানোর সময় পঞ্চায়েত অফিসে উপস্থিত থাকতে বলেছিলেন। আমি বারণ করতে পারিনি। কারণ পুলিশ নিরাপত্তা দিয়ে আমাকে বাড়ি থেকে অফিস এবং অফিস থেকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। টাকা কোথা থেকে এল তা আমার জানা নেই। এখন উলটে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'

পুলিশ সুপারের বক্তব্য, 'পঞ্চায়েত অফিসের ভিতরে কী ঘটেছে, পুলিশের তা জানা নেই। ওখানে ভিড় জমেছিল বলেই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। প্রধান কী বলছেন, তা আমরা কিছু জানি না। ওঁর স্বামীর বিরুদ্ধে একাধিক তোলাবাজির মামলা আছে। যা নিয়ে তদন্ত চলছে।'

অন্যদিকে ইসলামপুরের মহকুমা শাসক মহম্মদ আব্দুল শাহিদ বলেছেন, 'সুজালির পঞ্চায়েত অফিসে বসে কাটমানি ফেরতের ঘটনার তদন্ত স্বতঃপ্রণোদিতভাবে শুরু করেছি আমরা। প্রধানের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হবে।'

দেখি তো কয়টা দাঁত... কোচবিহারে কুমোরটুলিতে বুধবার। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

মেডিকেলে চিকিৎসক ও কর্মী সংগঠনের বিরোধ

সুরক্ষা কমিটিতে অধিকাংশই পুরুষ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে ফের বিতর্ক উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। কমিটিতে হাসপাতালের মহিলা কর্মীদের প্রতিনিধি না রাখা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মহিলা চিকিৎসক, নার্স সহ অন্য চিকিৎসাকর্মীদের সুরক্ষায় তৈরি এই কমিটিতে বেশিরভাগ বিভাগীয় প্রধানকে রাখা হলেও হাসপাতালের কর্মীদের মধ্যে থেকে মহিলা প্রতিনিধি নেই। প্রধান করণিককে রাখা হলেও তাঁর সম্মতিও নেওয়া হয়নি। এই কমিটি নিয়ে কলেজ অধ্যক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিলেন কর্মী ইউনিয়নের নেতা অ্যান্টনি ডি রোজারিও। আর এতেই চটে যান অধ্যাপক চিকিৎসকদের একাংশ। তাঁরা বুধবার কলেজ অধ্যক্ষের অফিসে গিয়ে হাসপাতালের কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। সেখানে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশকে ডেকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা বলেছেন, 'এসব ছোটখাটো বিষয় হয়েই থাকে। যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেখানে সমস্ত বিভাগের প্রতিনিধি রয়েছেন।'

শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ২১ সেপ্টেম্বর কলেজ অধ্যক্ষ 'স্টেকহোল্ডার' কমিটি গঠন করেছেন। ওই কমিটিতে অধ্যক্ষ, হাসপাতাল সুপার, অতিরিক্ত সুপার, ডেপুটি সুপার ছাড়াও মেডিসিন, সার্জারি, অর্থোপেডিক বিভাগের প্রধান, নার্সিং সুপার, পূর্ত দপ্তরের বাস্তুকার, একজন জুনিয়ার রেসিডেন্ট, পুলিশ পোস্টের বড়বাবু, হাসপাতালের প্রধাণ করণিককে রাখা হয়েছে।

সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের নেতা অ্যান্টনি ডি রোজারিও বলেছেন, 'এই কমিটি মহিলাদের সুরক্ষায় নজর রাখার জন্য। অথচ কমিটিতে পুরুষ প্রতিনিধিই বেশি। সেটাই আমি মঙ্গলবার কলেজ অধ্যক্ষকে গিয়ে বলেছিলাম। আমার বক্তব্য ছিল, আরও বেশি সংখ্যক মহিলা প্রতিনিধিকে সুযোগ দেওয়া হোক।'

তাঁর অভিযোগ, 'হাসপাতালের প্রধান করণিক জবা ভট্টাচার্যকে কমিটিতে রাখা হয়েছে, অথচ সম্মতি নেওয়া হয়নি। সরাসরি বৈঠকে ডাক পেয়ে তিনি এই কমিটির কথা জানতে পারেন। এটা তো সঠিক পদ্ধতি নয়।'

অন্যদিকে, অ্যান্টনি কলেজ অধ্যক্ষের ঘরে গিয়ে কমিটি নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন জানতে পেরে ওই কমিটির সদস্য একাধিক অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান বুধবার দুপুরে কলেজ অধ্যক্ষের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রশ্ন তোলেন, কলেজের একটি কমিটিতে কর্মী ইউনিয়নের নেতা কেন মাথা ঘামাবেন?

এই নেতাদের বিরুদ্ধে এর আগেও কর্মীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। ২০২২ সালে থানায় লিখিত অভিযোগও হয়েছিল। অধ্যক্ষ কেন কোনও পদক্ষেপ করছেন না, এই প্রশ্ন করেন অধ্যাপকরা। পুলিশ ডেকে ওই কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাতে থাকেন তাঁরা। পরে পুলিশকে ডাকা হয়। পুলিশ অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

অধ্যাপক চিকিৎসক এবং কর্মী সংগঠনের বিরোধ যেভাবে বাড়ছে, তাতে কাজের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলে দাবি করেছেন অনেকেই।

বোনাস নিয়ে বিজিপিএম-কে কটাক্ষ গুরুংয়ের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : পাহাড়ে চা শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে আন্দোলন চলছে। সমাধানের খোঁজে একাধিকবার বৈঠক হলেও, বারবার ভেস্তে গিয়েছে আলোচনা। এরই মাঝে বোনাস নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং। বুধবার তিনি বলেন, 'মালিকপক্ষ ১৬ শতাংশ বোনাস দিক। বাকি চার শতাংশের মধ্যে তিন শতাংশ নিজেদের তহবিল থেকে দিক প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। বাকি এক শতাংশের ব্যবস্থা করুক পাহাড়ের অন্য রাজনৈতিক দলগুলি।'

তাঁর এই মন্তব্য কি আদৌ যুক্তিসংগত? রাজনৈতিক দলগুলি কীভাবে বোনাসের টাকা দেবে? এসব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিমলের মন্তব্যের পর ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) নেতারা তাঁকে বিঁধতে ছাড়ছেন না। 'বিমল মালিকদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন' বলে কটাক্ষ করেছেন বিজিপিএমের মুখ্য আহ্বায়ক এসপি শর্মা।

তাঁর কথায়, 'মালিকপক্ষ ১২ শতাংশ বোনাস দিতে রাজি। এই পরিস্থিতিতে বিমলের বক্তব্য মালিকপক্ষকে সুবিধা করে দিচ্ছে।'

এসপি শর্মার অভিযোগ, 'বিমল হয়তো মালিকপক্ষের কাছ থেকে টাকা পেয়েছেন, তাই নিজে থেকে বোনাস দেওয়ার দায়িত্ব নিতে চাইছেন। আমরা মালিকপক্ষের থেকে কোনও টাকা নিই না। ১৬ শতাংশ বোনাসের কথা বলে পাহাড়ের ৭৫ হাজার শ্রমিকের আন্দোলনকে ভেস্তে দিতে চাইছেন বিমল।'

পাহাড়ের চা শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে একের পর এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ভেস্তে গিয়েছে। এরই মধ্যে এদিন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা যাতে বাগান মালিকদের ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার ক্ষেত্রে চাপ দেন, সেই কথাই চিঠিতে উল্লেখ করেছেন অনীত।

পাহাড়ের চা শ্রমিকদের পুজো বোনাস নিয়ে দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে মঙ্গলবারের বৈঠক ভেস্তে গিয়েছে। তবে বৈঠকে মালিকপক্ষ ৯.৫০ শতাংশের বদলে ১২ শতাংশ বোনাস দেওয়ার বিষয়ে রাজি হয়েছে।

তারপরেও পাহাড়জুড়ে ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চলছে। যদিও জিটিএ'র তরফে রাজ্যকে চিঠি দেওয়ার দিনই বোনাস সমস্যা নিয়ে সরাসরি অনীতদের দায়ী করে কাঠগড়ায় তুলেছেন বিমল।

> মালিকপক্ষ ১৬ শতাংশ বোনাস দিক। বাকি চার শতাংশের মধ্যে তিন শতাংশ নিজেদের তহবিল থেকে দিক প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। বাকি এক শতাংশের ব্যবস্থা করুক পাহাড়ের অন্য রাজনৈতিক দলগুলি।
>
> **বিমল গুরুং**
> *সুপ্রিমো, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা*

বোনাস নিয়ে তৈরি হওয়ায় জটিলতার পেছনে পাহাড়ের শাসকদল বিজিপিএমের নেতাদের লেনদেন রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন বিমল।

তিনি বলেন, 'আমারা জিটিএ-তে থাকাকালীন পাহাড়ের চা শ্রমিকরা অনেক সুযোগসুবিধা পেতেন। শ্রমিকদের স্বার্থে আমরা টানা আন্দোলন করেছি। কিন্তু বর্তমান শাসকদল কিছু করেনি। কিছু নেতা এখন মালিকপক্ষের থেকে টাকা নিয়ে চুপ হয়ে গিয়েছেন। ২০ শতাংশ বোনাস না দিতে পারলে তাঁরা পদ ছেড়ে দিন।'

অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : পুরনিগমের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাটাগলি সংলগ্ন বহুতলে অবৈধভাবে দোকান নির্মাণ সহ ছাদে শেড বসানোর অভিযোগ উঠল। এবিষয়ে পুরনিগমে অভিযোগ দায়ের করেছে স্বস্তিকা যুবক সংঘ। ক্লাবের সম্পাদক উজ্জ্বল মিত্রের অভিযোগ, 'এমনিতেই বাটাগলিতে যানজটের কারণে চলাফেরা করা মুশকিল। তারমধ্যে ওই বহুতলে কোনও ধরনের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছাড়া একের পর এক দোকান তৈরি করা হচ্ছে। ছাদে শেড বসানো হচ্ছে। পার্কিংয়ের কোনও ব্যবস্থাই নেই। আমরা পুরনিগমে অভিযোগ জানিয়েছি।'

যদিও বহুতল কর্তৃপক্ষের তরফে অনিল মাসানি বলছেন, 'আসলে চাঁদা না দেওয়ার কারণেই এমন অভিযোগ করা হচ্ছে।' এ প্রসঙ্গে উজ্জ্বলের বক্তব্য, 'উনি যে অভিযোগ করেছেন, সেটা প্রমাণ করে দেখাক।' মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'পুরনিগমের টিম গিয়েছিল। বেআইনি নির্মাণ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। অন্য নির্মাণ যেভাবে ভাঙা হয়েছে, এক্ষেত্রেও তাই করা হবে।'

ক্যানালে ভাসমান দেহ

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : সাতসকালে ফুলবাড়ি গজলডোবা ক্যানালে একটি দেহ ভাসতে দেখা যায়। এরপর প্রায় দু'ঘণ্টার চেষ্টায় দেহটি সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়। বুধবার সকালে ফুলবাড়ির ছোবাভিটা এলাকায় স্থানীয়রা প্রথমে ক্যানালের জলে দেহটি ভাসতে দেখেন। দেহটি গজলডোবার দিক থেকে ভেসে আসে। ছোবাভিটার কাছে ক্যানালের এক জায়গায় আটকে যায়।

খবর ছড়িয়ে পড়তেই কয়েকশো মানুষ ভিড় জমান ক্যানালের পাড়ে। খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। পুলিশ সেখানে পৌঁছে দেখতে পায় দেহটি ক্যানালের মাঝবরাবর আটকে রয়েছে। এরপর খবর দেওয়া হয় ফুলবাড়ি দমকলকেন্দ্রে। দমকলকর্মীরা এসে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় দেহটি উদ্ধার করেন। মৃতের পরনে ছিল শুধুমাত্র হাফপ্যান্ট। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, মৃতের বয়স ৪০-৪৫ বছর। এরপর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। তদন্ত করছে পুলিশ।

ডুবে মৃত্যু

নকশালবাড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : মেচি নদী পারাপার করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত ঝাপুজোত এলাকায়। মৃতের নাম সাবিনিউস মুর্মু। সে খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি এলাকার বাসিন্দা। নকশালবাড়ির ঝাপুজোতে মেচি নদী পেরিয়ে ভারত থেকে নেপালে যাওয়ার সময় ওই ব্যক্তি ডুবে যান। এরপর স্থানীয়দের নজরে আসলে সীমান্তরক্ষীদের সহায়তায় বেশ কিছুক্ষণ পর ওই ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নকশালবাড়ি হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, আগামীকাল মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হবে।

দুর্ঘটনায় জখম

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর সংলগ্ন পশ্চিম মাদাতি টোল প্লাজার কাছে বুধবার একটি লরি মোটরবাইককে ধাক্কা দেয়। ঘটনায় মোটরবাইকচালক সহ আরও একজন আহত হন। খবর পেয়ে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহতদের উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনার পর লরিচালক পালিয়ে যায়। লরি এবং বাইক আটক করেছে পুলিশ।

গয়না, টাকা চুরি

ইসলামপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : গ্রিল ভেঙে ঘরে ঢুকে সোনার গয়না, টাকা চুরির অভিযোগ উঠল। বুধবার ভোরে ইসলামপুর শহরের স্টেশন রোড এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। বাড়ির মালিক তপন দত্ত এবিষয়ে ইসলামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। চিকিৎসার কারণে বর্তমানে তিনি ইসলামপুরের বাইরে রয়েছেন। তপন বলেন, 'দুষ্কৃতীরা সোনার গয়না ও নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছি।' মাস দুয়েক আগে তাঁর বাড়ি থেকে একটি জল তোলার মোটর চুরি হয়েছিল। ফের চুরির ঘটনায় উদ্বিগ্ন পরিবারটি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

এলইউসিসি নিয়ে জট

জলপাইগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : জেলা প্রশাসনের শিল্প নিয়ে বুধবারে ডাকা বৈঠকে ল্যান্ড ইউজ কম্প্যাটিবিলিটি সার্টিফিকেট (এলইউসিসি) নিয়ে সোচ্চার হলেন জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ির শিল্পপতিরা। এসজেডিএ-র তরফে এলইউসিসি দেওয়া হচ্ছে না। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির থেকে আগের ইস্যু করা সার্টিফিকেটকেও গুরুত্ব দিচ্ছে না জেলা পরিষদ। ফলে ঝুলে রয়েছে জলপাইগুড়ি সদর, রাজগঞ্জ এবং ডাবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন শিল্প গড়ার উদ্যোগ। এদিন জেলা শাসকের আরটিসি হলঘরে শিল্প বিষয়ক বৈঠকে এই ভোগান্তির কথাই উঠে এল। জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'এলইউসিসি'র বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এসজেডিএ'র থেকেই এলইউসিসি নিতে হবে।'

নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ পালের অভিযোগ, জুলাই মাস থেকে এসজেডিএকে এলইউসিসি'র দায়িত্ব দেওয়া হয়। এদিকে, তারপরেই এসজেডিএ'র বোর্ড ভেঙে দেয় রাজ্য সরকার। এরপরই এসজেডিএ'র তরফে এলইউসিসি ইস্যু করা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুরজিতের প্রশ্ন, 'যদি জমির নকশার অনুমোদনই না মেলে তাহলে শিল্প ইউনিট স্থাপন করব কী করে?'

নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক কিশোর মারোদিয়া জানান, গত দুই মাসে জলপাইগুড়ি জেলায় এই এলইউসিসি না মেলায় শিল্পে প্রায় ২০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ করা যায়নি। সুরজিতের কথায়, 'পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতিকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে এলইউসিসি নেওয়া হয়েছিল, সেটা এখন বৈধ বলা হচ্ছে না। তাহলে সেই টাকাটা ফেরত পাব তো। ফের এসজেডিএ'র থেকে সার্টিফিকেট নিতে হলে আরও লাখখানেক টাকা দিতে হবে। এতে তো শিল্প ইউনিটের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজের খরচ বেড়ে যাবে।'

প্রশ্ন যেখানে

- এসজেডিএ'র বোর্ড ভেঙে যাওয়ায় দুই মাস ধরে একটিও এলইউসিসি ইস্যু হয়নি
- জুলাইয়ের আগে পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির ইস্যু করা এলইউসিসি মানছে না জেলা পরিষদ
- এখন এসজেডিএ'র থেকে ফের সার্টিফিকেট ইস্যু করতে ফের লক্ষাধিক টাকার ধাক্কা

কিছু এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচীতে সংশোধন

বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন সম্প্রসারণের ফলে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির সময়সূচি উল্লিখিত স্টেশনগুলিতে নিম্নরূপে সংশোধিত হবে :—

১২৩৭৮/১২৩৭৭ নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস

১২৩৭৮ নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৯.২৪; ২৭.০৯.২৪ থেকে কার্যকর)		স্টেশন	১২৩৭৭ শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৯.২৪; ২৭.০৯.২৪ থেকে কার্যকর	
পৌঁ.	ছা.		পৌঁ.	ছা.
অপরিবর্তিত		নিউ আলিপুরদুয়ার	-	-
		নিউ কোচবিহার	১১.৩০	১১.৩২
		মাথাভাঙ্গা	১০.৫৯	১১.০১
		জলপাইগুড়ি রোড	১০.০৬	১০.০৮
২০.৩০	২০.৪০	নিউ জলপাইগুড়ি	০৯.১৫	০৯.২৫
২১.৪০	২১.৪২	কিষাণগঞ্জ	অপরিবর্তিত	
২২.০৮	২২.১০	ডালখোলা		
২৩.২৫	২৩.২৭	সামসি		
০০.৪০	০০.৪৫	মালদা টাউন	০৫.২৫	০৫.৩০

২২৫০৪/২২৫০৩ ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী বিবেক এক্সপ্রেস

২২৫০৪ ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী বিবেক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৯.২৪; ২৯.০৯.২৪ থেকে কার্যকর)		স্টেশন	২২৫০৩ কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৯.২৪; ২৯.০৯.২৪ থেকে কার্যকর)	
পৌঁ.	ছা.		পৌঁ.	ছা.
১০.০৫	১০.১০	নিউ বঙ্গাইগাঁও	অপরিবর্তিত	
১০.৩৫	১০.৩৭	কোকরাঝাড়		
১১.৩০	১১.৩৫	নিউ আলিপুরদুয়ার		
১২.১৫	১২.২০	নিউ কোচবিহার	০২.২২	০২.২৭
১২.৪৮	১২.৫০	মাথাভাঙ্গা	০১.৩০	০১.৩২
১৩.৪৮	১৩.৫০	জলপাইগুড়ি রোড	০০.৩২	০০.৩৪
১৪.৫৫	১৫.০৫	নিউ জলপাইগুড়ি	২৩.৫৫	০০.০৫

১৫৬২০/১৫৬১৯ কামাখ্যা-গয়া-কামাখ্যা এক্সপ্রেস

১৫৬২০ কামাখ্যা-গয়া এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৯.২৪; ৩০.০৯.২৪ থেকে কার্যকর)		স্টেশন	১৫৬১৯ গয়া-কামাখ্যা এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.১০.২৪; ০২.১০.২৪ থেকে কার্যকর)	
পৌঁ.	ছা.		পৌঁ.	ছা.
০৯.৩৫	০৯.৪০	নিউ বঙ্গাইগাঁও	০৮.০০	০৮.০৫
১০.০৩	১০.০৫	কোকরাঝাড়	০৬.৪৫	০৬.৪৭
১১.৩০	১১.৩৫	নিউ আলিপুরদুয়ার	০৫.৪৫	০৫.৫০
১১.৫০	১১.৫৫	নিউ কোচবিহার	০৫.১৭	০৫.২২

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সিলিন্ডারে গ্যাসের বদলে জল

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : 'দুধে জল মেশানো'র কথা আমরা সবাই শুনেছি। কথায় কথায় অনেকেই এই কথাটি প্রবাদ হিসাবেও ব্যবহার করে থাকি। তবে, খড়িবাড়ির ডোহাগুড়িতে একটি পরিবারের সঙ্গে যা ঘটল তা শুনলে অবাক হতেই হবে। ডোহাগুড়ির নিমাই সরকারের পরিবারের ঘটনা। নিমাই গত ৬ সেপ্টেম্বরে খড়িবাড়ির একটি অনুমোদিত ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে ৮৫৬ টাকা দিয়ে রান্নার গ্যাসের একটি ভর্তি সিলিন্ডার নিয়ে আসেন। এরপর ১৭ তারিখ পুরোনো সিলিন্ডারের গ্যাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিয়ে আসা সিলিন্ডারটি ওভেনের সঙ্গে জুড়ে দেন। কিন্তু একদিন পর সকালে চা করতে গিয়ে নিমাইয়ের স্ত্রী দেখেন গ্যাস শেষ। ডাক পড়ে নিমাইয়ের। নিমাই এসে ওভেন থেকে সিলিন্ডার খুলে ঝাঁকিয়ে দেখেন ভেতর থেকে জলের কলকল শব্দ আসছে। সিলিন্ডারের মুখে কাঠি দিয়ে চাপ দিতেই দেখেন ভিতর থেকে জল বেরিয়ে আসছে।

রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার থেকে বেরিয়ে আসছে জল।

এরপরেই ফোন করে সম্পূর্ণ বিষয়টি জানান ডিস্ট্রিবিউটারকে। ডিস্ট্রিবিউটার সব শোনার পর নিমাইকে বলেন সাতদিন পর সিলিন্ডার পরিবর্তন করে নিয়ে যেতে। সেইমতো বুধবার সিলিন্ডার পরিবর্তনের জন্য ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে হাজির হন নিমাই। অভিযোগ, এদিন ডিস্ট্রিবিউটার তাঁকে সিলিন্ডারটি পরিবর্তন করে দিতে অস্বীকার করেন। এরপরই সেখানে বিক্ষোভ শুরু করেন নিমাই। তাঁর কথায়, 'এত টাকা দিয়ে অবশেষে জল কিনতে হবে! তারপর আবার হয়রানি। গরিব মানুষ, কোথায় অভিযোগ জানাব? কিছু বুঝতে পারছি না।'

ওই ডিস্ট্রিবিউটারের প্রতিনিধি অশোক জয়সওয়াল বলেন, 'ঘটনাটি বিরল। মাঝে এমন বেশ কয়েকবার ঘটেছে। গ্যাস কোম্পানিকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এর আগে নিজস্ব তহবিল থেকে আমরা গ্রাহককে টাকা ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসি) আমাদের কোনও টাকা দিচ্ছে না। এবারও বিষয়টি আইওসিকে জানানো হয়েছে। তারা সিলিন্ডার পরিবর্তন করে আমাদের দিলে, গ্রাহককে দিয়ে দেব।'

ধসের জেরে ফের বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

পর্যটনশিল্পে ক্ষতি ৫০০ কোটি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : বৃষ্টি হলে ফের বন্ধ হয়ে যেতে পারে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক, এমনটাই আশঙ্কা ছিল। মঙ্গলবার রাতের বৃষ্টিতে ধসের জেরে বুধবার দিনভর যান চলাচল বন্ধ থাকল সিকিমের 'লাইফলাইনে'। ২৮ মাইলের পাশাপাশি ধস নামে মেল্লি-রংপোর মাঝামাঝি এলাকায়। বৃহস্পতিবার প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা থাকায় দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলায় লাল সতর্কতা জারি হয়েছে। ভারী বর্ষণের আশঙ্কা রয়েছে সিকিম পাহাড়েও। ফলে রাস্তাটির ভবিষ্যৎ নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে।

দিনের পর দিন রাস্তাটি বন্ধ থাকায় গত চার মাসে শুধু পর্যটনশিল্পে ৫০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। ফলে পুজোর মুখে আশঙ্কা বাড়ছে পর্যটন মহলে। এমন পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'করোনা পরবর্তী বছরেও আমরা এতটা উদ্বেগে ছিলাম না, যতটা এবছর রয়েছি। সমস্ত দিক হিসেব কষে আমরা দেখেছি, গত চার মাসে পর্যটনে ক্ষতি হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা।' তাঁর অভিযোগ, 'জলবিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির সময় তিস্তা বরাবর গার্ডওয়াল তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ন্যাশনাল হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন (এনএইচপিসি)। কিন্তু কিছুই করা হয়নি। করে থাকলে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক।'

বর্ষা শুরু হওয়ার পর থেকেই বেহাল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এখন শরতে সকালে রাস্তা খোলা থাকলেও বিকেলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আবার উলটোটাও ঘটছে। ফলে পুজো যত এগিয়ে আসছে, ততই সিকিমের লাইফলাইন নিয়ে ভীতি বাড়ছে। পর্যটন মহলের বক্তব্য, পুজোর সময় রাস্তাটি বন্ধ থাকলে ক্ষতির পরিমাণ হাজার কোটি ছাপিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের।

ব্যবসায়ীদের মতে, ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় শুধু সিকিম, কালিম্পং সমস্যায় পড়েছে এমনটা নয়। মাশুল গুনতে হচ্ছে দার্জিলিংকেও। পর্যটন ব্যবসায়ী শুভাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'এখন সমাজমাধ্যমের জন্য দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ছে। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় অনেকেই মনে করছেন দার্জিলিংয়ে যাওয়া যাবে না। একের পর এক বুকিং বাতিল হচ্ছে। পুজোর মুখে যদি সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হয়, তবে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে ঠেকবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

বর্তমানে সিকিমের অধিকাংশ হোটেল লিজ নিয়ে চালাচ্ছেন সমতলের বাঙালিরা। রাস্তা বেহাল থাকায় চরম সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। হোটেল ব্যবসায়ী অভিজিৎ সেনগুপ্ত বলছেন, 'লিজের টাকা গুনতে হচ্ছে। পরিকাঠামোর জন্য খরচ রয়েছে। অথচ পর্যটক নেই। ক্ষতি সামলাতে না পেরে অনেকে কর্মচারী ছাঁটাই করা শুরু করেছেন।'

জাতীয় সড়কটি প্রায়দিন বন্ধ থাকায় ঘুরপথে চলছে গাড়ি। এর ফলে তেলের খরচ বেড়ে গিয়েছে বলে জানাচ্ছেন পরিবহণ ব্যবসায়ীরা। জাতীয়তাবাদী ট্যাক্সি অ্যান্ড প্রাইভেট কার ড্রাইভার ইউনিয়নের (এনজেপি শাখা) সভাপতি উদয় সাহা বলছেন, 'বাড়তি খরচের পাশাপাশি গাড়ির ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু পর্যটকদের থেকে বাড়তি টাকা চাইলেই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। খারাপ হচ্ছে সম্পর্ক।'

> করোনা পরবর্তী বছরেও আমরা এতটা উদ্বেগে ছিলাম না, যতটা এবছর রয়েছি। সমস্ত দিক হিসেব কষে আমরা দেখেছি, গত চার মাসে পর্যটনে ক্ষতি হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা।
>
> **সম্রাট সান্যাল** *সাধারণ সম্পাদক, হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক*

> লিজের টাকা গুনতে হচ্ছে। পরিকাঠামোর জন্যে খরচ রয়েছে। অথচ পর্যটক নেই। ক্ষতি সামলাতে না পেরে অনেকে কর্মচারী ছাঁটাই করা শুরু করেছেন।
>
> **অভিজিৎ সেনগুপ্ত** *হোটেল ব্যবসায়ী*

২৮ মাইলে ধস।

> বাড়তি খরচের পাশাপাশি গাড়ির ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু পর্যটকদের থেকে বাড়তি টাকা চাইলেই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। খারাপ হচ্ছে সম্পর্ক।
>
> **উদয় সাহা** *সভাপতি, জাতীয়তাবাদী ট্যাক্সি অ্যান্ড প্রাইভেট কার ড্রাইভার ইউনিয়ন (এনজেপি শাখা)*

সিকিমের মদ পাচার, ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে বেড়েছে মদের দাম। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সিকিম থেকে মদ পাচারের চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। সিকিমে কম দামের পেছনে মূল কারণ, সে রাজ্যে রাজস্ব কম। পাচারচক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড়ো সাফল্য পেল আবগারি দপ্তর। বিশেষ সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে এগারো লক্ষ টাকা মূল্যের মদ উদ্ধার করলেন আবগারি কর্তারা। বাজেয়াপ্ত করা হয় ব্যবহৃত গাড়িটিকেও। সেই গাড়িতে থাকা দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আবগারি দপ্তর। ধৃতদের নাম সন্দীপ রাই ও প্রজ্ঞান রাই। দুজনেই বিজনবাড়ির সিংলগা বাজারের বাসিন্দা।

বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করেন দপ্তরের জলপাইগুড়ি ডিভিশনের অ্যাডিশনাল কমিশনার সুজিত দাস। তিনি জানান, মঙ্গলবার গভীর রাতে আবগারি কর্তাদের নজরে আসে, জোরথাং দিয়ে একটি গাড়ি আসছে। সেটাকে আটকাতে গেলে গতি বাড়িয়ে মকাইবাড়ি চা বাগানের পথে চলে যায়। অ্যাডিশনাল কমিশনারের কথায়, 'আমরা গাড়িটিকে অনুসরণ করি। শেষপর্যন্ত মকাইবাড়ি চা বাগানের কাছে আটকানো হয়।' এরপর তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় সিকিমে তৈরি মদ। যার মোট আনুমানিক বাজারমূল্য ১০ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা।

পুজোর মরশুমে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে সিকিমে তৈরি মদ এই রাজ্যে আরও ঢুকতে পারে বলে ধারণা আবগারি কর্তাদের। গত কয়েক মাসে বিহারে মদ পাচারের ঘটনা সামনে আসেনি। তার মানে যে একেবারেই এরাজ্য থেকে ওই রাজ্যে পাচার বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেব্যাপারেও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না কর্তারা। অ্যাডিশনাল কমিশনারের কথায়, 'আমরা সেদিকে নজর রাখছি। শুধু সিকিম থেকে পাচার হওয়া মদ এরাজ্যে নয়, এ রাজ্য থেকে মদ যাতে কোথাও পাচার না হয়, সেটা নিশ্চিত করা হচ্ছে।'

সড়কে মৃতদেহ

চাকুলিয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : বুধবার চাকুলিয়ার বারোদিয়া এলাকায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে দেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। এরপর খবর দেওয়া হয় চাকুলিয়া থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ইসলামপুর মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। এখনও পর্যন্ত মৃতের পরিচয় জানা যায়নি।

চা চাষির সভা

ইসলামপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : বুধবার ইসলামপুরের দুর্গানগর এলাকায় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা। এদিনের সভায় উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলার সাতটি সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জলপাইগুড়ির রজত রায় কার্জিকে। এছাড়া সংগঠনের নতুন ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের ইদ্রিস আলমকে।

বাড়িতে চুরি

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজিপল্লিতে দিনদুপুরে চুরির ঘটনা ঘটল বুধবার। সেখানকার বাসিন্দা রমা নন্দী শিলিগুড়ির একটি স্কুলে শিক্ষক হিসাবে কর্মরত। এদিন সকালে তিনি স্কুলে যান। বিকেলে বাড়ি এসে চুরির বিষয়টি লক্ষ করেন। নগদ সহ গয়না চুরি হয় বলে দাবি করেন তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ।

একজোটে।। গঙ্গারামপুরে ছবিটি তুলেছেন অনন্ত মণ্ডল।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রেশমশিল্প বাঁচাতে উদ্যোগ রামগঞ্জে

ইসলামপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জের ফুলাহারে বুধবার রেশম প্রকল্প পরিদর্শন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। রেশমশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে সেরিকালচার দপ্তর বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এই মরশুমে মুগা চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দপ্তরের উত্তরবঙ্গের জয়েন্ট ডিরেক্টর অরূপকৃষ্ণ ঠাকুর বলেন, 'বহুদিন ধরে এই ফার্মটি ধুঁকছে। গত দু'বছর ধরে রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ফার্মটিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে।' এদিন প্রকল্পের একাধিক কাজের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। এদিন বৃক্ষরোপণ এবং গাছে পোকা ছাড়ার পাশাপাশি প্রকল্পের কাজকর্ম ঘুরিয়ে দেখানো হয় মন্ত্রীকে। মন্ত্রীও ফার্মটি পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন।

গোলাম রব্বানি বলেন, 'রাজ্য সরকার বাংলায় মুগা সিল্ক উৎপাদনের লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়েছে। ভারতে তৈরি মুগা সিল্কের চাহিদা রয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারেও। তাই সেরিকালচার দপ্তর এই উদ্যোগ নিয়েছে।' রামগঞ্জে একসময় উন্নতমানের রেশমশিল্প গড়ে উঠেছিল। তবে দীর্ঘদিন ধরে এই ফার্মটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। এবার ফার্মটি পুনরায় সক্রিয় করার ব্যাপারে তৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এদিন মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে জয়েন্ট ডিরেক্টর সহ দপ্তরের অন্য আধিকারিকরা বর্তমান সমস্যা এবং সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন।

এখানে প্রকল্পের চারপাশে সীমানা প্রাচীর নেই। ভবনগুলোর রুগ্ন দশা। বর্তমানে ৪০ একর জমির এই সরকারি সম্পত্তি দেখভালের দায়িত্ব রয়েছে শুধুমাত্র একজন কর্মীর ওপর। উত্তর দিনাজপুর জেলার সেরিকালচার আধিকারিক সুজিতকুমার সাহা বলেন, 'ফার্মটি কার্যত অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। জয়েন্ট ডিরেক্টর এবং মন্ত্রীর উদ্যোগে আবার পুনরুজ্জীবিত করার জোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে।'

> বহুদিন ধরে ফার্মটি ধুঁকছে। গত দু'বছর ধরে রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ফার্মটিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে।
>
> **-অরূপকৃষ্ণ ঠাকুর**
> *জয়েন্ট ডিরেক্টর, সেরিকালচার দপ্তর, উত্তরবঙ্গ*

রামগঞ্জে বৃক্ষরোপণ গোলাম রব্বানির। বুধবার।

তিনধারিয়ায় অভয়া ক্লিনিক

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি, কাওয়াখালির পর এবার তিনধারিয়ায় অভয়া ক্লিনিকের আয়োজন করলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের জুনিয়ার ডাক্তাররা। বুধবার ২৭ জনের একটি দল তিনধারিয়ায় যায়। পাহাড়ে অভয়া ক্লিনিকের আয়োজন করায় জুনিয়ার ডাক্তাররা মেডিকেলে এদিন অবস্থানে বসেননি।

এদিন সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত ক্লিনিক চলে। প্রায় ১৬০ জন পরিষেবা নিয়েছেন। বিনামূল্যে রোগীদের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। মোমবাতি জ্বালিয়ে এদিন ক্লিনিকের সূচনা করা হয়। জুনিয়ার ডাক্তার কৌস্তভ চক্রবর্তী বলেন, 'পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দারাও আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত। ক্লিনিকের শেষে তাঁরাও আমাদের সঙ্গে 'জাস্টিস ফর অভয়া' স্লোগান দিয়েছেন।'

তিনি আরও বলেন, 'তিনধারিয়া এলাকার মানুষের ভালো চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়িতে আসতে হয়। সেই কারণে আমরাই তাঁদের কাছে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।' এরপর আর কোথায় অভয়া ক্লিনিক হবে, তা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

যৌথ অভিযানে বাজেয়াপ্ত বালি

খড়িবাড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : বুধবার খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং খড়িবাড়ি পুলিশ আচমকা অভিযান চালায় ডুমুরিয়া নদীতে। সেখানে ডাঁই করে রাখা ৩০০০ সিএফটি বালি বাজেয়াপ্ত করা হয়। যদিও ওই পরিমাণ বালি কে বা কারা নদী থেকে তুলেছে, তা এখনও জানা যায়নি।

খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক প্রতিমা সুব্বা বলেন, 'আদালত থেকে নির্দেশ পেলে ওই পরিমাণ বালি নিলাম করা হবে।' নদী থেকে যারা বালি তুলেছে তাদের খোঁজ চলছে। উল্লেখ্য, ডুমুরিয়া নদীতে কোনও লিজ ঘাট নেই। পাশাপাশি গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশে বর্ষায় নদী থেকে বালি-পাথর তোলা নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও এভাবে নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছে।

চুরি যাওয়া ব্যাটারি উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : চুরি যাওয়া ব্যাটারি উদ্ধারের পাশাপাশি ঘটনায় জড়িত এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ১৪ সেপ্টেম্বর অরবিন্দপল্লি থেকে একটি বাসের ব্যাটারি চুরি যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মঙ্গলবার রাতে টিকিয়াপাড়া থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম প্রেম পাসোয়ান। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

দুঃস্থদের জুতো

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর আগে 'পায়ে পায়ে শারদ আনন্দ' পালন শিলিগুড়ির একটি এনজিও সংস্থার। বুধবার শহরের একটি জুতোর দোকান থেকে ৪০ জন শিশুকে নতুন জুতো উপহার দেওয়া হয় তাদের তরফে। পথশিশু, অনাথ আশ্রমের শিশু এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের এই উপহার তুলে দেওয়া হয়। শিশুরা শোরুমে গিয়ে নিজেরাই জুতো পছন্দ করে বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে।

বৃষ্টিভেজা শহরে স্কুলযাত্রা। বুধবার শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে সূত্রধরের তোলা ছবি।

স্বস্তিতে কাঁটা বৃষ্টির লাল সতর্কতা

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : ভীষণ গরমে অতিষ্ঠ উত্তরবঙ্গবাসী দু'দিন আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'বৃষ্টি নামবে কবে?' পরিস্থিতি যে এভাবে বদলে যাবে, তা বোধহয় ঠাওর করতে পারেননি কেউই। লক্ষ্মীবারে তুমুল বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় হিমালয় সংলগ্ন চার জেলায় লাল সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দপ্তর। নদীতে জলস্ফীতি, চাষের জমিতে জল জমে যাওয়া এবং পাহাড়ি অঞ্চলে ধসের আশঙ্কা উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দু'একটি জায়গায় ধস নামায় বুধবার জরুরি ভিত্তিতে বৈঠকও সেরেছে কালিম্পং জেলা প্রশাসন।

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটছে। কিছুটা দখিনা বাতাসও রয়েছে। ফলে কয়েকটি এলাকায় ভারী বৃষ্টি হল। অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় জেলা প্রশাসনগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে, যাতে ক্ষতি এড়াতে সময়মতো পদক্ষেপ করা যায়।'

তিস্তা থেকে মহানন্দা, রায়ডাক থেকে সংকোশ- মঙ্গল ও বুধের বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে। টানা কয়েকদিন ধরে আবহাওয়া শুষ্ক থাকায় দু'দিনের বৃষ্টিতে সমতলে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। বরং স্বস্তি ফিরেছে চা বলয় থেকে অন্যান্য কৃষিক্ষেত্রে। তবে প্রবল বর্ষণ বিপদ ডেকে এনেছে পাহাড়ে। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে, বুধবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত শুধু দার্জিলিংয়ে বৃষ্টি হয় ১৪২ মিলিমিটার এবং কালিম্পংয়ে ৬৮ মিলিমিটার। ফলে তিস্তায় জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকটা।

স্থানীয়রা বলছেন, এই বৃষ্টি শুধু মঙ্গলবার রাতের। বুধবার সকালে আবহাওয়া ছিল কিছুটা ভালো। যদিও দুপুরের পর থেকে ফের শুরু হয়ে যায় ভারী বৃষ্টিপাত। এদিন দুপুরে দার্জিলিংয়েই শুধু বৃষ্টি হয়েছে ২৬ মিলিমিটার।

দার্জিলিংয়ের সিংমারির বাজার সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ওপর দিয়ে প্রবল স্রোতে জল বইতে থাকে। বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। হিমালয়ের পাদদেশে থাকা শিলিগুড়ি টেক্কা দিয়েছে সমতলের বাকি জায়গাগুলোকে। চম্পাসারিতে রেইনগেজে ধরা পড়েছে ৬৮ মিলিমিটার বৃষ্টি। শহরে সেই পরিমাণ ৫৬.৪ মিমি।

গত ৪৮ ঘণ্টায় এক ধাক্কায় গড়ে প্রায় ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা কমেছে। দু'দিন আগে উত্তরবঙ্গের সমতলে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছুঁইছুঁই ছিল, সেখানে বুধবার শিলিগুড়ি (২৭.৮), জলপাইগুড়ি (২৮.৯), মালদা (২৯.৯) এবং কোচবিহার (৩০.০)-এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রইল স্বস্তিদায়ক। শনি থেকে সোম, টানা তিনদিন দার্জিলিং দাঁড়িয়েছিল ২৮.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। এদিন তা কমে দাঁড়ায় ১৯.৪। সামান্য বেশিতে গ্যাংটক (২০.৫)। অর্থাৎ পাহাড় থেকে সমতল ফের স্বস্তির পথে।

এই পথেই কাঁটা হয়ে দেখা দিয়েছে প্রবল বর্ষণের লাল সতর্কতা। আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কতা, বৃহস্পতিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে ৭-২০ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হতে পারে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টির পরিমাণ ছাপিয়ে যেতে পারে ২০ সেন্টিমিটার।

উত্তরবঙ্গের বাকি এলাকাতেও ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা। শুক্রবারও কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। তবে শনিবার থেকে বৃষ্টির ব্যাপ্তি এবং তীব্রতা অনেকটা কমবে, যদি না দুয়ারে কোনও 'বিপদ' এসে দাঁড়ায়।

> বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটছে। কিছুটা দখিনা বাতাসও রয়েছে। ফলে কয়েকটি এলাকায় ভারী বৃষ্টি হল। অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় জেলা প্রশাসনগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে, যাতে ক্ষতি এড়াতে সময়মতো পদক্ষেপ করা যায়।
>
> **-গোপীনাথ রাহা**
> *সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা, আবহাওয়া দপ্তর*

উদ্বোধন একাধিক প্রকল্প

ইসলামপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর পুলিশের উদ্যোগে এই বছর অগাস্ট মাসে একাকী বয়স্ক মানুষকে বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদানের জন্য 'সম্মান' নামক কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল। এবার সেইসব বয়স্ক মানুষের জন্য বুধবার পুলিশ জেলার দপ্তর সংলগ্ন তিস্তাপল্লিতে 'সম্মান উদ্যান' পার্কের উদ্বোধন করা হল। এছাড়াও পুলিশ জেলার দপ্তরে 'জন অভিযোগ দপ্তর' সহ পুলিশের একাধিক কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশকুমার যাদব। জানা গিয়েছে, পার্ক, জন অভিযোগ দপ্তরের পাশাপাশি পুলিশকর্মীদের জন্য ব্যারাক, পুলিশ মেস এবং নিউটাউন এলাকায় পুলিশের মহানন্দা গেস্টহাউস সহ মোট আটটি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। ছিলেন ডিআইজি রায়গঞ্জ রেঞ্জ সুধীর নীলকান্তম, ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস কে প্রমুখ।

ফের রাত দখলের ডাক

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে আরও একবার রাত দখলের ডাক দিল লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার। অক্টোবরের ১ তারিখ রাত ১১টা থেকে হাসমি চকে প্রতিবাদী নাচ, গান, ধুনুচি নাচ সহ নানান কর্মসূচি করা হবে। এই কর্মসূচি চলবে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত। এরপর তাঁরা মহলয়ার সকালে এয়ারভিউ মোড়ে গিয়ে প্রতিবাদ জানাবেন।

ধৃত চার দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : অপরাধমূলক কাজের ছক বানচাল করল শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম বিশাল দাস, জীবন রায়, রতন মহন্ত ও হরিহর বর্মন। বুধবার তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

সম্প্রীতির পুজো

ময়নাগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : ময়নাগুড়ি ব্যাংকান্দির নেতাজি আদর্শ ক্লাবের মহিলা পরিচালিত এই পুজোর এবার ২১তম বর্ষপূর্তি। সম্প্রীতির দুর্গাপুজো। যেখানে কোনও বিভেদ নেই। নেই কোনও বিদ্বেষ বা ভেদাভেদ। উৎসব সবার। হিন্দু-মুসলিম, আদিবাসী ও রাজবংশী মহিলাদের সম্মিলিত দুর্গাপুজো। সবাই মিলেই পুজোর ফুল তুলে নিয়ে আসেন। ভোগের রান্না সবজি কাটার কাজে সবাই সমানভাবে হাত লাগান।

পিঙ্ক ভ্যানের ডাক আসেনি কন্ট্রোল রুমে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : কয়েকদিন আগে ঘটা করে পিঙ্ক পেট্রলিং ভ্যান চালু করা হয়েছিল। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ভ্যানের সাহায্য চেয়ে কন্ট্রোল রুমে একটিও ফোন আসেনি। তাই বলে চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকতে নারাজ পিঙ্ক ভ্যানের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা।

বুধবার শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের কাছে একপাশে দাঁড় করানো ছিল ভ্যান। সেখান দিয়ে তখন যাতায়াত করছে পড়ুয়ারা। ভ্যানে বসা পুলিশকর্মীদের দিকে তাকিয়ে একগাল হাসি। পুলিশকর্মীরাও পড়ুয়াদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। ওই 'হাসি'র মাধ্যমেই যেন পুলিশকর্মীরা বোঝানোর চেষ্টা করলেন, 'আমরা পাশে রয়েছি।'

গত শনিবার থেকে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে শহরে শুরু হয়েছে পিঙ্ক ভ্যান পরিষেবা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের কথায়, 'এখনও কন্ট্রোল রুমে কোনও ফোন আসেনি। তবে গাড়িগুলো যেখানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, ভালো রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে।'

এই 'উইমেন ফ্রেন্ডলি' বিশেষ পরিষেবার ক্ষেত্রে জোন ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি জোনে একটি গাড়ি রাখা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া কেমন? ভ্যানের দায়িত্বে থাকা এক মহিলা পুলিশকর্মী কিছুটা আবেগতাড়িত হয়ে বললেন, 'আমরা যেখানেই দাঁড়াচ্ছি, সবার নজর আমাদের গাড়ির দিকে পড়ছে। বিশেষ করে মহিলাদের মুখে হাসি লক্ষ করা যাচ্ছে। আমরাও হাসির মাধ্যমে পাশে থাকার আশ্বাস দিচ্ছি।'

যাওয়া-আসার পথে পিঙ্ক ভ্যান দেখে অনেকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। দরকার পড়লে কীভাবে ভ্যানের সাহায্য পাওয়া যাবে? সেই প্রশ্ন করছেন অনেক মহিলা। ১০০ ডায়াল করে বললেই যে ভ্যান চলে আসবে, সে

ব্যাপারটাও পরিষ্কার করে দিচ্ছেন পুলিশকর্মীরা।

তবে সাম্প্রতিককালে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে তর্জা চলেছে, তাতে ভ্যানের দিকে তাকিয়ে মহিলাদের চওড়া হাসি দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে মহিলা পুলিশকর্মীদের। এক পুলিশকর্মীর কথায়, 'এখন কী কারণে মুখে হাসি দেখা যাচ্ছে, সেটা সবক্ষেত্রে বোঝা সম্ভব নয়।'

এদিকে শহরের মহিলারা জানিয়েছেন, 'রাস্তায় আরও পিঙ্ক ভ্যান ঘুরুক। তাহলে সকলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়বে।'

কেদারনাথ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : ফাঁসিদেওয়ার মহিপাল মিলন সংঘের পুজোর এবার ৬০তম বর্ষ। কেদারনাথ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ গড়া হচ্ছে। তা দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করবে বলে আয়োজকদের আশা। মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন ঘোষপুকুরের কিরণ সিংহ।

অপরদিকে, দেবীমূর্তি গড়ছেন ফাঁসিদেওয়ার শুকদেব মালাকার। জোরকদমে এখন চলছে মণ্ডপের কাজ। ১৯৬৪ সাল থেকে মহিপাল মিলন সংঘ পুজো আয়োজন করে আসছে। গ্রামীণ এলাকার এই পুজোয় চমক কম থাকলেও, নিষ্ঠাসহকারে পুজো হয়।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এবারের বাজেট পৌনে ২ লক্ষ টাকা। ক্লাবের সভাপতি বিশ্বজিৎ রায়ের কথায়, 'ডাকের সাজের প্রতিমা থাকবে। সেইসঙ্গে কেদারনাথের আদলে মণ্ডপ

ফাঁসিদেওয়া

গড়ে তোলা হচ্ছে। আশা করছি দর্শনার্থীদের ঢল নামবে।'

একই বক্তব্য সম্পাদক সুমিত গোস্বামীরও। স্থানীয় বাসিন্দা অপূর্ব রায় বললেন, 'এলাকার সকলে এই পুজোয় শামিল হন। এবছরও তার অন্যথা হবে না।'

অভিযান

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে রাজভবন পর্যন্ত মিছিল করলেন বিএসএনএল-এর ঠিকাকর্মীরা। করোনার সময় তাঁদের ছাঁটাই করা হয়। এখন তাঁরা কর্মহীন। এর প্রতিবাদেই মিছিলের ডাক।

প্রয়াত সাংসদ

দীর্ঘ রোগভোগের পর বুধবার নিজের বাড়িতেই মারা গেলেন বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ হাজি নুরুল ইসলাম। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি।

ডিভিসি বিতর্ক

ডিভিসির জল ছাড়ার বিতর্কে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অধীররঞ্জন চৌধুরী। মুখ্যমন্ত্রী, নাকি তাঁর দপ্তর সঠিক তথ্য দিচ্ছে, তা জানতে চান বলে দাবি অধীরের।

নির্দেশ

রানাঘাটে ১১২ ফুটের দুর্গাপ্রতিমা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। বুধবার বিচারপতি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নদিয়ার জেলা শাসককে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

উৎসবের সময় ফের আন্দোলন

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালের সেমিনার হলে ২৭ সেপ্টেম্বর জুনিয়ার ডাক্তাররা এক নাগরিক সম্মেলন করতে চলেছেন। মঙ্গলবার জুনিয়ার ডাক্তারদের জেনারেল বডির সভা (জিবি বৈঠক)-য় ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। এর আগেই আন্দোলনকারী ডাক্তাররা জানিয়েছিলেন, তাঁরা যে সমস্ত দাবি করেছেন তা বাস্তবায়িত না হলে নতুন করে আন্দোলন শুরু করবেন। তাঁদের দাবির অন্যতম স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে 'থ্রেট কালচার' তুলে দেওয়া।

৯ অগাস্ট আরজি করে মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ-খুনের বিচার চেয়ে ৪৩ দিন আন্দোলন করেছিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। রাজ্য সরকার তাঁদের দাবির অধিকাংশ মেনে নেয়। তাঁদের দাবির অন্যতম ছিল তিলোত্তমার বিচার। সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানির দিকেই তাকিয়ে আন্দোলনকারীরা। এই মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। আন্দোলনকারীরা বর্তমানে সিবিআইয়ের কাছে বিচার চাইছেন। এই বিষয়ে সিবিআইয়ের ওপর চাপও বাড়াচ্ছেন। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য ভবন থেকে সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলও করেছেন। একইসঙ্গে সমস্ত হাসপাতাল থেকে থ্রেট কালচার নির্মূল করতে চাইছে তাঁরা। বুধবার 'থ্রেট কালচার'-এ অভিযুক্ত ১২ জন জুনিয়ার ডাক্তারকে হাসপাতালে তলব করা হয়। দফায় দফায় তাঁদের বিক্ষোভ দেখান জুনিয়ার ডাক্তাররা।

ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত

২৭ সেপ্টেম্বর এসএসকেএমের সেমিনার হলে নাগরিক সভা

পুজোর সময় আন্দোলনের তিন দফা কর্মসূচি চূড়ান্ত। সমাজমাধ্যমে প্রচার শুরু

তিলোত্তমা কাণ্ডে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাঁরা পুজোর সময়ও তা বজায় রাখতে চান জুনিয়ার ডাক্তাররা। মঙ্গলবার তাঁদের জিবি বৈঠকে সেই বিষয়ে তিনদফার কর্মসূচির খসড়া তৈরি করা হয়েছে বলেও খবর। তার প্রথমটি হল ২৭ তারিখ নাগরিক সম্মেলন। আরও একটি বিষয় জোর দিয়েছেন তাঁরা, সেটি হল আন্দোলনের 'মুখ'। এতদিন জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতিনিধি হিসাবে কথা বলেছেন ডাক্তার কিঞ্জল নন্দ, অনিকেত মাহাতো, রুমেলিকা কুমার, দেবাশিস হালদাররা। কিন্তু এই আন্দোলনের আসল 'মুখ' সাধারণ মানুষ। সেই বিষয়টিকে তাঁরা তুলে ধরতে চেয়েছেন। পুজোর সময় তাঁদের আন্দোলন নিয়ে ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে প্রচার শুরু করেছেন তাঁরা। লিখছেন, 'ফেস্টিভাল অফ প্রোটেস্ট... কামিং সুন।'

সেজে উঠছেন মা ...

বুধবার কলকাতার কুমোরটুলিতে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

প্রশাসনিক রদবদলের ধাক্কা এসজেডিএ, দার্জিলিংয়ে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : কয়েকদিন আগেই শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ভেঙে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানকার চেয়ারম্যান আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দার্জিলিংয়ের জেলাশাসককেই শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বুধবার রাতে নবান্ন থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বড় ধরনের রদবদল আনা হল। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার মহকুমা শাসক অর্চনা পান্ধারিনাথ ওয়াংখেরকে দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত জেলাশাসকের পাশাপাশি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার হিসেবে বসিয়েছে নবান্ন। নবান্ন সূত্রে খবর, এদিন গোটা রাজ্যেই বড় ধরনের প্রশাসনিক রদবদলের সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অধিকাংশ অফিসার মহকুমা শাসক থেকে অতিরিক্ত জেলাশাসক পদমর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন।

নবান্ন সূত্রে খবর, দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রীকান্ত পল্লিকে বিআরএআইপিআরডির ওএসডি করা হয়েছে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক শেভালি অভিজিৎ তুকারামকে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিশেষ সচিব করে পাঠানো হয়েছে। দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক সন্দীপকুমার ঘোষকে খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের যুগ্মসচিব করে পাঠানো হয়েছে। মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমন্ত সহায়কে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের যুগ্মসচিব করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলাশাসক ধীমান বরাইকে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের যুগ্মসচিব করার নির্দেশ জারি করেছেন রাজ্যের পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস ডিপার্টমেন্টের সচিব জগদীশপ্রসাদ মীনা।

এছাড়াও হুগলি, হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর সহ একাধিক জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের বদল করা হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের মহকুমা শাসক মহম্মদ আবদুল শাহিদকে দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক করা হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের মহকুমা শাসক পি প্রমথকে মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলাশাসক করা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের মিরিখের মহকুমা শাসক প্রিয়াংকা সিংকে কৃষি দপ্তরের যুগ্মসচিব করা হল। রানাঘাটের মহকুমা শাসক রৌনক আগরওয়ালকে জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলাশাসক পদে বদলি করার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।

পার্টি অফিস থেকে বেরোনোর সময়।

কেষ্ট ফিরতেই উধাও পাঁচ সদস্যের বোর্ড

বোলপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : দু'বছর পর বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে ফিরলেন অনুব্রত মণ্ডল। তিনি ফিরতেই বোলপুরে তৃণমূলের কার্যালয় থেকে সরিয়ে ফেলা হল পাঁচ সদস্যের কোর কমিটির ছবি লাগানো সাইনবোর্ড, বড় ব্যানার। নতুন করে অনুব্রত ও মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে জেলার প্রধান দলীয় কার্যালয়।

দীর্ঘ দু'বছর পর বুধবার অনুব্রত জেলা সভাপতির চেয়ারে বসলেন। এদিন সন্ধ্যার দিকে বোলপুরের নীচুপট্টির বাড়ি থেকে দলীয় কার্যালয়ের উদ্দেশে রওনা দেয় অনুব্রতর কনভয়। সঙ্গে ছিলেন মেয়ে সুকন্যা। অনুব্রত দলীয় কার্যালয়ে যাওয়ার খবর আগাম জানাজানি হতেই রাস্তার দু'ধারে অনুগামীদের উচ্ছ্বাস দেখা যায়।

এদিন সন্ধ্যায় অনুব্রতর সঙ্গে দেখা করেন বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল, কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। অসিতবাবু বলেন, 'কথা হল। তাঁর পায়ে, কোমরে ব্যথা রয়েছে। জেলার রাজনৈতিক নেতারা রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে জেলার রাজনীতি নিয়ে আলোচনা চলছে।' এছাড়া সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী ও লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহও এসেছেন। তবে খবর লেখা পর্যন্ত জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখকে দেখা যায়নি। দেখা মেলেনি ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়ের।

অনুব্রত ফিরে আসার পরেই জেলার রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে শুরু করেছে বলে জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রথমেই ফাইভ ম্যান কমিটির বোর্ড সরানো তারই ইঙ্গিত। অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে বীরভূম জেলা সামলেছে এই ফাইভ ম্যান কমিটি। কিন্তু জেলে থাকাকালীন অনেকেই অনুব্রতর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেননি বলে অভিযোগ। ওই নেতারা অনুব্রতর কুনজরে থাকেন কি না এখন সেটাই দেখার।

কংগ্রেসের ধর্না মঞ্চে বাম সংস্কৃতির স্পর্শ

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে ধর্না অবস্থানে বসেছে প্রদেশ কংগ্রেস। অবস্থান মঞ্চে পাশাপাশি ছিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী ও নয়া প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। কংগ্রেসের কর্মসূচিতে না থেকেও রয়ে গেলেন বামেরা। বাম মনোভাবাপন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কংগ্রেসের কর্মসূচিতে অনুষ্ঠান করে। আর এই গোষ্ঠীর কংগ্রেসের অবস্থান মঞ্চে অনুষ্ঠানের নেপথ্যে রয়েছে সিপিএম। প্রদেশ কংগ্রেসের এক মুখপাত্র এই ধর্না মঞ্চে একটি সাংস্কৃতিক দলকে আনার বন্দোবস্ত করার কথা বলেন সিপিএমের এক নেতাকে। তিনিই বারুইপুরের এই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুষ্ঠানে আসতে বলেন।

রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, অধীর বুধবারের কর্মসূচিতে ছিলেন। আবার সেই মঞ্চেই অনুষ্ঠানে অংশ নিল বাম মনোভাবাপন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। যাদের আনার নেপথ্যে সিপিএম নেতার সাহায্য ঘিরে দুইয়ে দুইয়ে চার হয়েছে। জল্পনা, শেষপর্যন্ত দলের অন্দরে অধীরপন্থী নেতাদের জন্যই কি বামেদের জন্য আরও রাস্তা প্রশস্ত হবে প্রদেশ কংগ্রেসের? প্রদেশ কংগ্রেসে যাঁরা বামেদের সঙ্গে সমঝোতার ক্ষেত্রে সহমত তাঁদের চাপেই কি নয়া সভাপতি দলের পুরনো লাইন হবেন? সেই জল্পনাও এড়ানো যাচ্ছে না।

'কুইন্টাল কুইন্টাল জল ছাড়া হয়েছে'

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : এর আগে ভোট-প্রচারে বেরিয়ে হুগলিতে 'কলকারখানার ধোঁয়া' দেখা নিয়ে সমাজমাধ্যমে চূড়ান্ত সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার 'কিউসেক'-এর সঙ্গে 'কুইন্টাল' গুলিয়ে ফেললেন তিনি। যা নিয়েও চরম কটাক্ষ করা হচ্ছে তাঁকে।

বুধবার তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের বলাগড় বিধানসভার মিলননগর, চড়খয়রামারি, চাঁদরা সহ বিস্তীর্ণ বন্যাকবলিত এলাকায় পরিদর্শনে যান হুগলির সাংসদ। সেইসময় তিনি বলেন, 'কুইন্টাল কুইন্টাল জল বেরিয়ে আসছে। মানুষের বাড়িঘর কিচ্ছু নেই। সবাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। আর ওরা (ডিভিসি) বলছে, জানিয়েই জল ছেড়েছে। সবটা আমার জানা নেই। তবে যা হয়েছে ঠিক হয়নি।'

নিয়োগপত্র পাওয়ার আশায় চাকরিপ্রার্থীরা

উচ্চপ্রাথমিকের মেধাতালিকা প্রকাশ

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ মেনে বুধবার প্রকাশিত হল ২০১৬ সালের উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগের প্যানেল। ১৪,০৫২টি শূন্যপদের জন্য এই প্যানেল প্রকাশিত হল। এর আগে দু'বার প্যানেল প্রকাশিত হলেও কোর্টের নির্দেশেই তা বাতিল হয়েছিল। প্যানেল প্রকাশের এক মাসের মধ্যেই কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শেষ করে পরের এক মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছিল ডিভিশন বেঞ্চ। সেই মতোই কাজ চলছে বলে জানিয়েছে উচ্চ প্রাথমিক দপ্তর। স্বভাবতই চাকরিপ্রার্থীরা খুশি। তবে যতক্ষণ না নিয়োগপত্র হাতে পাচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁরা নিশ্চিত হতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা।

২০১৬ সালের এই চাকরিপ্রার্থীদের প্যানেল এর আগেও দু'বার প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৯ সালের ৪ অক্টোবর। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশে ২০২০ সালে সেই প্যানেল বাতিল হয়। ২০২৩ সালের ২৩ অগাস্ট কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে দ্বিতীয়বার প্যানেল প্রকাশিত হয়। সেই প্যানেল নিয়েও মামলা হয়। প্যানেলে ৬৬৩ জনকে অন্তর্ভুক্ত করে ডিভিশন বেঞ্চ ২০২৪ সালের ২৮ অগাস্ট নতুন প্যানেল প্রকাশ করার নির্দেশ দেয়।

> ১০ বছর ধরে আমাদের লড়াই চলছে। বারবার করে স্বপ্ন বোনা ও ভাঙার খেলা চলছে। তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত নিয়োগপত্র হাতে পাচ্ছি, ততক্ষণ আমরা নিশ্চিত নই।
>
> **তাতসি রায়,** *চাকরিপ্রার্থী*

ওই নির্দেশ অনুযায়ী এক মাসের মধ্যে নতুন প্যানেল প্রকাশ করতে হবে। প্যানেল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে সমস্তরকম কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। কাউন্সেলিং শেষে এক মাসের মধ্যে সব চাকরিপ্রার্থীকে নিয়োগপত্র হাতে দিয়ে স্কুলে যোগদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই মতোই এদিন প্যানেল প্রকাশ করা হয়।

প্যানেল প্রকাশ হওয়ার পর চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে খুশির জোয়ার এলেও তাঁরা এখনই নিশ্চিত হতে পারছেন না। পশ্চিমবঙ্গ আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থী মঞ্চের সভাপতি উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা সুশান্ত ঘোষ বলেন, '২০২৩ সালের নভেম্বর মাসের ৮,৯৪৫ জনের কাউন্সেলিং হয়েছিল। আবার নতুন করে সবাইকে কাউন্সেলিংয়ে বসতে হবে। আর কত কাউন্সেলিং হবে?' তিনি বলেন, 'আমরা জানতে চাই, কবে স্কুলে যোগ দিতে পারব। যেদিন নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে স্কুলে যেতে পারব, সেদিন আমরা প্রকৃতই খুশি হব।' অপর চাকরিপ্রার্থী গড়িয়ার বাসিন্দা তাতসি রায় বলেন, '১০ বছর ধরে আমাদের লড়াই চলছে। বারবার করে স্বপ্ন বোনা ও ভাঙার খেলা চলছে। তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত নিয়োগপত্র হাতে পাচ্ছি, ততক্ষণ আমরা নিশ্চিত নই।'

নদিয়ার তেহট্টের চাকরিপ্রার্থী অপর্ণা বিশ্বাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, শুধু প্যানেল প্রকাশ করলেই হবে না, পুজোর আগেই প্রথম কাউন্সেলিং শেষ করে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে কাউন্সেলিং করে সকলের হাতে নিয়োগপত্র দিতে হবে।'

বৃষ্টিভেজা বুধবারের সন্ধ্যা। কলকাতার মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে। ছবি : আবির চৌধুরী

অধ্যক্ষ-বিনীতের বৈঠক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ ও প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের মধ্যে কার্যত মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিধানসভায় প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের সঙ্গে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাতের এই দাবি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। রাজনৈতিক মহলের মতে, আরজি কর কাণ্ডে এবার বিধানসভার অধ্যক্ষকেও জড়িয়ে দিলেন শুভেন্দু।

এদিন শুভেন্দু দাবি করেছেন, পরিস্থিতির কারণে নির্মল ঘোষ ও বিনীত গোয়েল সরাসরি কথা বলছেন না। সেই ব্যাপারে যোগসূত্রের কাজ করছেন অধ্যক্ষ। শুভেন্দু বলেন, 'গতকাল নির্মল ঘোষকে ডেকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। সেই তথ্যটা ভায়া হয়ে ওঁকে (বিনীত গোয়েল) জানানো হল। ফোনে কথা বলার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না।' শুভেন্দুর দাবি, বুধবার প্রথমার্ধে বিধানসভায় এসে সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে অধ্যক্ষকে জানিয়ে যান নির্মল। জিজ্ঞাসাবাদে বিনীতকে নিয়ে ঠিক কী জানতে চেয়েছে সিবিআই, সেই বিষয়টি জানাতেই বিনীতকে বিধানসভায় আসতে বলা হয়। সবটাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হয়েছে বলেও দাবি শুভেন্দুর। যদিও অধ্যক্ষ বলেন, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে তিনি বিনীত গোয়েলকে বিধানসভায় আসতে বলেছিলেন। নির্মলকে সিবিআইয়ের জেরা করার বিষয়টিও তার অজানা বলে দাবি করেন তিনি।

৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হেপাজতে সন্দীপরা

থানাতেই নথি বদল : সিবিআই

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ধর্ষণ-খুনের মামলায় টালা থানার সাসপেন্ডেড ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে থানায় বসেই তথ্য অদলবদলের অভিযোগ আনল সিবিআই।

সূত্রের খবর, বুধবার শিয়ালদা আদালতে সিবিআই মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দেয়। সেই রিপোর্টে অভিজিতের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছেন তদন্তকারীরা। থানার অন্দরে বসেই অনেক নথি বদলে ফেলা হয়েছিল। মামলা সংক্রান্ত কিছু ভুয়ো তথ্য বানানো হয়েছিল। এদিন সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলকে আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় সিবিআই হেপাজত শেষে শিয়ালদা কোর্টে পেশ করা হয়। সিবিআইয়ের দেওয়া রিমান্ড লেটারে এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছে তারা। ধৃতদের জেরা করে গত পাঁচদিনে যা তথ্য সিবিআইয়ের হাতে এসেছে, তা আদালতে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

সিবিআইয়ের হাতে বেশকিছু হার্ডডিস্ক, টালা থানার সিসিটিভি ফুটেজ, ডিভিআর এসেছে। সেগুলি ফরেন্সিকে পাঠানো হয়েছে। সেই রিপোর্ট হাতে এলেই আরও তথ্য সামনে আসবে বলে দাবি সিবিআইয়ের। সন্দীপ ও অভিজিৎকে খুন-ধর্ষণের মামলায় ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে শিয়ালদা আদালত।

এই ঘটনাকে বিরল থেকে বিরলতম জনরোষ উল্লেখ করে রুদ্ধদ্বার শুনানির আবেদন জানান সিবিআইয়ের আইনজীবী। তাঁদের বক্তব্য, যেহেতু যৌন নিগ্রহ মূল অভিযোগ, তাই রুদ্ধদ্বার শুনানি হোক। কিন্তু সেই সংক্রান্ত আর্জি মঞ্জুর হয়নি। সন্দীপের নার্কো অ্যানালিসিস টেস্ট ও অভিজিতের পলিগ্রাফ টেস্টের সম্মতির শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি।

আদালতে এদিন জামিনের আবেদন করেন অভিজিৎ। তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য, টালা থানায় সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ ফরেন্সিক থেকে এলে তার ভিত্তিতে জেরা করা হবে। কিন্তু তার জন্য জেলে কেন থাকতে হবে? টালা থানা তো ঘটনাস্থলও নয়। সিবিআইয়ের ডাকে সহযোগিতা করেছেন অভিজিৎ। কেন দেরিতে এফআইআর দায়ের হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

সিবিআই জানায়, তাদের হাতে যে সিসিটিভি ফুটেজ-মোবাইল রয়েছে, তা ফরেন্সিক পরীক্ষায় পাঠানো হয়েছে। সেই তথ্য কিছুদিনের মধ্যেই তাদের হাতে আসবে। এদিন তাঁদের আর নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানায়নি সিবিআই। দুর্গাপুজোর আগেই ধর্ষণ আর খুনের মামলায় চার্জশিট জমা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে সিবিআই।

১২ ডাক্তারকে জেরা কমিটির

রিমি শীল

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে সিবিআইয়ের স্ক্যানারে ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক অপূর্ব বিশ্বাস। তাঁকে বুধবার তলব করা হয় সিজিও কমপ্লেক্সে। এই নিয়ে চারদিন তিনি সিবিআইয়ের মুখোমুখি হলেন। এছাড়া ২ জন মর্গের কর্মীকে তলব করে সিবিআই।

তথ্যের খোঁজে

- ময়নাতদন্ত ও দাহ করা পর্যন্ত সব পদক্ষেপে সংশয়
- ময়নাতদন্তের ঘরেই একাধিক রহস্য লুকিয়ে রয়েছে
- কয়েকদিন ধরেই ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক ও মর্গের কর্মীদের তলব করছে সিবিআই

তিনজনকেই দীর্ঘক্ষণ জেরা করেন সিবিআই অফিসাররা। সূত্রের খবর, দেহ উদ্ধারের পর থেকে ময়নাতদন্ত ও দাহ করা পর্যন্ত সমস্ত পদক্ষেপে সংশয় রয়েছে। ময়নাতদন্তের ঘরেই একাধিক রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। তাই পরপর কয়েকদিন ধরেই ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক ও মর্গের কর্মীদের তলব করছে সিবিআই।

ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক অপূর্ব বিশ্বাস এক প্রাক্তন কাউন্সিলারের নাম করেছিলেন। যিনি ময়নাতদন্তের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করেছেন। সিবিআই আধিকারিকরা মনে করছেন, ময়নাতদন্তের সময়েই বিস্তর ত্রুটি রয়েছে। যে ভিডিও ফুটেজ তদন্তকারীদের হাতে এসেছে, তাতে অল্প আলোয় ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করা ও শরীরের ক্ষতস্থানগুলি সঠিকভাবে রিপোর্টে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও ত্রুটি রয়েছে। সমগ্র প্রক্রিয়ার সময় পরিবার ও তাঁদের সম্মতিতে কাছের লোকেদের উপস্থিতি ছিল কি না, বাইরের লোক সেই সময় ছিলেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তাই তদন্তকারীদের নজরে এখন ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার সম্পূর্ণ বিষয়টি রয়েছে। বুধবার পরে সংবাদমাধ্যমকে ওই দুই ময়নাতদন্ত সহায়কের একজন বলেন, 'আমি ময়নাতদন্তের সময় ছিলাম না। আমি পেপার ওয়ার্ক করি।'

আরজি করের হুমকি সংস্কৃতির অভিযোগে ৫১ জন চিকিৎসককে বহিষ্কার করা হয়েছিল। বুধবার সন্দীপ ঘনিষ্ঠ ১২ জন জুনিয়ার চিকিৎসককে হাসপাতালের বিশেষ কমিটি তলব করে। তাঁদের প্ল্যাটিনাম জুবিলি বিল্ডিংয়ে জেরা করেন ওই কমিটির সদস্যরা। সেই সময়ই প্রতিবাদে নামেন আরজি করের জুনিয়ার চিকিৎসকরা। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের কড়া শাস্তির দাবি জানান। তাঁরা বাইরে বসে স্লোগান দিতে থাকেন। অভিযুক্তদের জেরা করার খবর পেয়েই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন প্রতিবাদী জুনিয়ার চিকিৎসকরা।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে বেশি অভিযোগ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : দলের মধ্যে স্বচ্ছতা আনতে ও সরকারের ভাবমূর্তি আরও বাড়াতে এবারের লোকসভা নির্বাচনের আগে 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' কর্মসূচি নিয়েছিল রাজ্য সরকার। লোকসভা নির্বাচনের আগে বহু অভিযোগ 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' কর্মসূচির টোল ফ্রি নম্বরে জমা পড়ে। তার অধিকাংশ তখন নিষ্পত্তিও করা হয়। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পরেও হাজার হাজার অভিযোগ সেখানে জমা পড়েছে। পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখা গিয়েছে, অধিকাংশই তৃণমূলের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরসভার চেয়ারম্যান, কাউন্সিলার, জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে। নবান্ন সূত্রে জানা যায়, এখনও পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ ৪৭ হাজার অভিযোগ এই টোল ফ্রি নম্বরে জমা পড়েছে। অভিযোগগুলির তদন্তও শুরু করে রাজ্য প্রশাসন। তার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন অভিযোগে বেশ কিছু পুরসভার চেয়ারম্যানকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বাকিদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা হবে শীঘ্রই।

নবান্ন সূত্রে খবর, প্রতিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই জলপাইগুড়ির মাল পুরসভার চেয়ারম্যানকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এছাড়াও দক্ষিণবঙ্গের আরও কয়েকজন পুরসভার চেয়ারম্যান ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নবান্নের স্ক্যানারে রয়েছেন। সরকারি প্রকল্পের টাকা তছরুপ, স্বজনপোষণ ও দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে রয়েছে। জেলাস্তরের প্রভাবশালীদের আশীর্বাদের হাত তাঁদের মাথার ওপর থাকায় এতদিন কোনও পদক্ষেপ তাঁদের বিরুদ্ধে করা যায়নি। কিন্তু আরজি করের ঘটনার পর দল ও সরকারের ভাবমূর্তি ফেরাতে মরিয়া মুখ্যমন্ত্রী। তাই তিনি জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছেন।

বীরভূম সফর সেরে মঙ্গলবার রাতেই কলকাতা ফিরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে অভিষেকের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপরই এই রদবদলের কথা ঘোষণা করা হতে পারে। উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া সহ কয়েকটি জেলা নিয়ে চিন্তায় রয়েছে দল। উত্তরবঙ্গের নেতাদের প্রতিও সন্তুষ্ট নন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই সাংগঠনিক রদবদল কীভাবে হবে তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সকলেই।

বৃহস্পতিবার, ৯ আশ্বিন ১৪৩১, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৩০ সংখ্যা

বঙ্গে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ

অধীররঞ্জন চৌধুরীকে সরিয়ে কংগ্রেস হাইকমান্ডের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদে শুভঙ্কর সরকারের নিয়োগের সিদ্ধান্তে দলের নীচুতলায় নেতা-কর্মীদের মধ্যে যতটা সাড়া পড়েছে, তার থেকে বেশি স্বস্তি পেয়েছে তৃণমূল। বাম আমলে ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেস করে রাজনীতিতে উত্থান শুভঙ্করের। যিনি পূর্বসূরির তুলনায় তৃণমূল সম্পর্কে শুরুতেই নরম মনোভাবের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাই তাঁর সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-তৃণমূলের সম্পর্ক উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

শুভঙ্কর ইতিমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি শাসকদলের সঙ্গে সবসময় সংঘাতের রাস্তায় হাঁটবেন না। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, একদা পশ্চিমবঙ্গে বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ থাকলেও কেন্দ্রে দুই দল একসঙ্গে ছিল। অর্থাৎ 'ইন্ডিয়া' জোটকে পশ্চিমবঙ্গে টিকিয়ে রাখতে শুভঙ্করের সূত্রধরের ভূমিকা পালনের বার্তা স্পষ্ট। কিন্তু মুখে বললেই যে সব হয় না, সেকথা তৃণমূল নেতারা জানেন, প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বও বোঝে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই এ রাজ্যে বিজেপি বিরোধিতার প্রধান মুখ হিসেবে থাকতে চান। বিজেপি বিরোধী প্রায় সব ভোট নিজের ঝুলিতে টানতে সেজন্য সর্বদা সক্রিয় তিনি। তৃণমূল নেত্রী বারবার মনে করিয়ে দেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে হারাতে তাঁর কাউকে প্রয়োজন নেই। 'ইন্ডিয়া' জোটের মঞ্চেও তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, যার যেখানে শক্তি বেশি, সেখানে সেই দলই বিজেপির বিরুদ্ধে প্রধান মুখ হিসেবে লড়বে। যদিও কংগ্রেস এই তত্ত্বে সবসময় কর্ণপাত করে না।

তবে জোটে দেওয়া-নেওয়ার রাজনীতিকে পুরোপুরি অস্বীকার করে না কংগ্রেস। সেটা বোঝা যায় উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, বিহার, জম্মু ও কাশ্মীরের দিকে তাকালে। সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেস 'ইন্ডিয়া জোটে'র সবথেকে বড় দল হলেও ওই রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে তারা ছোট শরিকের ভূমিকায়। সেখানে সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে, আরজেডি, ন্যাশনাল কনফারেন্সের হাতেই সিংহভাগ আসন ছেড়ে দিয়েছে কংগ্রেস। বিজেপি এবং এনডিএ বিরোধী ভোট ইন্ডিয়া জোটের ঝুলিতেই টানতে এই কৌশল।

পশ্চিমবঙ্গে শত চেষ্টা করেও এই ছবিটার বাস্তবায়ন কঠিন। প্রথমত, কংগ্রেস এ রাজ্যে তৃণমূল বিরোধী বলে পরিচিত। দ্বিতীয়ত, জোট বা আসন সমঝোতা হলেও কংগ্রেসকে তাদের চাহিদামতো আসন ছাড়তে না চাওয়ার তৃণমূলের অনড় মনোভাব। জোড়াফুল শিবিরের কংগ্রেসকে আসন ছাড়তে চাওয়া কার্যত ভিক্ষা দেওয়ার নামান্তর। যা কংগ্রেসের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। তাছাড়া কংগ্রেস এ রাজ্যে সিপিএমের সঙ্গে জোটে রয়েছে। সেটা তৃণমূলের মানা অসম্ভব।

এই প্রেক্ষাপটে শুভঙ্কর ভারসাম্য রেখে প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব নির্বাহ করতে পারবেন কি না, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভরশীল। 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিক হয়েও তৃণমূলকে অধীর যে ভাষায় আক্রমণ করতেন, তাতে কংগ্রেসের লাভ যত না হয়েছে, তার থেকে বেশি বিজেপির পালে হাওয়া লেগেছে। অথচ সারা দেশে কংগ্রেসের মূল লড়াই আরএসএস-বিজেপির বিরুদ্ধে। যাকে রাহুল গান্ধি দুই বিচারধারার লড়াই বলে আখ্যা দিয়েছেন।

মমতাকে কংগ্রেস হাইকমান্ড বিশেষ করে সোনিয়া গান্ধি যথেষ্ট সম্মান করেন এবং বৃহত্তর কংগ্রেস পরিবারের অংশ মনে করেন। তাই তৃণমূল নেত্রী কংগ্রেসকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলেও এবং ইন্ডিয়া জোটের অন্দরে আলাদা গোষ্ঠী গড়ে তুলতে সক্রিয় হলেও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হাত শিবির মমতাকে পাশে পেতে সবসময় মরিয়া। সর্বভারতীয় রাজনীতির এই বাধ্যবাধকতা নতুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রয়াত সোমেন মিত্রের প্রশ্নাতীত সাংগঠনিক দক্ষতা এবং রাজ্যব্যাপী পরিচিতি ছিল। অধীরের প্রদেশ সভাপতির পরিচিতি ছাপিয়ে গিয়েছিল মমতাবিরোধী মুখ হিসেবে। তাঁর সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গে দলের বিশেষ লাভ হয়নি। শুভঙ্করের সভাপতিত্বে কংগ্রেস সাইনবোর্ডেই থেকে যাবে না এগোতে সক্ষম হবে, তার উত্তর আপাতত সময়ের গর্ভে।

অমৃতধারা

প্রত্যহ কিছু সময় মহাপুরুষের চরিত্র সম্বন্ধে চিন্তা করিও। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তায় নষ্ট করিও না। সময় সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সমীচীন নয়। প্রশান্ত সুমেরুর ন্যায় প্রসন্নচিত্তে সতত অবস্থান করিতে হইবে। অধ্যাবসায় সহকারে চিরবাঞ্ছিত জিনিস লাভে পুনঃপুন চেষ্টা যত্ন উদ্যোগ সম্পন্ন হওয়াই সাধকের মহত্ত্ব। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্ম-বিশ্বাসী বলে বলিয়া হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

হাঁস-মুরগি-ছাগল দিয়ে কি চাষ হয়

ঠিক ৫০ বছর হল তিনি বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত। লেখকের ধারণা, পদ্মাপারে স্থিতাবস্থা আনা শিবেরও অসাধ্যি।

দাউদ হায়দার

শিবের অসাধ্যি। মোক্ষম কথা। এমনই ভজকট, হিসেব রাখাও দুষ্কর। সকালে এক ঘটনা, বিকেল-সন্ধ্যা-রাতে আরেক। মিডিয়াও তালগোল। আরও ঝামেলা ফেসবুক, ইউটিউব। কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে, গুজব যাচাই করাও দুষ্কর। ইউটিউব কিছুটা বিশ্বস্ত হলেও সম্পূর্ণত আস্থা রাখা নিজেকেই প্রশ্ন। যথাযথ উত্তর কে দেবে, মনিষ্যি নেই।

উপদেষ্টাকুলের পয়লা মুহাম্মদ ইউনূস ক্ষমতাসীন হয়ে সবক দিয়েছিলেন, মিডিয়া আমাদের সমালোচনা করবে, কোনটা ঠিক বা বেঠিক। কোনও বাধা নেই। কী দেখছি? প্রাণ খুলে কেউ লিখতে পারছে? হিম্মত আছে? সেন্সর অন্য কায়দায় অদৃশ্য। ভয় নানাবিধ। গুণগানে খামতি হলেও হেনস্তার মাত্রা ভিন্ন। এবং অদৃশ্য হেনস্তা। বলা হচ্ছে, আওয়ামি আমলের ভূত এখনও যত্রতত্র। তাহলে ওঝা-রা আছে কেন? ঝাড়ফুঁকেও কাজ হচ্ছে না? সাপ ধরতে গেলে পাকা সাপুড়ের দরকার।

ইউনূসের বৈশ্বিক পরিচিতি ব্যাংকার। রাজনীতিক নন। রাজনৈতিক দল তৈরি করেছিলেন। তৈরির কিয়ৎকাল পরেই বুঝেছিলেন 'উঁয়া আমার দ্বারা হইবেক না।' ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। এখন কাঁদাকাটির বদলে সবক। নতুন চেহারা। নবরূপে বল্লালি। দেশবাসীও চায়।

প্রশ্ন উঠছে নানা মহলে, নানা স্তরে ইউনূসের উপদেষ্টাকুলের সরকার মূলত এনজিও'র ভূমাদের নিয়ে। বলছে এনজিও'র সরকার। হাফ ডজনের বেশি উপদেষ্টা এনজিও'র।

ইউনূসের বুদ্ধিমত্তায় ঘাটতি নেই। কিন্তু কতটা বুদ্ধিমুক্ত?

হরেক অছিলায় টাকা আনতে পারবেন। শুরুও করেছেন। রয়েসয়ে।

ইউনূস অভয় দিয়েছেন ভুলচুকের সমালোচনা। চমৎকার। তো, প্রশ্ন করতেই পারি আপনার সরকারের নেপথ্যে কে? চালাচ্ছে কে? কার হুকুমে ওঠবস? আমেরিকা তো আছেই। আর 'কাহারা চুম্বন করিতেছে?' ঝেড়ে কাশার সাহস আছে কি মগজে? নেই। দুষ্টু লোকে বলছে, আপনার মেরুদণ্ড সোজা নয়। জামায়াতে ইসলামির অঙ্গুলিহেলনে ডনবৈঠক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জামায়াতে ইসলামির। ভাবা যায়, এই উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে মসজিদে সমবেত হন? নমাজে ইমামতি করেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৭ বছরের ইতিহাসে আছে? বিশ্ববিদ্যালয় কি ধর্মনিরপেক্ষ নয়? অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী কি প্রত্যেকে টুপিধারী, হিজাবি, বোরখাধারী? 'দ্যাখো হে মনুষ্য, সূর্য উদিছে মাটিতলে।'

বাংলা একাডেমির মতো সাহিত্যসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানে একজন জামায়াতে ইসলামির অধ্যাপক? ওঁর লেখা বই পড়েছি। শুদ্ধ বাংলাও লিখতে শেখেননি। আজকার ধরণী দ্বিধা হয় না।

মুহাম্মদ ইউনূস, আপনার সরকারের মূল চালিকায় জামায়াতে ইসলামি। উপদেষ্টাকুলে চারজন ছাত্র (কথিক সমন্বয়কারী) কোন আদর্শে বিশ্বাসী? কী তাঁদের অতীত? খোঁজ নিয়েছেন?

লোকে বলছে : 'কার দোলনায় দোলদোল দুলুনি?'

বিদেশে বহুমান্য। তাঁর কাছে প্রত্যাশা বিস্তর। দেশ গঠনে। আর্থিক উন্নতি। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী গড়বেন। সর্বস্তরে সমতা আনবেন। প্রতিবেশী দেশগুলোর (এবং নানা দেশের) সঙ্গে সখ্যসম্পর্ক রাখবেন। পারবেন কি? জামায়াতে ইসলামি, অন্যান্য ইসলামি দল রাখতে দেবে? কান টানলে মাথা আসবেই। ইতিমধ্যেই টানতে শুরু করেছে এবং তা দৃশ্যত। পাঠ্যসূচিতে কী থাকবে না থাকবে, পাঠ্যসূচি তৈরির কমিটিতে ইসলামিক দল দাবি তুলেছে নিজেদের শামিল করার। দিনে দিনে বাড়বে কালকেতু। নানা সেক্টরে। লক্ষণ এখনই স্পষ্ট। সামাল দিতে পারবেন? বিগত কোনও সরকার পেরেছে?

বাংলাদেশে হরেক কিসিমের কমিউনিস্ট দল। অস্তিত্ব জানান দেওয়ার জন্যে মাঝেমধ্যে হুংকার দেয়, নাচনকোঁদন করে। ব্যাস। বিপ্লব খতম। পায়ের তলায় মাটি নেই, জানেও না। আরও কথা, দলে কমিউনিজম নেই, ব্যক্তিগত স্বভাবচরিত্রেও নেই। এদের দিয়ে কোনও বিপ্লবই হবে না। দিনদুপুরে খালি চোখে খোয়াব দ্যাখে। আলি (আওয়ামি লিগ) সরকারের আমলে বিএনপি'র ঘ্যানঘ্যানে কাঁদুনি শুনেছি, বেগম জিয়া গুরুতর অসুস্থ, মরণাপন্ন, যে কোনও সময়ে ইন্নালিল্লাহে...। বন্দি ছিলেন, আবার অবন্দিও। স্বাস্থ্যগত কারণে। বিএনপি'র জোর দাবি, বিদেশে চিকিৎসার্থে পাঠাবে। প্রয়োজনে প্লেন চার্টার্ড করে। আলি'র পতনের পর বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে সব মামলা খারিজ। মুক্ত। অতঃপর? কয়েকদিন আগে কাগজে দেখলুম বেজি (বেগম জিয়া) দিব্যি সেজেগুজে নিজের বাসভবনে এক বিদেশি মুরুব্বির সঙ্গে 'স্মিতহাস্যে' কথা বলছেন।

বয়সের ভারে বেজি অসুস্থ হয়তো, ব্যাধিও থাকতে পারে। বিদেশে চিকিৎসার্থে পাঠানোর কথাও বলছে বিএনপি, কিন্তু তোড়জোড় কোথায়?

বিএনপি'র খুঁটি বেজি। পাচ্ছে ভয়, বেজি বিদেশে গেলে অস্থায়ী সরকারের অন্য ফন্দি। দেশে ফিরতে দেবে না। এক/দেড় বছর বাইরে থাকলে মানুষের বেজি-প্রীতি হ্রাস। অস্থায়ী সরকার বিগত জঞ্জাল সাফসুতরো না করে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলে গদি ছাড়বে না। তখন কি তৃতীয় স্বাধীনতা?

দ্বিতীয় স্বাধীনতার সাত সপ্তাহও হয়নি। ইতিমধ্যেই বিতিকিচ্ছিরি হালহকিকত। হিন্দুর বাড়িঘর, জমি দখলের মহরত। অজস্র হত্যা। পার্বত্য অঞ্চলে দাঙ্গা। 'লড়কে লেঙ্গে...'। প্রায় প্রতিটি জেলায় দাঙ্গাহাঙ্গামা, অস্থিরতা। প্রশাসন অচল। দুধের পোলাপান (ছাত্রছাত্রী) স্কুল দখল করে দাবিদাওয়া, শিক্ষককে কান ধরে ওঠবস। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া হত্যা। হচ্ছে কী? মগের মুলুক? নাকি, তিন বাঁদরের কেচ্ছা? মুখ বন্ধ। দুই কান বন্ধ। দুই চোখ বন্ধ। কথা বলে না। কানে শোনে না। চোখে দ্যাখে না। অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না।

মুখ খুললে বিপদ। এস সাখওয়াত হোসেন, শাহদীন মালিক হাড়ে হাড়ে ভিক্টিম। সাখওয়াত এখনও উপদেষ্টা সরকারে, পদচ্যুত। ভিন্ন মন্ত্রণালয়ে। মানসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে। শাহদীন বাপের ব্যাটা। সটকে পড়েছেন। এক সমন্বায়ক বলেছেন, 'যেসব কবিসাহিত্যিক শিল্পী আলি'র পক্ষে ছিলেন, আলি'র সাফাই গেয়েছেন তাঁদের শাস্তি হবে।'

কয়েকজন সমন্বায়ক (ছাত্র)-কে মন্ত্রী (উপদেষ্টা) 'বানানো' হয়েছে। মন্ত্রিত্বর স্বাদ পেয়ে, মন্ত্রিত্ব গেলে আবার ছাত্র হবেন কি? বিপদ লক্ষ করুন। হাঁস-মুরগি-ছাগল দিয়ে চাষ হয়? একই কথা এনজিও'দের নিয়ে। তাদের মূল টার্গেট কী?

ইউনূসের অভয়ে বাংলাদেশের মিডিয়ার সাহস আছে কি 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা'য় কথা বলা? শিবের অসাধ্যি।

(লেখক বাংলাদেশের সাহিত্যিক। এখন জার্মানির বার্লিনের বাসিন্দা)

হাসিনার পতনের পর তাঁর শাড়ি নিয়ে ঢাকার রাজপথে উল্লাস জনতার। মূর্তি ভাঙা হচ্ছে মুজিবুরের, ছেঁড়া হচ্ছে হাসিনার ব্যানার।

আজ

১৮২০

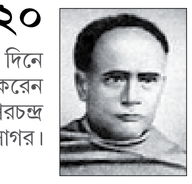

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৯৮৯

গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

কুইন্টাল কুইন্টাল জল বেরিয়ে আসছে। মানুষের ঘরবাড়ি কিছু নেই। সবাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন। আর ডিভিসি বলছে, জানিয়ে পাঠিয়েছেন। যেটা হয়েছে, সেটা খুবই খারাপ হয়েছে। আর কিছু বলব না।

– রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের রেশ এখনও কাটেনি। তারই মধ্যে তামিলনাড়ুতে সিনিয়ার ডাক্তারদের নাচের ভিডিও ভাইরাল। ডাক্তারদের বার্ষিক সম্মেলন চলছিল। সেখানে এক মহিলা পারফর্ম করেন। ডাক্তারদের কয়েকজনও হাতে পানীয়র গ্লাস নিয়ে তাঁর সঙ্গে নাচেন। সমালোচনার ঝড় নেট দুনিয়ায়।

ভাইরাল/২

ঝাঁসিতে ২টি শিশু বাগানে খেলছিল। সেই সময় এক বিশাল সাপ বেরিয়ে আসে। সাপ দেখে তারা চিৎকার করতে থাকে। শিশুদের বাঁচাতে ছুটে আসে পোষ্য পিটবুল। সাপটিকে মেরে বাচ্চাদের রক্ষা করে। সারমেয়র প্রশংসায় নেটিজেনরা।

জনমন
জনমত

মিড-ডে মিল নিয়ে কিছু প্রশ্ন

মিড-ডে মিল নিয়ে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ধারাবাহিকভাবে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। এই কাজের জন্য সরকারি অনুদান পাওয়া যায় পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াপিছু ৫.৪৫ টাকা আর ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াপিছু ৮.১৭ টাকা। সাধারণত উচ্চবিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের সংখ্যাই বেশি হয়।

সপ্তাহে দুইদিন ডিম খাওয়াতে বলা হয়েছে, যেখানে একটা ডিম কিনতে ৬.৫০ টাকা খরচ হয়। সপ্তাহে দুইদিন ডিম! তারপর সেটাকে রান্না করতে হয়। এখন প্রশ্ন, এটা কোন জাদুবলে এবং কীভাবে সম্ভব? অথচ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে স্কুলের প্রধানদের ওপর চাপ দেওয়া হয়। আবার ইঙ্গিত দেওয়া হয় ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়ে দেখানোর জন্য। মানে স্কুলের প্রধানদের পরোক্ষভাবে চুরি করতে বলা হয়। কিন্তু কেউ কিছুই বলেন না।

তাছাড়া যাঁরা এই মিড-ডে মিল প্রস্তুত করছেন দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের মাসিক বেতন ১৫০০ টাকা অর্থাৎ প্রতিদিন ৫০ টাকা। অথচ কোনও কাজ না করেও এই রাজ্যে কেউ কেউ সরকারি অনুদান পাচ্ছেন মাসে ১০০০ টাকা।

তাই অনুরোধ, মিড-ডে মিলে দিদিদের পারিশ্রমিক সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম দৈনিক হাজিরার সমান করা উচিত। পাশাপাশি যেহেতু ওঁরা পরিবারকে বাড়িতে রেখে এসে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে সারাদিন কাজ করেন তাই সামান্য ফি দিয়ে তাঁদের জন্য অগ্নিবিমা এবং চিকিৎসা বিমা চালু করা উচিত, যাতে ওঁদের কিছু হয়ে গেলে 'সামান্য ঘটনা' বলে আমাদের পাশ কেটে যেতে না হয়।

স্বপনেন্দু নন্দী
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, হায়দরপাড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি।

পুজো প্যান্ডেলে শুধু বাজুক পুজোর গান

শরৎ মানে প্রকৃতিতে যেমন কাশফুলের সমারোহ, শরৎ মানে আকাশে নীলাভ মেঘের ঘটা আর শরৎ মানেই দেবীর আগমনীর সুর। 'মা আসছেন'- এর মধ্যেই যেন এক গভীর আবেগ জড়িয়ে আছে। দুর্গাপুজো মানেই পুজোর গান। পুজোর দিনগুলোতে প্যান্ডেলে এই গানগুলো বাজলে অনেকের মন হয়ে ওঠে নস্টালজিক। ফিরে আসে কত স্মৃতি। বাবা-ঠাকুরদাদের মুখে শোনা যায়, একসময় যখন টেপরেকর্ডারের চল ছিল তখন আগমনীর অ্যালবামের ক্যাসেট কেনার চল ছিল প্রচুর। আজ সময় অনেকটা বদলেছে। বদলেছে মানুষের রুচিবোধও। আজ অনেক পুজো প্যান্ডেলে বাজানো হয় ডিজে, যা একদিকে যেমন শ্রুতিকটু, তেমনি অতিরিক্ত শব্দে তা শব্দদূষণের মাত্রা বাড়ায়। পুজো উদ্যোক্তাদের এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত। পুজো প্যান্ডেলে পুজোর গান বাজানোই শোভনীয়।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

ব্লক-আনব্লকের খেলায় জেতে একাকিত্ব

ইদানীং দুঃখ হলে কমবয়সিরা হোয়াটসঅ্যাপ ডিপি উড়িয়ে দেয় বা দীর্ঘদিন এক ছবি রাখে। এসব নাকি দুঃখ নির্ণায়ক মানদণ্ড।

চিরদীপা বিশ্বাস

'তোর এই ছুটকো প্রবলেমগুলো রাখ তো। আমারটা শোন, বুঝবি তাহলে স্ট্রাগল কাকে বলে!'

এভাবেই পাল্লা দিয়ে দুঃখ উদযাপনের প্রতিযোগিতা চলে আজকাল। 'আমারটা শোন, আমারটা শোন' বলতে বলতে শেষ অবধি কারওটাই কেউ শুনে উঠতে পারে না আর। বন্ধুদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ভরে ওঠে অভিযোগের বন্যায়। একসঙ্গে কাটানো সুখের মুহূর্তগুলোকে অনায়াসে স্মৃতি থেকে ঝেড়ে ফেলে, সজ্ঞানে ভুল বোঝাবুঝির রাস্তায় চলা শুরু হয়। মান-অভিমানের ভিড়ে এক সময়ের হইহল্লায় ভরা সম্পর্কগুলো হারিয়ে যেতে থাকে। পড়ে থাকে কেবল একাকিত্ব যা শেষপর্যন্ত 'সব মানুষ বদলে যায়'- এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে।

ইদানীং দুঃখ হলে বা হাল ফ্যাশনের ভাষায় 'লো ফিল' হলে, উঠতি বয়সিদের অনেকেই হোয়াটসঅ্যাপ ডিপি উড়িয়ে দেয় বা ঘনঘন ডিপি বদলায় যারা, তারা দীর্ঘদিন একই ছবি রেখে দেয়। তাদের মতে, এসবই নাকি দুঃখ নির্ণায়ক মানদণ্ড। জ্বরের সময় জলপট্টি মাথায় সেলফি, ভাঙা পায়ের প্লাস্টার করা ছবি পোস্টিয়ে ক্যাপশনে 'প্রে ফর মি' লিখছ না মানেই তুমি সুপার হিউম্যান।

তাই খুব কাছের বন্ধুদের সময় না দিতে পারলে যদি কেউ বলে 'একটু অসুবিধা চলছিল' তাহলেই রে-রে করে উঠবে অন্য দল। রীতিমতো হিসেবের খাতা খুলে কোনদিন ঘুরতে গেছ বা সিনেমা দেখেছ তার হিসেব নিয়ে বসবে এবং শেষমেশ তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, দুঃখকে 'অথরাইজ' করতে হলে তার 'ডকুমেন্টেশন' এবং সামাজিক মাধ্যম কর্তৃক 'ভেরিফিকেশন' জরুরি।

বর্তমান যুগে দুঃখ ভুলে উঠে দাঁড়ানোর বদলে অধিকাংশ মানুষই যেন 'আমার জীবনের মতো খারাপ জীবন দুটো নেই'-কে আপ্তবাক্য মনে করে তৃপ্ত হন। উলটে 'আমার মতো সুখী কে আছে, আয় সখী আয় আমার কাছে' বলে অন্যের ক্ষতের মলম হতে চান না। তাই ধৈর্য ধরে অপর মানুষের কথা শোনার সময় নেই আজকাল, অন্যের অসুবিধা কে 'ধ্যার তোরটা কিসুই না' বলে তুচ্ছ করার পাপবোধ নেই, ইগোর পাহাড় ভেঙে 'আচ্ছা সরি' বললে যে পৃথিবী দু'ভাগ হবে না সেটা বোঝারও ক্ষমতা নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু ব্লক-আনব্লক, ফলো-আনফলোর খেলা।

এই আত্মকেন্দ্রিকতা, অন্যের জায়গায় না বসে তাকে বিচার করার প্রবণতা সম্পর্কের অপমৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রতিটা মুহূর্তে 'আমি আমি, জানি জানি'র গোলকধাঁধায় আমরা ঘুরছি। কিন্তু অন্যজনের জীবনে চোরাবালি ঠিক কতখানি তার খবর নিতে আমরা বিন্দুমাত্র আগ্রহী নই। ব্রেকআপ বা ডিভোর্স আজকের প্রজন্মের রোজনামচা। টক্সিক, রেড ফ্ল্যাগ ইত্যাদি শব্দকে অপর মানুষের নামের সঙ্গে জুড়ে স্বেচ্ছায় একাকিত্বকে বেছে নিচ্ছি। অন্যদিকে নিজের জন্য ভরসা খুঁজছি অথচ অন্যের ভরসা হয়ে ওঠার কথা একবারও ভাবছি না। তাই কারও দিকে আঙুল ওঠানোর আগে যদি আমরা প্রত্যেকে বাদবাকি আঙুলগুলোকে লক্ষ করি, তাহলেই বুঝব মেরামতির শুরু হওয়া উচিত প্রথমে নিজের অন্তরে। বুঝব কঠিন থেকে কঠিনতর মনের অসুখ সারাতে, সম্পর্কগুলোকে সিসিইউ থেকে বের করে আনতে একটা 'জাদু কি ঝাপ্পি'র ভূমিকা ঠিক কতটা। অন্যের প্রতি সামান্য সহানুভূতিশীল হলেই বুঝতে পারব জীবন ততটাও যাতনাময় নয় যতটা আমরা মনে করি।

(লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, কোচবিহারের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৪৮

পাশাপাশি : ১। পশমের মোটা কাপড় ৩। কল্পিত, কল্পনার সাহায্য বানানো, অবাস্তব ৪। বাংলা বছরের একটি মাস ৫। হাড্ডিসার, কঙ্কালসার, জীর্ণশীর্ণ ৭। কাপড়ের ছেঁড়া পাড়, ফালি, সুতো ১০। গাছ ১২। সব সময়, সর্বদা, ঘনঘন ১৪। ধমক, ভর্ৎসনা ১৫। ভক্তিসহ রামচন্দ্রের নামগান, ভয় পেয়ে রামের নাম উচ্চারণ ১৬। বস্ত্র, কাপড়, আচ্ছাদন, আবরণ।

উপর-নীচ : ১। যে দার্শনিক মত বস্তুকেই সত্য বলে গ্রহণ করে ২। দূরত্ব বা ব্যবধান ৩। ঘর, প্রাসাদ, সরাইখানা ৬। চাষাবাদ, চাষবাষের জমি ৮। অস্থায়ী বাসস্থান, সেনানিবাস, ছাউনি, তাঁবু ৯। নাম ও ঠিকানা ১১। তাসের একটি রং ১৩। প্রভু, কর্তা।

সমাধান ■ ৩৯৪৭

পাশাপাশি : ২। কালেভদ্রে ৫। দহলা ৬। জলমার্জার ৮। কারা ৯। রক ১১। আদরযত্ন ১৩। সমীর ১৪। দিনমান।

উপর-নীচ : ১। বাদবাকি ২। কালা ৩। ভণ্ডুল ৪। তসর ৬। জরা ৭। মালিক ৮। কাতর ৯। রত্ন ১০। অষ্টরম্ভা ১১। আখের ১২। যজন ১৩। সন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গাইডেড ট্যুরিস্ট, খোঁচা ওমরের

ভূস্বর্গের ভোট দেখে খুশি কূটনীতিকরা

শ্রীনগর, ২৫ সেপ্টেম্বর : প্রথম দফার পুনরাবৃত্তি হল দ্বিতীয় দফাতেও। উৎসবের মেজাজেই বুধবার ভোট দিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের ভোটাররা। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এদিন ভোট পড়েছে ৫৬.৭৯ শতাংশ। যা দেখে নির্বাচন কমিশন থেকে বিদেশি কূটনীতিকদের প্রতিনিধি দল, সকলেই খুশি।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) রাজীব কুমার দাবি করেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা ভোটে ইতিহাস তৈরি হতে চলেছে। এটা গণতন্ত্রের উৎসব। যে সমস্ত জায়গায় অতীতে কখনও ভোট হয়নি সেখানেও ভোট হয়েছে। যে সমস্ত স্থানে একদা ভোট বয়কটের ডাক দেওয়া হত সেখানেও বুথের বাইরে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে।'

এদিন যে ২৬টি আসনে ভোট ছিল তার মধ্যে ১৫টি ছিল কাশ্মীর উপত্যকায়। বাকি ১১টি ছিল জম্মুতে। সবথেকে বেশি ভোট পড়েছে কাটরার শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী বিধানসভা কেন্দ্রে। জম্মু ও কাশ্মীরের সিইও পিকে পোল জানিয়েছেন, ওই আসনে ৭৯.৯৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। তৃতীয় তথা অন্তিম দফার ভোট ১ অক্টোবর। ওইদিন ৪০টি আসনে ভোট নেওয়া হবে।

এদিনের ভোটের সেরা আকর্ষণ ছিল বিদেশি রাষ্ট্রের কূটনীতিকদের 'আঁখো দেখা হাল'। বিদেশমন্ত্রকের আমন্ত্রণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, সিঙ্গাপুর সহ ১৬টি বিদেশি দূতাবাসের কূটনীতিকদের একটি প্রতিনিধিদল শ্রীনগরে এসেছিলেন। তাঁরা ভোট প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে রীতিমতো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। ভোটারদের সঙ্গে সেলফিও তোলেন। বোটে চেপে ডাললেকেও ঘোরেন তাঁরা। মার্কিন ডেপুটি চিফ অফ দ্য মিশন জোরগান কে অ্যান্ড্রুজ বলেন, 'এই উৎসাহের সাক্ষী হতে পেরে

জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা ভোটে ইতিহাস তৈরি হতে চলেছে। এটা গণতন্ত্রের উৎসব। যে সমস্ত জায়গায় অতীতে কখনও ভোট হয়নি সেখানেও ভোট হয়েছে।'

রাজীব কুমার, সিইসি

বিদেশি সাংবাদিকদের এখানে নির্বাচন খতিয়ে দেখার জন্য আসতে দেওয়া হল না কেন? বিদেশি কূটনীতিকদের এখানে গাইডেড ট্যুরিস্ট হিসেবে আনা হয়েছে।

ওমর আবদুল্লা, এনসি নেতা

ভীষণ ভালো লাগছে। ১০ বছরের বিরতির পর কাশ্মীরিদের ভোট দিতে দেখে ভালো লাগল। ভোটের ফল কী হয় সেটা দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। অত্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোট হচ্ছে।'

মার্কিন মুলুকে নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তার আগে নিজেদের দেশের সঙ্গে কাশ্মীরের ভোটের মিল খুঁজে বের করেছেন অ্যান্ড্রুজ। তবে বিদেশি কূটনীতিকদের কাশ্মীরের ভোট প্রক্রিয়া চাক্ষুষ করার বিষয়টিকে কটাক্ষ করেছেন ওমর আবদুল্লা। তিনি বলেন, 'বিদেশি কূটনীতিকদের যদি এখানে আনা যেতে পারে তাহলে বিদেশি সাংবাদিকদের এখানে নির্বাচন খতিয়ে দেখার জন্য আসতে দেওয়া হল না কেন? বিদেশি কূটনীতিকদের এখানে গাইডেড ট্যুরিস্ট হিসেবে আনা হয়েছে।'

এদিকে ভোটপর্বের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে তৃতীয় দফার প্রচার চলেছে পাল্লা দিয়ে। বুধবার সোপোরে প্রচার করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, 'নির্বাচনের পর যদি জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে ইন্ডিয়া জোট রাস্তায় নামবে।'

মধ্য কাশ্মীরের একটি বুথের বাইরে ভোটারদের লাইনে দাঁড়িয়ে নববিবাহিত তরুণী। নীচে কাশ্মীরে দ্বিতীয় দফার ভোট দেখতে এসে ডাল লেকে সফর বিদেশি কূটনীতিকদের। বুধবার শ্রীনগরে।

নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী বদল

আরজি কর মামলা লড়বেন বৃন্দা গ্রোভার

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : জুনিয়ার চিকিৎসকদের পর এবার আরজি কর মামলায় আইনজীবী বদলের সিদ্ধান্ত নিল মৃত চিকিৎসকের পরিবারও। এতদিন তাদের হয়ে মামলায় সওয়াল করছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর বদলে মামলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভারকে। হাসিমপুরা পুলিশ হত্যা মামলা (১৯৮৭), ইসরত জাহান মামলা (২০০৪), কান্দামালে খ্রিস্টানদের ওপর হামলা (২০০৮) সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় সওয়াল করা বৃন্দার আরজি কর মামলায় যুক্ত হওয়ার ঘটনা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, মৃত চিকিৎসকের পরিবারের হয়ে মামলা লড়ার জন্য কোনও পারিশ্রমিক নিচ্ছেন না রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য বৃন্দা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে নির্যাতিতার এক আত্মীয় জানিয়েছেন, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য কলকাতা হাইকোর্টের ব্যস্ত আইনজীবী। এদিকে সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানি একাধিক বার পিছিয়েছে। কলকাতা থেকে তাঁর পক্ষে বারবার দিল্লি গিয়ে আরজি কর মামলায় সওয়াল করতে সমস্যা হচ্ছিল। সেই কারণে দিল্লি ভিত্তিক আইনজীবী হিসাবে বৃন্দা গ্রোভারকে মামলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আইনজীবী বদল নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করেননি বিকাশরঞ্জন। তিনি বলেন, 'আমার পক্ষে যতটা সম্ভব আমি করেছি। এটা পরিবারের সিদ্ধান্ত। এই ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই।' একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'ওঁদের (মৃত চিকিৎসকের পরিবার) হয়তো বোঝানো হয়েছে দিল্লির কোনও আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করলে ভালো হবে।' ১৭ সেপ্টেম্বর শীর্ষ আদালতে আরজি কর মামলার শুনানিতেও উপস্থিত ছিলেন বৃন্দা।

গত শুনানিতে জুনিয়ার চিকিৎসকদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিংয়ের জোরদার সওয়ালে একাধিক বার অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। এবার ইন্দিরার পাশাপাশি পোড়খাওয়া আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভারের সওয়ালে আইনি লড়াই নতুন মোড় নেয় কি না আপাতত সেদিকে তাকিয়ে মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ।

বুলেট নিশানায় কমলা

ওয়াশিংটন, ২৫ সেপ্টেম্বর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরে বুলেটের নিশানায় কমলা হ্যারিস। ট্রাম্পের মতো কমলাকে লক্ষ করে গুলি চলেনি বটে, কিন্তু অ্যারিজোনা প্রদেশের টেম্পে শহরে কমলা হ্যারিসের প্রচার কার্যালয় লক্ষ করে মাঝরাতে গুলি চলেছে। গুলি লেগেছে অফিসের জানলা ও দরজায়। মঙ্গলবার গুলি চালনার ঘটনাকে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। ১৬ সেপ্টেম্বরের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এমন ঘটনা ঘটল। সেদিন পেলেট বন্দুক থেকে গুলি ছোড়া হয়েছিল।

ভিখারি নয়, পাককে সৌদি

রিয়াধ, ২৫ সেপ্টেম্বর : হজযাত্রার নামে ভিখারি পাঠানো চলবে না। পাকিস্তানকে এমনই হুঁশিয়ারি দিল সৌদি আরব। পাকিস্তান না শুধরে আগামীদিনে পাক হজযাত্রীরা সমস্যায় পড়বেন। পাকিস্তানকে ভিখারি পাঠানো যেভাবেই হোক বন্ধ করতে হবে। একথা সাফ জানিয়েছে সৌদি আরব সরকার। সৌদির হজ মন্ত্রকের তরফে বিষয়টি নিয়ে পাক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রককে চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠি পাওয়ার পর ভিখারি সমস্যা মেটাতে আইন আনার কথা চিন্তাভাবনা করছে পাকিস্তান।

ব্যাংকেই মৃত্যু মহিলা অফিসারের

অতিরিক্ত কাজের চাপ নিয়ে ফের প্রশ্ন

লখনউ, ২৫ সেপ্টেম্বর : ভারতের বেসরকারি ক্ষেত্রগুলিতে অতিরিক্ত কাজের চাপ এবং কর্মসংস্কৃতি নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল ই অ্যান্ড ওয়াই ইন্ডিয়ার আধিকারিক অ্যানা সেবাস্টিয়ান পেরাইলের মৃত্যু। গোটা ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় অর্থ এবং শ্রমমন্ত্রক। তার জের কাটতে না কাটতেই এবার দেশের একটি

অগ্রণী বেসরকারি ব্যাংকের মহিলা আধিকারিকের কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটল লখনউয়ে। মৃতার নাম সাদাব ফাতিমা (৪৫)। তিনি বিভূতিখণ্ডে ওই বেসরকারি ব্যাংকের অতিরিক্ত ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

জানা গিয়েছে, ফাতিমা লাঞ্চ করতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। ফাতিমার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, হার্ট অ্যাটাকের কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। একের পর এক ঘটনায় দেশের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি এবং কাজের পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব।

তিনি বলেন, 'লখনউয়ে কাজের চাপ এবং মানসিক অশান্তির কারণে ওই মহিলা আধিকারিকের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক সংবাদ। এই ধরনের খবর দেশের বর্তমান অর্থব্যবস্থার চাপের প্রতীক। সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার উচিত বিষয়টির দিকে গুরুত্ব দেওয়া। এই ধরনের মৃত্যু কাজের পরিবেশকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।' অখিলেশের মতে, 'কত কাজ হল কিংবা পণ্য উৎপাদন হল সেটার ভিত্তিতে দেশের প্রগতি নির্ধারণ করা যায় না। বরং মানুষ কতটা মানসিকভাবে স্বাধীন, সুস্থ এবং খুশি সেটার ওপর নির্ভর করে।' তাঁর কথায়, 'বিজেপি সরকারের ব্যর্থ আর্থিক নীতির কারণে সংস্থাগুলির ব্যবসায় মন্দা দেখা দিয়েছে। সেই কারণে নিজেদের ব্যবসা বাঁচাতে সংস্থাগুলি কম লোককে দিয়ে বেশি কাজ করাচ্ছে।'

পরীক্ষায় ফেল প্যারাসিটামল, অ্যান্টাসিড

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : ওষুধের দাম নিয়ে তো প্রশ্ন ছিলই। এবার প্রশ্ন উঠল একাধিক 'জনপ্রিয় ও প্রয়োজনীয়' ওষুধের গুণমান নিয়েও।

ভারতের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থার দ্বারা পরিচালিত মান পরীক্ষায় ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম ডি৩ সাপ্লিমেন্ট, ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ এবং অ্যাসিড রিফ্লাক্সের জন্য ব্যবহৃত পঞ্চাশটিরও বেশি ওষুধ গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।

গত অগাস্টে কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ামক এবং পরিচালন সংস্থা (সিডিএসসিও)-র তরফে একগুচ্ছ বাজারচলতি ওষুধের গুণমান পরীক্ষা করা হয়। যাতে পাশ করতে পারেনি অন্তত পঞ্চাশটি 'প্রয়োজনীয়' তকমা পাওয়া ওষুধ। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ওষুধগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি জটিল রোগের ওষুধও রয়েছে।

গুণমান নিয়ে প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়া ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার তালিকায় রয়েছে অ্যালকেম ল্যাবরেটরিজ, হেটেরো ড্রাগস, হিন্দুস্তান অ্যান্টিবায়োটিকস লিমিটেড (এইচএএল), কর্ণাটক অ্যান্টিবায়োটিকস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড সহ অন্যরা।

এদিকে কোম্পানিগুলি সিডিএসসিও পরীক্ষার ফলাফল খারিজ করে দাবি করেছে, পরীক্ষায় ফেল করা ব্যাচের ওষুধগুলি মূল কোম্পানির তৈরি নয়। এর অর্থ, সেগুলি ভুয়ো সংস্থার তৈরি জাল ওষুধ বলে মনে করা হচ্ছে।

বদলাপুর এনকাউন্টার পুলিশের নিন্দায় কোর্ট

মুম্বই, ২৫ সেপ্টেম্বর : পুলিশি হেপাজতে বদলাপুর কাণ্ডের মূল অভিযুক্তের মৃত্যু নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল বম্বে হাইকোর্ট। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি রেবতী মোহিতে ডেরে এবং বিচারপতি পৃথ্বীরাজ চ্যবনের ডিভিশন বেঞ্চ। ঘটনাটিকে 'এনকাউন্টার বলা যায় না' বলেই মত উচ্চ আদালতের। রাজ্যের আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতিদের প্রশ্ন, 'প্রিজন ভ্যানে চারজন পুলিশকর্মী ছিলেন। আর অভিযুক্তও মোটেই বলশালী ছিলেন না। তাহলে পুলিশকর্মীরা কেন অভিযুক্তকে কাবু করতে পারলেন না?'

কীভাবে পুলিশের কাছ থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে তা আনলক করে গুলি চালিয়েছিলেন অভিযুক্ত, তার বর্ণনা আদালতে দিয়েছেন রাজ্যের আইনজীবী। তা শুনে আদালতের মন্তব্য, 'এটা অবিশ্বাস্য। রিভলভারের মতো পিস্তল চালানো সোজা নয়। পিস্তলের স্লাইডার টানার জন্য যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ ছাড়া পিস্তল চালানো যায় না। আপনারা বলছেন, অভিযুক্ত তিনটি গুলি ছুড়েছেন। তাতে একজন পুলিশকর্মীই আহত হয়েছেন? তাহলে বাকি দুটো গুলি কোথায় গেল?'

আদালতের পর্যবেক্ষণ, অভিযুক্তকে নিরস্ত্র করতে হাঁটুর নীচে গুলি চালানোই দস্তুর। কিন্তু রাজ্যের যুক্তি, সেই সময় এত ভাবার সময় ছিল না। এরপরই আদালত প্রশ্ন তোলে, 'আমরা কীভাবে বিশ্বাস করব, চারজন পুলিশকর্মী মিলে অভিযুক্তকে আটকাতে পারেননি? তিনটে গুলি পর পর চালানোর সুযোগ অভিযুক্ত পেলেন কী করে?' এরপরই আদালত জানায়, তালোজা জেল থেকে অভিযুক্তকে নিয়ে বেরোনো থেকে শুরু করে শিবাজি হাসপাতালে মৃত্যু পর্যন্ত গোটা ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ অবিলম্বে সংরক্ষণ করতে হবে পুলিশকে। পরের বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে শুনানি হবে।

তবে দুই বিচারপতির বেঞ্চ এও বলেছে, 'আমরা মোটেও পুলিশের বক্তব্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছি না। আমরা শুধুমাত্র শুধু সত্য জানতে চাই। ঠিক কী হয়েছে, তা পরিষ্কার করে বলুন।'

অভিযুক্ত তথা 'সংঘর্ষে' মৃত অক্ষয় শিন্ডের বাবা আন্না শিন্ডের দায়ের করা একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে বুধবার এই পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট।

অন্যদিকে বদলাপুরের ঘটনায় পুলিশবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজ্যজুড়ে হোর্ডিং ও পোস্টার পড়েছে, যা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক বেধেছে। হোর্ডিংয়ে বড় করে লেখা 'বদলা পুরা', অর্থাৎ 'প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ'। লেখার সঙ্গে হাতে বন্দুক ও পিস্তল নিয়ে দুটি বড় ছবি রয়েছে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের। বার্তা স্পষ্ট, ধর্ষণ ও নারীনির্যাতনকারীদের এভাবেই শাস্তি দিয়ে

'বদলা পুরা' হোর্ডিংয়ে অস্বস্তি বিজেপির

বদলা নেওয়া হবে। সমাজমাধ্যমে ছবিটি ভাইরাল হতেই প্রশ্ন উঠেছে, ভুয়ো এনকাউন্টারের মতো বেআইনি কাজকে সমর্থন করে এমন বিজ্ঞাপন কি দেওয়া যায়? কোনও দল বা জনপ্রতিনিধিও কি পারেন অস্ত্র হাতে প্রকাশ্যে ছবি দিতে?

কাল থেকেই বাজারে মিলবে পদ্মার ইলিশ

কলকাতা ও ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর : আর দু'দিনের অপেক্ষা। শুক্রবারই কলকাতা ও আশপাশের জেলাগুলির বাজারে বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা ইলিশের দেখা মিলতে পারে। ফিশ ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে পদ্মার ইলিশের প্রথম চালান ভারতে ঢুকতে পারে। পরদিন সকালের মধ্যেই তা কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও দুই ২৪ পরগনার মাছ ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে শুক্রবারই বিভিন্ন বাজারে পদ্মার ইলিশ বিক্রি শুরু হয়ে যাবে। শনিবার নাগাদ শিলিগুড়িতেও পাওয়া যেতে পারে আমদানি করা ইলিশ। তবে এবার ইলিশ আমদানির খবর বেড়ে যাওয়ায় খুচরো বিক্রির ওপর তার প্রভাব পড়বে বলে ফিশ ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে ইঙ্গিত মিলেছে।

চলতি বছর মোট ৩ হাজার টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। ১২ অক্টোবরের মধ্যে সেই মাছ ভারতে আনতে হবে। শনিবার বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ভারতে ৩ হাজার টন ইলিশ পাঠানোর কথা জানিয়েছিল। সেই মতো ভারতে ইলিশ রপ্তানির প্রক্রিয়া চলছে। এদিকে ভারতে ইলিশ রপ্তানির সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব হয়েছে সেদেশের সাধারণ মানুষের একাংশ। ভারতে ইলিশ রপ্তানির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছেন আইনজীবী মহম্মদ মাহমুদুল হাসান।

চিন ইস্যুতে কঠোরতার ইঙ্গিত বিদেশমন্ত্রীর

বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কায় আশাবাদী দিল্লি

নিউ ইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর : পালাবদলের সাক্ষী দু-দেশ। বাংলাদেশে ক্ষমতার হাতবদল ঘটেছে মাসাধিক কাল ধরে চলা বিক্ষোভ, আন্দোলন, রক্তপাতের মধ্য দিয়ে। শ্রীলঙ্কায় সরকার পরিবর্তন হয়েছে ভোটের মাধ্যমে। বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যে সন্ধিক্ষণের মধ্যে দিয়ে চলেছে সেটা বিদেশমন্ত্রকের কর্তারা ঘরোয়া আলোচনায় স্বীকার করছেন। মঙ্গলবার নিউইয়র্কের এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইনস্টিটিউট আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের কথাতেও তার ইঙ্গিত।

বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা ভারত বিরোধী মনোভাব তীব্রতর হলেও দু-দেশের সঙ্গে বোঝাপড়া অটুট থাকবে বলে আশাবাদী জয়শংকর। চিন সম্পর্কে অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন তিনি। বিদেশমন্ত্রীর মতে, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক 'ইতিবাচক' এবং 'গঠনমূলক' থাকবে। তবে চিনের সঙ্গে এই দেশের সম্পর্ক মোটেই স্বাভাবিক নয়। তাঁর কথায়, 'আমি আপনাদের অনুরোধ করব দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে না পৌঁছোতে। এটা মনে

নিউ ইয়র্কের অনুষ্ঠানে জয়শংকর। কথা বলছেন এএসপিআই কর্তা ড্যানিয়েল রাসেলের সঙ্গে। বুধবার। - জয় মণ্ডল

করা অনুচিত যে ভারত প্রতিবেশীদের যাবতীয় রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।' চিনকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'চিনের সঙ্গে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে না।'

জয়শংকর বলেন, 'প্রতিটি দেশের নিজস্ব গতিশীলতা থাকে। বিদেশনীতির ক্ষেত্রে আপনি মূল্যায়ন, অনুমান এবং শেষে প্রতিক্রিয়া জানানোর চেষ্টা করেন। আমার বিশ্বাস, পারস্পরিক নির্ভরতা, বাস্তবতা এবং সহাবস্থানের ক্ষমতা সব পক্ষের স্বার্থপূরণ করবে। আমি আত্মবিশ্বাসী শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ ইতিবাচক হবে।'

ইন্ডিয়া রিজিওন নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বিড়লা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : নয়াদিল্লিতে দশম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের ইন্ডিয়া রিজিওন সম্মেলনে অংশ নিয়ে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। তিনি বলেন, 'সংসদ সরকারের নীতি ও কর্মসূচি নিয়ে মর্যাদাপূর্ণ আলোচনার কেন্দ্র হওয়া উচিত। প্রযুক্তির ব্যবহার হোক মানুষের কল্যাণে। এই বিষয়ে সংসদে আলোচনা করে তা রূপায়ণ করা প্রয়োজন।' তিনি আরও বলেন, 'সংসদে পাশ হওয়া একের পর এক ঐতিহাসিক আইন দেশে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।' চলতি সপ্তাহে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের ইন্ডিয়া রিজিওন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ওম বিড়লা। তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যে বিধানসভার স্পিকারদের ভারতীয় মূল্যবোধ ও মান অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।'

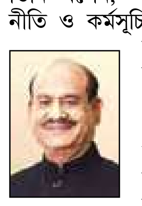

ক্ষমা চাইলেন কঙ্গনা

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : যে তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে ৭০০ কৃষক শহিদ হয়েছিলেন সেই আইনগুলি ফেরানোর দাবি তুলে বিতর্কে জড়িয়েছেন বিজেপির সাংসদ তথা বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। ওই মন্তব্যের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরব হওয়ায় এবং বিজেপি দূরত্ব বাড়ানোয় তড়িঘড়ি ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে মান্ডির সাংসদ বলেছেন, 'আমি জানি এই মন্তব্য বিতর্কিত হতে পারে। কিন্তু তিনটি কৃষি আইন অবিলম্বে ফিরিয়ে আনা উচিত। কৃষকদের উচিত নিজেদের তরফেই ওই দাবি তোলা।' কৃষক আন্দোলন চলার সময়ও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন কঙ্গনা।

হরিয়ানা বিধানসভা ভোটের আগে কৃষকদের মন পেতে স্বাভাবিকভাবেই কঙ্গনার বক্তব্যকে হাতিয়ার করেছে কংগ্রেস। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, 'সরকারের নীতি বিজেপি সাংসদ না কি প্রধানমন্ত্রী, কে ঠিক করবেন? ৭০০ কৃষকের শহিদ হওয়ার পরও বিজেপির মন ভরেনি। কৃষকদের বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র ইন্ডিয়া জোট বরদাস্ত করবে না। কৃষকদের ক্ষতি হয় এমন কোনও পদক্ষেপ যদি সরকার করে তাহলে

কৃষি আইন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফের ক্ষমা চাইতে হবে।'

কঙ্গনার মন্তব্য থেকে দূরত্ব তৈরি করেছে বিজেপিও। দলের মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া সাফ বলেছেন, 'ওই মন্তব্য সাংসদের ব্যক্তিগত অভিমত। এর সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই।' বিজেপি নেতৃত্ব প্রকাশ্যে সমালোচনা করতেই কঙ্গনা মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাকে মনে রাখতে হবে আমি এখন আর নিছকই একজন অভিনেত্রী নই। আমি একজন রাজনীতিবিদও। আমার বক্তব্য দলের থেকে আলাদা হতে পারে না।' অভিনেত্রী বলেছেন, 'আমার কথায় যদি কেউ হতাশ হয়ে থাকেন তাহলে আমি ক্ষমা চাইছি। আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

বিচারপতির পাক মন্তব্যে ধমক চন্দ্রচূড়ের

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে মামলায় কর্ণাটকের বিচারপতি বেদব্যাসাচার শ্রীশানন্দ তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট বুধবার মামলাটি বন্ধ করে দিলেও শ্রীশানন্দের ভর্ৎসনা করতে ছাড়লেন না প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেছেন, 'দেশের কোনও অংশকেই কেউ পাকিস্তান বলতে পারে না। এমন কথা আঞ্চলিক অখণ্ডতার পরিপন্থী। আদালতে যা হয়, তা ধামাচাপা দেওয়া যায় না।' তিনি এও বলেছেন, 'চিন্তাভাবনা ছাড়া মন্তব্য ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বকেই তুলে ধরে, বিশেষ করে কোনও লিঙ্গ বা সম্প্রদায়ের প্রতি।'

বিচারপতি বেদব্যাসাচার শ্রীশানন্দের মন্তব্য নিয়ে কর্ণাটক হাইকোর্টকে রিপোর্ট দিতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলাও গ্রহণ করে সর্বোচ্চ আদালত। কিন্তু বিচারপতি মার্জনা চেয়ে নেওয়ায় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ মামলাটি বন্ধ করে দেওয়ার কথা জানায়। বিচারপতি শ্রীশানন্দের বিতর্কিত মন্তব্যের ভাইরাল ভিডিও মুসলিম অধ্যুষিত বেঙ্গালুরুকে পাকিস্তান ও এক মহিলা আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে অবাঞ্ছিত মন্তব্য করতে দেখা যায়।

প্রিয়জনদের হারিয়ে পুজো শুরু পোদ্দারবাড়িতে

বিদেশ বসু

বাড়ির এককোণে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে শিউলি ফুলের একটি গাছ। একসময় এই গাছটি মাল শহরের পোদ্দারবাড়িতে শরতের আগমনী বার্তা বয়ে নিয়ে আসত। সেই গাছের তলায় ফুল কুড়িয়ে নিতেন বাড়ির মেয়ে সুস্মিতা। কিন্তু এখন পুজো এলেই মনে পড়ে যায় পরপর দু'বছরে দশমীতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার কথা। দু'বছরে দশমীতে পরিবারের দুই সদস্যকে হারিয়ে বাড়িতে দুর্গাপুজো করার সিদ্ধান্ত নেয় পোদ্দার পরিবার। এদিন গিয়ে দেখা গেল, বাড়ির সামনে বাঁশ পড়েছে, মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে।

দশমীর শোক ভুলে আত্মীয়পরিজন, পাড়াপ্রতিবেশীরা পুজোয় শামিল হবেন ঠিকই, কিন্তু এ জীবনে তাঁরা আর মাল নদীমুখো হবেন না। শহরের সমস্ত দুর্গাপুজো কমিটি মাল নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দেয়। সেখানে পোদ্দার পরিবারের প্রতিমার বিসর্জন হয় শহরের অন্য পাশে শুখাঝোরায়।

২০২১ সালে দশমীর দিন আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান উত্তর কলোনির পোদ্দার পরিবারের কর্তা সত্যেন্দ্রনাথ পোদ্দার। ঠিক তার পরের বছর দশমীর সন্ধ্যায় মাল নদীতে হড়পা আসে। প্রাণ গিয়েছিল আটজনের। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের ভাইঝি সুস্মিতাও। জলে ভেসে গিয়েও কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে যান তরুণীর বাড়ির অন্যরা। কিন্তু সুস্মিতাকে বাঁচানো যায়নি। তারপর থেকে দশমীর শোক গোটা পরিবারকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। সুস্মিতার জ্যাঠতুতো দাদা সঞ্জয় পোদ্দার বললেন, 'দশমীর দিন আমাদের বাড়িতে শোক নেমে আসে। দশমী যেন আমাদের কাছে অভিশপ্ত হয়ে উঠেছিল। ২০২১ সালে বাবাকে হারিয়েছিলাম। ঠিক তার পরের বছরই দশমীর সন্ধ্যায় বোন সুস্মিতাকে।' জানালেন, প্রিয়জনদের হারানোর শোক ভুলতেই দুর্গাপুজোর শুরু। এবারও পুজো হবে। তাঁর কথায়, 'এই মণ্ডপেই দুর্গাপুজোর পর কালীপুজোর আয়োজন করা হবে। পুজোর মাধ্যমে আমরা মঙ্গলকামনা করি। শোক ভুলে থাকার ভাষা খুঁজি।'

এবার পোদ্দারবাড়ির পুজোয় পুরোহিতের দায়িত্ব সামলাতে ধূপগুড়ি থেকে আসবেন বুম্বা দেবশর্মা। প্রতিমা তৈরি করছেন মাল শহরের মৃৎশিল্পী অরুণ পাল। সুস্মিতার দাদা সুদীপ পোদ্দার, বাবা সমরেন্দ্র পোদ্দার, মা বীণা পোদ্দার এখনও বাড়ির প্রিয় মেয়েকে খুঁজে বেড়ান। সুদীপ এখন শহরের একটি রেস্তোরাঁর অন্যতম কর্ণধার, সারাদিনটা প্রচুর ব্যস্ততায় কাটে। সবসময় তো বটেই, পুজোর দিনগুলোতে বোনের কথা যেন আরও বেশি করে মনে পড়ে যায়। বোনকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে একরকম বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লেন সুদীপ। জানালেন, পুজোয় সুস্মিতা নিজে পছন্দ করে জামা কিনে দিতেন। তিনিও বোনকে উপহার দিতেন। এখন সেইসব স্মৃতি যেন তাড়িয়ে বেড়ায়।

বনেদি বাড়ির পুজো

পর্যটকদের কথা ভেবে পুজোর প্রস্তুতি জলদাপাড়ায়

জলদাপাড়া বাজারের এই মন্দিরে হয় দুর্গাপুজো।

সুভাষ বর্মন

পুজোয় পর্যটকদের কথাও ভাবছে জলদাপাড়া দুর্গাপুজো কমিটি। প্রতিবছর গ্রামবাসী তো বটেই, মণ্ডপে আসেন পর্যটকরাও। গ্রামবাসীদের সঙ্গে পর্যটকরাও অষ্টমী, নবমীর অঞ্জলি দেন। প্রসাদও খান। নিজের এলাকা ছেড়ে পুজোর ক'টা দিন জলদাপাড়ায় ঘুরতে এসে এভাবেই শারদীয়া উৎসবে পর্যটকদের মিশে যেতে দেখা যায় গ্রামবাসীর সঙ্গে। তাই সকলের কথা ভেবেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জলদাপাড়া বাজারে।

জলদাপাড়া গ্রামের জন্যই জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের নামকরণ। তবে জলদাপাড়া গ্রাম এখন পর্যটনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাচ্ছে। এই গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে যাওয়া শিসামারা নদীর ধারে থাকা রিসর্টগুলিতে পুজোর বুকিং প্রায় শেষের পথে। জাতীয় উদ্যানের দ্বিতীয় গেট শালকুমারহাটেই। এই গেট দিয়ে এবার 'এলিফ্যান্ট রাইড'ও চালু হয়েছে। এই জলদাপাড়া বাজারের সর্বজনীন দুর্গাপুজোর এবার ৫৭তম বর্ষ। আশপাশে আরও বেশ ক'টি পুজো রয়েছে। তবে জলদাপাড়া বাজারের পুজোই পর্যটকদের মূল আকর্ষণ।

জলদাপাড়া রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঠুন সরকারের কথায়, 'জলদাপাড়া গ্রামে আসা পর্যটকদের মূল আকর্ষণ পুজোয় ভোগের প্রসাদ। এখানে মিশ্র জনজাতির বাস। তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পর্যটকরা উপভোগ করেন। এবারও পুজোর ক'দিন পর্যটকদের বুকিং প্রায় হয়ে গিয়েছে।'

গ্রামবাসীর আনন্দ ফূর্তির পাশাপাশি পর্যটকদের প্রশংসা কুড়োনোরও চেষ্টা করে জলদাপাড়া বাজার পুজো কমিটি। এক সময় জঙ্গল সংলগ্ন এই বাজারে ছন ও খড়ের মন্দিরে দুর্গার আরাধনা শুরু হয়। তবে পরবর্তীতে মন্দির পাকা হয়। পরিবর্তন বলতে এটাই। এই এলাকায় রাজবংশীর পাশাপাশি মেচ, রাভা, গারো, নেপালি, আদিবাসী সম্প্রদায় ও মুসলিম ধর্মের মানুষের বসবাস। সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ মেতে ওঠেন এই পুজোয়। তাই এখানকার পুজোয় মিশ্র জনজাতির সংস্কৃতির মেলবন্ধন দেখতে পান পর্যটকরা। এবারও গঠিত হয়েছে পুজো কমিটি। সভাপতি হয়েছেন সুনীল রায়, সম্পাদক তাপসকুমার সেন। সম্পাদক বলেন, 'প্রতিবার পুজোর দিনগুলিতে পর্যটকরা আসেন। এবারও আসবেন। এজন্য বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের যেন ভালো লাগে সেভাবেই আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। স্থানীয়দের সঙ্গে পর্যটকরা বসে অঞ্জলি দিতে পারবেন। অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন। পর্যাপ্ত ভোগের প্রসাদও পাবেন।'

এই পুজোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবাস রায়। প্রধানের বক্তব্য, 'জলদাপাড়া বাজারে এটাই পুরোনো পুজো। পুজোর সময় পর্যটকরাও আসেন। ভোগের প্রসাদ খান। আর এখানকার নানা জনজাতির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পর্যটকরা উপভোগ করেন। এবারও পর্যটকদের ঢল নামবে বলে আমরা আশাবাদী।'

মৃন্ময়ী থেকে রংময়ী হওয়ার পথে

কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে কুমোরটুলিতে ছবিগুলি তুলেছেন অর্পণ গুহ রায়, ভাস্কর সেহানবিশ ও আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

ভাঁড়ের টাকায় মায়ের বন্দনা

পারমিতা রায়

সারাবছর মায়ের আগমনের জন্য কেউ সংসার খরচ থেকে কেউ আবার নিজস্ব সঞ্চয় থেকে ভাঁড়ে টাকা জমান। তারপর সেই জমানো টাকা দিয়েই হয় মায়ের আরাধনা। শেষ ১০ বছর ধরে শিলিগুড়ির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গানগরের মহিলাদের দ্বারা এভাবেই পূজিত হন মা। এরকমই একজন দীপালি মণ্ডল। সারাবছর সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে যা জমান তাই মায়ের পুজোর জন্য তুলে দেন তিনি। তাঁর কথায়, 'মায়ের পুজোর জন্য সারাবছর সঞ্চয় করি। আমরা কেউ চাকরি করি না। তাই জমানো টাকাই মায়ের জন্য দিয়ে দিই।'

পুজোর পরেই এখানকার মহিলারা ঘট কিনে ফেলেন। দুর্গানগরের মহিলা পরিচালিত এই পুজোটিকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মনে রয়েছে এক বিশেষ জায়গা। তবে এবারকার পুজোটা যেন তাঁদের জন্য এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে। এতদিন এলাকারই একটি জায়গায় এই পুজো হত। পুজো উদ্যোক্তাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি স্থায়ী মন্দিরের।

পুরনিগমের উদ্যোগে এবার সেখানে ছাদ দিয়ে মায়ের পুজোর দেওয়ার মতো একটি মন্দির বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, দুর্গাপুজো বাদেও যেখানে কালীপুজো, সরস্বতীপুজোও করতে পারবেন এলাকার বাসিন্দারা।

ইতিমধ্যে এলাকায় পুজো প্রস্তুতির তোড়জোড় চলছে জোরকদমে। আর পুজোর স্থায়ী ঠিকানা হয়ে যাওয়ায় এবছর আরও জাঁকজমকের সঙ্গে পুজোর আয়োজন করা হবে বলে জানান পুজো উদ্যোক্তারা। পুজো কমিটির সদস্যা লক্ষ্মী ঘোষের গলায় ধরা পড়ে উচ্ছ্বাস, 'এটি আমাদের পুজোর দশ বছর। আমাদের ইচ্ছে ছিল প্রশাসন থেকে যাতে একটা পুজোর স্থায়ী দালান করে দেওয়া হয়। আমাদের দাবি মেনে করেও দিয়েছে। ভীষণ খুশি আমরা।' এই বছরের পুজো অন্য বছর থেকে আরও ভালো হবে এই আশা কমিটির সদস্য পপি সিংয়েরও।

পুজোর দিনগুলিতে গোটা দুর্গানগরই থাকে উৎসবমুখর। অষ্টমীতে এলাকার দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হবে। এছাড়া নবমীতে থাকবে ভোগ বিতরণের ব্যবস্থাও। উদ্যোক্তাদের তরফে প্রতিদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ নানা আয়োজন থাকছে। পুজো কমিটির সদস্য কল্পনা গুপ্তার কথায়, 'পুজোর দিনগুলি যে কীভাবে শুরু হয় আর কীভাবে শেষ হয় আমরা বুঝতেই পারি না। এত আনন্দ হয়।' পুরনিগমের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। শুধু দুর্গাপুজোই নয় এলাকার বাকি পুজোগুলিও নবনির্মিত এই জায়গায় করতে পারার আনন্দে খুশি স্থানীয়রা।

শতবর্ষ প্রাচীন পুজোয় মাতবে তেঁতুলতলা

তেঁতুলতলায় এই নির্মীয়মাণ মন্দিরেই এবার পুজো হবে।

পুজোর বিশেষ আকর্ষণ রাজবংশী সংস্কৃতি

তুষার দেব

সে আজকের কথা নয়। ১৯১৯ সালে কোচবিহার-১ ব্লকের ভোগডাবরি কেশরীবাড়ি গ্রামের তেঁতুলতলায় দুর্গাপুজো শুরু করেন স্থানীয়রা। তারপর তোর্ষা আর শালটিয়া দিয়ে বয়ে গিয়েছে বহু জল। কিন্তু পুজো ঘিরে এলাকাবাসীর আবেগ একটুও কমেনি। আজও আট থেকে আশি পুজোর কয়েকটা দিনের জন্য বছরভর মুখিয়ে থাকেন। এ সময় সকলে মিলে মেতে ওঠেন মিলনোৎসবে। এবার তেঁতুলতলার ১০৫তম বর্ষে পুজো ঘিরে গ্রামে জোর প্রস্তুতি চলছে।

পুজো কমিটির সভাপতি পরিমল রায়ের কথায়, 'আমাদের পূর্বসূরিদের হাতে এই পুজোর শুরু। যা গোটা গ্রামকে আজও এক সুতোয় গেঁথে রেখেছে। এবারে পুজোর বাজেট দেড় লক্ষ টাকা। তার মধ্যে রয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে দেওয়া ৮৫ হাজার টাকা।' আর বাকি টাকা গ্রামের সকলে মিলে দেবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

ভোগডাবরি কেশরীবাড়ি মূলত কৃষিভিত্তিক গ্রাম। স্বভাবতই এখানকার সিংহভাগ পরিবারের অভাব নিত্যসঙ্গী। হাজারো অপ্রাপ্তির মাঝেই তাঁরা দিনযাপন করেন। কিন্তু গ্রামে দুর্গাপুজো যেন সকলের কাছেই অক্সিজেনের জোগান। সমস্ত কিছু ভুলে তাঁরা দেবীর আরাধনায় ডুবে থাকেন।

ফি বছর পুজো প্যান্ডেল তৈরির জন্য বড় খরচ হয়। তাই সকলের আর্থিক সহায়তায় এখানে স্থায়ী মন্দির তৈরি হচ্ছে। এবারে সেই মন্দিরেই পুজো হবে। সুষ্ঠুভাবে পুজো সম্পন্ন করতে গ্রামের মহিলারাও পিছিয়ে নেই। হেমলতা বর্মন, সরস্বতী বর্মন, ননীবালা বর্মনরা বাড়ির কাজ সামলে রোজ বিকালে মিলিত হচ্ছেন। চলছে পুজোর বিভিন্ন প্রস্তুতি। গ্রামবাসী বিশ্বজিৎ বর্মন বলেন, 'নিয়ম, নিষ্ঠা এই পুজোর মূল সম্পদ। পুজোর ক'দিন গ্রামের সকলে নিরামিষ খাই।' এছাড়াও এখানে পুজোয় রাজবংশী কৃষ্টি, সংস্কৃতিও বিশেষ গুরুত্ব পায় বলে জানা গেল। পুজোর কয়েকদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মাতেন সকলে। এছাড়াও পুজোর ক'দিন প্রসাদ বিলির ব্যবস্থা থাকে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

পুজো কমিটির সম্পাদক নরেশ বর্মনের বক্তব্য, 'গোটা বছর সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত থাকি। কিন্তু পুজোর ক'টা দিন আমরা সব ফেলে একসঙ্গে সময় কাটাই। গ্রামের যাঁরা কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন তাঁরাও এসময় ফিরে আসেন। তেঁতুলতলার দুর্গাপুজো আমাদের কাছে মিলনোৎসব।'

* আজকের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
শিলিগুড়ি ২৫°
বাগডোগরা ২৫°
ইসলামপুর ২৫°

১৪ দিনের জেল হেপাজতে মা

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : নিজের কন্যাসন্তানকে কুয়োতে ফেলে খুন করার ঘটনায় ১৪ দিনের জেল হেপাজত হল মায়ের। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের ওই মহিলা অষ্টমী গোস্বামী মঙ্গলবার সকালে নিজের ২৫ দিনের কন্যাসন্তানকে কুয়োতে ফেলে দেয়।

কুয়োতে ফেলামাত্র শিশুটির মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর অষ্টমীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

মঙ্গলবারের ঘটনার পর পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়ে কথা বলে বাড়ির অন্যদের পাশাপাশি বাড়িওয়ালার সঙ্গে। জানা গিয়েছে, পুলিশ একপ্রকার নিশ্চিত, কোনও অভাবের তাড়নায় কিংবা কন্যাসন্তান হওয়ার কারণে এই ঘটনা ঘটায়নি ওই মহিলা। মানসিক অবসাদের কারণেও এই ঘটনা ঘটাতে পারে ওই মহিলা বলে মনে করছে পুলিশ।

কলেজে প্রদর্শনী

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : কেউ এঁকেছেন রাম, কেউ আবার বানিয়েছেন মালা। পুজোর আগে পড়ুয়াদের আয়ের সুযোগ করে দিল শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়। ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের এই দক্ষতাকে প্রচারের আলোয় আনতে উদ্যোগ নিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

বুধবার কলেজের একটি ক্লাসরুমে পড়ুয়াদের হাতে গড়া সামগ্রী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। সেখান থেকেই ওই সমস্ত সামগ্রী বিক্রি করা হচ্ছে। একইভাবে বৃহস্পতিবারও এই প্রদর্শনী চলবে। সেখানে গিয়ে কেনাকাটা করতে পারবেন সকলে। বর্তমান পড়ুয়াদের পাশাপাশি প্রাক্তনীরাও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন।

কলেজের প্রথম সিমেস্টারের ছাত্রী ঝিনু মিস্ত্রি কাগজ দিয়ে তৈরি করেছেন সাইকেল, হাঁস। তিনি বললেন, 'কলেজ আমাদের হাতে গড়া সামগ্রী প্রদর্শনের সুযোগ করে দিয়েছে। এর ফলে আমার কাছে অনেক অর্ডার আসছে।' ২০২১ সালে কলেজ থেকে পাশ করেছেন মিতা ঘোষ। তিনি মালা, চুড়ি সহ বিভিন্ন ধরনের অলংকার নিয়ে প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন। বললেন, 'এত সুন্দর আয়োজন মনে হয় না অন্য কোনও কলেজ কোনওদিন করেছে।' পঞ্চম সিমেস্টারের ববিতা বসাক বললেন, 'কলেজের এই উদ্যোগের জন্য আমাদের তৈরি জিনিসগুলো আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবে।'

অধ্যাপক মহুয়া রায় চৌধুরী বললেন, 'ছাত্রীরা নিজেদের তৈরি শিল্পকলা নিয়ে এসেছে। পরবর্তীতেও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।'

বোর্ডসভায় বাকবিতণ্ডায় তৃণমূল ও বিরোধী কাউন্সিলাররা

নির্যাতিতার নামে প্রস্তাব

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : আরজি করের নির্যাতিতার নামে এলাকার নামকরণ থেকে অবৈধ নির্মাণে থ্রেট কালচার, বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের মাসিক বোর্ডসভায় নানা ইস্যুতে সিপিএম কাউন্সিলারদের দাবি এবং অভিযোগ 'সামলাতে' হল মেয়র গৌতম দেবকে। কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী তরুণী চিকিৎসকের প্রতীকী নামে তাঁর ওয়ার্ডের এনটিএস মোড় সংলগ্ন এলাকার নামকরণের প্রস্তাব দেন।

পুরনিগমে গভীর চিন্তায় মগ্ন মেয়র গৌতম দেব। বুধবার। ছবি : তপন দাস

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কের সামনের অংশটিকে 'অপরাজিতা পরিসর' নাম দিয়ে একটি বোর্ড লাগানো হয়েছিল। সেখানে অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। এদিন মেয়র গৌতম দেব স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'কোনও মনীষীর নাম বদলে অন্য নাম রাখা সম্ভব নয়। নাম পরিবর্তন মানে তাঁদের অসম্মান করা।' পাশাপাশি মেয়র আরও বলেন, 'কোন রাস্তার নাম কী হবে, তা ঠিক করতে একটি কমিটি রয়েছে। সেই কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে। যেসব নামের প্রস্তাব এসেছে, আমরা সেগুলো পাঠিয়ে দেব।'

কলকাতায় তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের কড়া নিন্দা করলেও এদিন গৌতম বলেন, 'আমরা চাই না এই ঘটনাকে রাজনীতির রঙে রাঙানো হোক।অরাজনৈতিক ব্যানারে জুনিয়ার ডাক্তাররা আন্দোলন করেছেন। তবে ওই মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পেছন থেকে অনবরত উসকানি দিয়ে তাঁদের ফোকাস নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।'

এদিন অধিবেশনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে বেআইনি নির্মাণ ইস্যু নিয়ে আলোচনায়। সিপিএমের পরিষদীয় নেতা মুন্সী নুরুল ইসলাম, শরদিন্দু চক্রবর্তীদের অভিযোগ ছিল, 'কেউ অবৈধ নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ করলে অভিযুক্তের পাশাপাশি সেই ব্যক্তিকেও আলোচনায় ডাকা হচ্ছে। এতে পরিচয় প্রকাশ্যে চলে আসে সহজে। এমন হলে ভবিষ্যতে কেউ আর সাহস নিয়ে অভিযোগ জানাতে যাবেন না। কারণ এখানেও তো থ্রেট কালচার রয়েছে।'

উত্তরে মেয়র বলেন, 'থ্রেট কালচার কী, সেটা আমি আমার শরীরে বহন করছি। তবে সাধারণ মানুষ যাতে ভয়মুক্ত পরিবেশে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ জানাতে পারে, সেই বিষয়ে পুর কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা করব।'

অন্যদিকে, বার্ষিক রাস্তা মেরামতির টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কেউ অংশ না নেওয়ায় পুজোর আগে শিলিগুড়ি শহরের পথের হাল ফিরবে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুন্সী নুরুল ইসলাম। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'ঠিকাদাররা বকেয়া টাকা পান না। সেই কারণে তাঁরা এবার টেন্ডার প্রক্রিয়াতেই অংশ নেননি। গতবারের যে অর্থ পড়ে রয়েছে, সেই টাকা দিয়ে এবারের কাজ চলছে।' তবে টেন্ডারে কেউ অংশ না নিলেও রাস্তা মেরামতি আটকে থাকবে না বলে আশ্বাস মেয়রের। তাঁর দাবি, 'বাম আমলের বকেয়ার বোঝা টানতে হচ্ছে আমাদের। তবুও চেষ্টা চালাচ্ছি।'

এদিনের অধিবেশনে শিল্পপতিকে কর ছাড় দেওয়া নিয়ে বিজেপি ও সিপিএম কাউন্সিলারদের সঙ্গে তুমুল বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল কাউন্সিলাররা। মেয়র পারিষদ অবশ্য জানিয়েছেন, ছাপার ভুলের কারণে এই সমস্যা হয়েছে। ওই শিল্পপতি প্রায় ২০ লক্ষ টাকা কর পুরনিগমে জমা করেছেন। মেয়রের কথায়, 'কোনও কিছু ভুল হলে স্বীকার করব যে, সেটা ভুল হয়েছে। বোর্ডকে অন্ধকারে রেখে কিছু করব না। আমি রাজনৈতিক দলের একজন প্রতিনিধি হলেও মেয়রের চেয়ারে বসার মানে আমি সকলের মেয়র। এখানে রাজনীতির জায়গা নেই।'

গৌতম এদিন বোর্ডসভায় জানান, আম্রুত-২ প্রকল্পের অধীনে পুরনিগম এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য যে মেগা জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে, তা দেখভালের জন্য টাস্ক ফোর্স তৈরি হয়েছে। টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা নিয়মিত এই প্রকল্পের কাজের দেখভাল করবেন।

প্রশিক্ষকের শাস্তি দাবি

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : বুধবার চম্পাসারির নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে দেখা করল তৃণমূল, বিজেপি উভয় দলের নেতৃত্ব। দুই দলের নেতারাই অভিযুক্ত ক্যারাটে প্রশিক্ষকের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন। এদিন নির্যাতিতার বাড়িতে যান মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। নির্যাতিতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। আনন্দর কথা, 'দল, ধর্ম, গোত্র না দেখে নারকীয় ঘটনায় অভিযুক্তকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। নির্যাতিতার পরিবারকে সবরকমভাবে সহযোগিতা করব।' অভিযুক্তের সঙ্গে বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টের ছবি প্রকাশ্যে আসা প্রসঙ্গে আনন্দর বক্তব্য, 'অভিযুক্ত দলের একটি অনুষ্ঠানে ছিল বলে শুনেছি। তবে ওকে চিনি না। দলের কোনও পদেও নেই।' এদিন নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়েছিলেন তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনক সাহা সহ বেশ কয়েকজন। জনক বলেন, 'দলের তরফে নির্যাতিতার পরিবারকে সব ধরনের সাহায্য করা হচ্ছে। পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছি।'

বাঙালির সেরা পার্বণে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩১

নিম্নলিখিত এলাকা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নিতে পারবেন
দার্জিলিং–শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি
জলপাইগুড়ি–জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ডামডিম, ওদলাবাড়ি
আলিপুরদুয়ার–আলিপুরদুয়ার, সোনাপুর, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা, হ্যামিল্টনগঞ্জ কোচবিহার–কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ
উত্তর দিনাজপুর–রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার, ইসলামপুর, করণদিঘি, চোপড়া
দক্ষিণ দিনাজপুর–বালুরঘাট, পতিরাম, হিলি, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর মালদা–ওল্ড মালদা, ইংরেজবাজার, গাজোল।

পুরস্কার

প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
১৫,০০০/-	৭,৫০০/-	৫,০০০/-

কম বাজেটের সেরা পুজোর জন্য আলাদা পুরস্কার
প্রতি জেলা থেকে ৩টি করে ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে
পুরস্কার মূল্য ৫,০০০/-
সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি-স্মারক

প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।
মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ– এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।
কোন কোন পুজো 'শারদ সম্মান–১৪৩১'–এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক তালিকাভুক্তির জন্য যা যা করতে হবে

এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পূরণ করে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর (৭x৫ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।

পুজো কমিটির নাম .... ঠিকানা ....
....
যোগাযোগের প্রতিনিধি .... ফোন .... মোবাইল ....
পুজোর থিম (থাকলে) ....
মণ্ডপশিল্পী .... প্রতিমাশিল্পী .... আলোকশিল্পী ....
পুজোর ব্যয়বরাদ্দ..
উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।

অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল

শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 9735739677/8373867697

GOLD SPONSOR
UTTORA GOOD LIVING GOT BETTER | Luxmi

GOLD SPONSOR
DR. P. K. SAHA HOSPITAL
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
PKSH care & compassion
1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited

SILVER SPONSOR
BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
CBSE Affiliation No. 2430164
MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

নামচি, সোরেংয়ে চালু হতে চলেছে নাথু লা পারমিট কেন্দ্র

খুলছে উত্তর সিকিম, আশার আলো

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : দ্বার খুলছে উত্তর সিকিমের। প্রায় এক বছর বন্ধ থাকার পর পুজোর মুখে লাচুং, লাচেনের মতো পর্যটনস্থলগুলিতে পর্যটকদের প্রবেশে ছাড়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সিকিম প্রশাসন। রাজ্যপাল ওমপ্রকাশ মাথুরের নির্দেশে বুধবার মংগনের ডিএসি কনফারেন্স হলে আয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উত্তর সিকিম খোলা নিয়ে মংগনে প্রশাসনিক বৈঠক।

বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন মংগনের জেলা শাসক অনন্ত জৈন। গত বছরের ৪ অক্টোবর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় উত্তর সিকিমে। সেসময় থেকেই পর্যটকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল। এবার ছাড়পত্র দেওয়া হলেও কিছু বিধিনিষেধ রাখা হচ্ছে। এছাড়া পর্যটনের স্বার্থে গ্যাংটকের পাশাপাশি নামচি, সোরেংয়ের মতো জায়গাগুলিতেও নাথু লা পারমিট কেন্দ্র চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রেম সিং তামাংয়ের সরকার।

সরকারের জোড়া সিদ্ধান্তে সিকিম তো বটেই, খুশির হাওয়া সমতলের পর্যটন মহলেও। তবে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের হাল না ফিরলে, এর সুফল কতটা ঘরে তোলা যাবে, তা নিয়ে সংশয়ে অনেকে। জাতীয় সড়কের বেহাল দশায় পুজো পর্যটন নিয়ে যখন শঙ্কা বাড়ছে, তখন উত্তর সিকিমের লাচেন ও লাচুংয়ের মতো জায়গায় পর্যটকদের প্রবেশে অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সিকিম প্রশাসন।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, কয়েকটি এলাকার পরিস্থিতি এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার পরই সুনির্দিষ্টভাবে ছাড়পত্র দেওয়ার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে সম্ভাবনা এবং সমস্যার নানা দিক। সম্প্রতি উত্তর সিকিম পরিদর্শনে গিয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের স্বার্থে সেখানকার আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন রাজ্যপাল। কথা বলেন স্থানীয়দের সঙ্গেও। তাঁরা রাজ্যপালকে বলেন, পর্যটন বন্ধ থাকায় তাঁদের রুটিরুজিতে টান পড়েছে। এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট বৈঠকে পেশ করেন জেলা শাসক।

> “উত্তর সিকিম খুলে দেওয়ার ব্যাপারে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।
>
> **সোনম রিনচেন**
> ডেপুটি ডিরেক্টর, পর্যটন দপ্তর

তারপর লাচেন ও লাচুংয়ের সড়ক পরিস্থিতি কেমন, তা জানান সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা। বৈঠকে ঠিক হয়, পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলেও গাড়ির সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হবে। একদিন আগে অনলাইনে আবেদনের ভিত্তিতে পারমিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে নাইট স্টে'র ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকছে। বৈঠকে পুলিশ সুপার সোনম দেচু ভুটিয়ার প্রস্তাব ছিল, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের জন্য গাড়ির সংখ্যা বেঁধে দেওয়া উচিত। না হলে সমস্যা বাড়বে।

পাহাড়ি রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সোনম রিনচেন বলেন, 'উত্তর সিকিম খুলে দেওয়ার ব্যাপারে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।' সিকিমের সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সহকারী সম্পাদক জয়ন্ত মজুমদার। বললেন, 'আমাদের সংগঠনের তরফে দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি করা হচ্ছিল। নিঃসন্দেহে ভালো খবর।' একই বক্তব্য পর্যটন ব্যবসায়ী কল্পক দে'র।

বর্তমানে নাথু লা'র জন্য গ্যাংটক থেকে পারমিট দেওয়া হয়। বিভিন্ন জায়গার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে এবার সোরেং, নামচিতেও পারমিট কাউন্টার খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিকিম প্রশাসন। পর্যটন আধিকারিকদের মতে, বিভিন্ন জায়গায় পারমিট কাউন্টার খোলা হলে সেখানে পর্যটকদের ভিড় বাড়বে। চাপ কমবে গ্যাংটকের ওপর। পুজোর আগেই কেন্দ্রগুলি চালু হয়ে যাবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। তবে পর্যটক বা ট্যুর অপারেটরদের আবেদন করতে হবে তিনদিন আগে। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে এমন পারমিট খোলা হয়েছিল জুলুকে। যদিও তেমন সাড়া না মেলায় বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ক্ষোভে কান্না স্বপনের

মালবাজার, ২৫ সেপ্টেম্বর : দলের সহকর্মীরাই পিছন থেকে ছুরি মেরেছেন। অন্তত এমনটাই মনে করছেন মালের পুর চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। বুধবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্বপন বলেন, 'দল যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাই মানব। আমার নৈতিকতা রয়েছে। কয়েকদিন ছুটিতে আছি। শীঘ্রই আমি চেয়ারম্যান পদ থেকেই ইস্তফা দিয়ে দেব।'

দলের সিদ্ধান্তে কার্যতই মর্মাহিত স্বপন সংবাদমাধ্যমের সামনে কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন, 'আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগত হয়েই থাকব। আমার স্ত্রী-মেয়ে বলছে দিদিকে জানাতে। দিদির সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু কীভাবে করব?' এদিকে, এদিনও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে গঠিত তদন্তকারী দলের সদস্যরা পুরসভায় তথ্য সংগ্রহের কাজ করেছেন। স্বপন এদিন সরাসরি অভিযোগ করেন, 'আমার বিরুদ্ধে বিজেপির আইনজীবী মিথ্যা অভিযোগ করেছেন। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের দুই কাউন্সিলার পুলিন গোলদার এবং অজয় লোহার এই ষড়যন্ত্রে শামিল।' দুই কাউন্সিলারকে তিনি 'আগাছা' বলেও উল্লেখ করেছেন। স্বপনের কথায় পালটা সুর চড়িয়েছেন পুলিন-অজয়।

আলিপুরদুয়ারে প্যালাসিও রিজেন্সি

নিউজ ব্যুরো

২৫ সেপ্টেম্বর : এবার আলিপুরদুয়ারে খুলে গেল প্রিমিয়াম ক্যাটিগোরির একটি হোটেল। বীরপাড়া চৌপথিতে অবস্থিত প্যালাসিও রিজেন্সি নামে হোটেলটি এই অঞ্চলে প্রথম এমন প্রিমিয়াম হোটেল যেখানে আপনি বাড়ির মতোই আয়েশ করে থাকতে পারবেন। এদের ট্যাগলাইন অন্তত সেরকমই। ৩৪টি অত্যাধুনিক ডাবল বেডরুম এবং চারটি বিলাসবহুল সুটসমৃদ্ধ এই হোটেলটি উদ্বোধন করেন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের কর্নেল সিবি রাই। হোটেলটির কর্ণধার অঙ্কিত পোদ্দার জানালেন, তাঁরা গুয়াহাটিতে ৮ বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে একটি হোটেল চালাচ্ছেন। আলিপুরদুয়ারে এটি তাঁদের দ্বিতীয় সম্পত্তি। তাঁর কথায়, 'হোটেলটি খোলার উদ্দেশ্য, এই অঞ্চলে পর্যটনের সম্ভাবনাকে তুলে ধরা। উত্তরবঙ্গে আরও নতুন কিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

এবার রেলের নিরাপত্তায় এনআইএ

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ২৫ সেপ্টেম্বর : এবার রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)-কে যুক্ত করা হচ্ছে। মঙ্গলবার প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো সেকথা জানিয়েছেন। রেলের সমস্ত জোনের নিরাপত্তা নিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সদর দপ্তর মালিগাঁওতে বিশেষ নির্দেশ পাঠিয়েছে রেল বোর্ড। রেল সূত্রে খবর, আরপিএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে এনআইএ।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানিয়েছেন, রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে, রেল এবং এনআইএ একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে। রেলের আরপিএফ এনআইএ-কে এই কাজে সাহায্য করবে। গোটা জোনের নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে।

সিকিউরিটি এজেন্সিগুলো এ নিয়ে কাজও শুরু করেছে। কোনও ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য একাধিক পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

সম্প্রতি শিলিগুড়ির কাছে রেললাইনে কয়েকটি সামগ্রী উদ্ধারকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়ায়। কোথাও আবার রেললাইনে গ্যাস সিলিন্ডার রেখে দেওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে। তারপর একাধিক রেল দুর্ঘটনাও ঘটেছে। তারপরই রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এর মধ্যে বড় রেলস্টেশন বা রেললাইনে নাশকতার ছক নিয়ে রেলমন্ত্রক সতর্ক করেছে জোনগুলোকে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে বোর্ড থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে চিঠি এসেছে বলে জানা গিয়েছে। সেখানে কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে, কী করতে হবে, সবটাই বলে দেওয়া হয়েছে।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ দিনের একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত স্পেশাল ড্রাইভের কাজ শুরু করা হয়েছে। তাতে সমস্ত বড় রেলস্টেশন, রেলসেতু এবং বিশেষ কয়েকটি চিহ্নিত এলাকাতে নজরদারি চালাবেন নিরাপত্তারক্ষী এবং রেলকর্মীরা।

এদিকে, সামনেই শীত। সেসময় কুয়াশার আধিক্য বেশি থাকবে। তাই কুয়াশার আড়ালে যাতে কিছু না করা হয়, তার জন্য রেলসেতু এবং রেললাইনের নিরাপত্তা ঠিক রাখতে রাতের পেট্রলিংও বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে চালু হওয়া এই ড্রাইভ ৭ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে।

তবে এনআইএ কীভাবে কাজ করবে বা তাদের কোনও টিম উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে আসবে কি না, তা নিয়ে এখনই খোলসা করে সংবাদমাধ্যমের সামনে রেলকর্তারা কিছু বলতে চাইছেন না। তবে এনআইএ-কে রেলের নিরাপত্তার কাজে যুক্ত করা বড় বিষয় বলে মনে করা হচ্ছে।

আঁটোসাঁটো

- রেলের সমস্ত জোনের নিরাপত্তা নিয়ে মালিগাঁওতে বিশেষ নির্দেশ পাঠিয়েছে রেল বোর্ড
- আরপিএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে এনআইএ
- তার আগে রেলকর্মী এবং নিরাপত্তারক্ষীরা বিভিন্ন রেলস্টেশন, রেলসেতুতে নজরদারি চালাবেন

লাইনচ্যুত ওয়াগন। (ডানে) ঘটনাস্থল ঘুরে দেখছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার। বুধবার।

ময়নাগুড়িতে দুর্ঘটনাস্থলে জেনারেল ম্যানেজার

'চালক, গার্ড দায়ী নন'

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে মালগাড়ির লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় চালক, গার্ড কিংবা অন্যান্য কর্মী যে দায়ী নন, তা বুধবার নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর জানালেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) চেতনকুমার শ্রীবাস্তব। এদিন দীর্ঘক্ষণ তিনি ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে রেলের একটি পয়েন্ট খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি লেভেল ক্রসিংটি পরিদর্শন করেন। এরপর জেনারেল ম্যানেজার বলেন, 'এই ঘটনার পেছনে কোনও কর্মী দায়ী নয়। ক্ষতিগ্রস্ত ওয়াগনের কিছু সামগ্রী পরীক্ষা করার পরেই দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব হবে।'

পাশাপাশি তিনি এই ঘটনার সঙ্গে নাশকতার যোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে একটি মালগাড়ির ছয়টি ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়ে রেললাইন, বিদ্যুতের তার সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করে রেল কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন ট্রেনকে এদিন ঘুরপথে না চালিয়ে মেইন লাইন দিয়েই চালানো হয়েছে। যদিও দুর্ঘটনাস্থলে কয়েকশো শ্রমিক লাগাতার কাজ করছেন।

> “এই ঘটনার পেছনে কোনও কর্মী দায়ী নন। ক্ষতিগ্রস্ত ওয়াগনের কিছু সামগ্রী পরীক্ষা করার পরেই দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব হবে।
>
> **চেতনকুমার শ্রীবাস্তব**, জিএম

এদিকে, লাইনচ্যুত ওয়াগন ও খুলে যাওয়া লোহার চাকাগুলিকে নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে নিয়ে রাখা হয়েছে। লাইনচ্যুত ওয়াগনটিকে লাইনের পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে রেলের উচ্চপর্যায়ের তদন্তকারী দলের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসে বিভিন্ন সামগ্রী পরীক্ষা করেছেন। পাশাপাশি একাধিক সামগ্রীর নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছেন।

এদিন দুপুরে জেনারেল ম্যানেজার নিউ ময়নাগুড়ি এসে প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ স্টেশন ম্যানেজারের ঘরে অন্য আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট নেন। সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার জিতেন্দ্র কুমার, রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম প্রমুখ।

এরপর দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। স্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে তিনি লাইনচ্যুত বগিগুলি দেখেন। মূল ট্রেনটির সঙ্গে যে ওয়াগনের ক্লিপ ভেঙে আলাদা হয়ে গিয়েছে সেই অংশটি এবং মালগাড়ির এক্সেল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখেন জেনারেল ম্যানেজার। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল সে ব্যাপারে রেলকর্তারা এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু না জানালেও, মালগাড়িটির মাঝের দিকের অংশের কোনও চাকার এক্সেল ভেঙে কিংবা নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশনে প্রবেশের ঠিক মুখে যে পয়েন্টটি রয়েছে সেখানে কোনও সমস্যার জেরে দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে সেবক রেললাইনের পাশে বিভিন্ন সামগ্রী পড়ে থাকার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন জেনারেল ম্যানেজার। তিনি বলেন, 'কেউ কেউ কিছু ঘটানোর চেষ্টা করছেন। রেলের গোয়েন্দা বিভাগ কাজ করে চলেছে। সাধারণ মানুষকেও এব্যাপারে সচেতন থাকার অনুরোধ জানান তিনি।'

বিশ্ব পর্যটন দিবসে নানান কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব পর্যটন দিবসকে কেন্দ্র করে ২৭ সেপ্টেম্বর নানান উদ্যোগ নিচ্ছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংগঠন। বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের টয়ট্রেন যাত্রা, বনবস্তিবাসীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাদের এই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্র সরকারও। প্রতি বছরই এই দিনটিতে অনুষ্ঠান করে থাকে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (এইচএইচটিডিএন)।

সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, বাঘা যতীন পার্ক থেকে শুরু হওয়া শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে শুক্রবার এই দিবস উদযাপনের সূচনা করা হবে। এরপর শিলিগুড়ি জংশন থেকে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে টয়ট্রেনের চাকা গড়াবে সুকনার উদ্দেশে। মূল অনুষ্ঠানটি হবে নিউ চামটার একটি টি রিসর্টে। সেখানে একটি আলোচনায় পর্যটনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হবে।

বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে এইচএইচটিডিএনের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'শুধু দিনটি উদযাপন নয়, পর্যটনশিল্পকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দিতে গত ছয় বছর ধরে এমন অনুষ্ঠান করছি।'

ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন (এতোয়া)-ও নানান অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ওইদিনে গুলমার খৈরানি বস্তিকে পরিষ্কার করে তোলার পাশাপাশি সেখানকার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠনটি। এছাড়াও ওইদিন হাসমি চক থেকে তাঁরা একটি বাইক র‍্যালি বের করবেন বলে জানান এতোয়ার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য দেবাশিস মৈত্র।

বিক্ষোভে চায়ে শঙ্কা

প্রথম পাতার পর

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সহ সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের বক্তব্য, 'শ্রমিকদের আন্দোলনে দোষ দেখছি না। দাবিদাওয়া থাকতেই পারে।' যদিও তাঁর সাফাই, 'অনেক কিছু বিশ্লেষণ করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে বোনাস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।' কংগ্রেস প্রভাবিত ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্সের (এনইউপিডব্লিউ) সাধারণ সম্পাদক মণিকুমার দার্নালের কথায়, 'একতা বজায় না থাকলে শ্রমিক স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে না। ট্রেড ইউনিয়নগুলির দায়িত্বশীল ভূমিকা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর।'

তাহলে কি সেই ভূমিকায় ঘাটতি দেখা দিয়েছে? গত ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় মালিকদের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে চা শ্রমিকদের সব ট্রেড ইউনিয়নের বৈঠকে ১৬ শতাংশ বোনাসের চুক্তি হয়েছিল। চুক্তিতে সই করে শ্রমিক নেতারা ফিরে আসার পর বাগানে বাগানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে যেন। তাঁদের মতামত না নিয়ে নেতারা চুক্তি করেছেন বলে ক্ষুব্ধ সাধারণ শ্রমিকরা। তাঁদের মতে, এই চুক্তি শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী।

বাগানগুলিতে শ্রমিকরা ২০ শতাংশ বোনাসের দাবি তুলছেন। আলিপুরদুয়ার জেলায় কার্তিক চা বাগানের শ্রমিক বিনীতা মিঞ্জ বলেন, 'নেতারা কারও সঙ্গে আলোচনা না করে ১৬ শতাংশ বোনাস চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এসেছেন। দ্রব্যমূল্যের এই বাজারে যা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।' মেচপাড়া চা বাগানের শ্রমিক কুমার লামার আক্ষেপ, 'মেচপাড়ার মতো 'এ' ক্যাটিগোরির বাগানে ১৬ শতাংশের বদলে কোন যুক্তিতে ১৫ শতাংশে রফা হল, তা আমাদের বোধগম্য নয়।'

চার ঘণ্টা সুশান্ত

প্রথম পাতার পর

সূত্রের খবর, এদিন সকালে বাগডোগরা থেকে বিমানে কলকাতা গিয়েছেন সুশান্ত। বেলা দুটো নাগাদ সুশান্ত সিজিও কমপ্লেক্সে ঢোকেন। বেশ কিছুদিন ধরে চিকিৎসক মহলে গুঞ্জন ছড়িয়েছিল, আরজি কর কাণ্ডে ডাকা হতে পারে সুশান্তকে। কারণ আরজি করে মহিলা চিকিৎসক পড়ুয়ার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার দিনে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। যদিও ঘটনার দিন আরজি করে যাওয়ার বিষয়টি সুশান্ত নিজেও স্বীকার করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, বিকেল চারটে নাগাদ তিনি আরজি করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কি সত্যি বিকেলে আরজি করে গিয়েছিলেন নাকি আগেই সেখানে গিয়েছিলেন তা নিয়েও বিতর্ক ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে। যদিও সুশান্ত দাবি করেছিলেন, মেডিকেল কাউন্সিলের নির্দেশে তিনি নাকি আরজি করে গিয়েছিলেন। জলপাইগুড়ি আইএমএ শাখার সদস্য ডাঃ পান্থ দাশগুপ্ত বলেন, 'আমি মিডিয়াতে দেখেছি সুশান্ত রায়কে সিবিআই ডেকেছে।'

দুর্ঘটনায় মৃত ২

কিশনগঞ্জ, ২৫ সেপ্টেম্বর : আরারিয়ায় ৩২৭ ই জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে আরারিয়ার ছটিয়ানা গ্রামের সৌরা সেতুর কাছে একটি সিমেন্টবোঝাই ট্র্যাক্টর দাঁড় করানো ছিল। সেইসময় দ্রুতগতিতে আসা একটি বাইক ট্র্যাক্টরটির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়। পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে বুধবার ময়নাতদন্তের জন্য আরারিয়া সদর হাসপাতালে পাঠায়।

আঁতুড় সেই আলিপুরদুয়ার

প্রথম পাতার পর

ফুলেফেঁপে উঠতে শুরু করে তাঁর সম্পত্তি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বারবিশার লস্করপাড়ায় একসঙ্গে বিশাল দুটি বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছেন উজ্জ্বল। কামাখ্যাগুড়ি, ভল্কা-২ এলাকায় নামে-বেনামে বেশ কয়েক বিঘা জমি কিনে রেখেছেন তিনি। উজ্জ্বলের সঙ্গী গণেশ বিশ্বাসের সম্পত্তিও এখন আতশকাচের তলায়। সুভাষের সম্পত্তি নিয়েও তদন্তের দাবিতে সম্প্রতি দফায় দফায় অভিযোগ গিয়েছে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের কাছে। সিন্ডিকেটের লাটাই ধরে থাকা বিডিও'র এক নিকট আত্মীয়ের সম্পত্তি নিয়েও তদন্তের দাবি জোরালো হয়েছে। এত অভিযোগের পরেও কেন পদক্ষেপ হচ্ছে না, সাধারণ মানুষের পর ধীরে ধীরে সেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন প্রশাসনের কর্তরাও।

ভূতনিতে ক্ষুব্ধ মানুষের তাড়া অফিসারদের

আজাদ

মানিকচক, ২৫ সেপ্টেম্বর : একমাসেরও বেশি সময় ধরে জলবন্দি ভূতনিবাসী। ডুবেছে বিঘার পর বিঘা ফসল। ঘরবাড়ি ছেড়ে দিনের পর দিন ত্রিপলের নীচে দিন কাটাতে হচ্ছে অধিকাংশ পরিবারকে। সমাধান বলতে শুধু বালির বস্তা ফেলে ভাঙন রোধের কাজ! এরই বিরুদ্ধে বুধবার জনরোষ আছড়ে পড়ল। ক্ষোভে ফেটে পড়লেন 'ভূতনি বাঁচাও' কমিটির সদস্যরা। উত্তর চণ্ডীপুরের কেশরপুরে পাঁচশোরও বেশি মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়ে লঞ্চে করে কার্যত এলাকা ছেড়ে পালান সেচ আধিকারিক ও ঠিকাদার সংস্থার কর্মীরা। তাঁদের পাকড়াও করতে নৌকা নিয়ে লঞ্চের পিছুও নেন বিক্ষোভকারীরা।

এখানেই শেষ নয়, কেশরপুরের ঠিকাদার সংস্থার অস্থায়ী অফিস ঘরেও তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। পাশাপাশি জেলা শাসকের উদ্দেশে তাঁদের লিখিত দাবি সনদ অস্থায়ী অফিসে লটকে দেন তাঁরা। তবে বিক্ষোভের কথা মানতে নারাজ আধিকারিকরা। তাঁদের দাবি, একদল দুষ্কৃতী তাঁদের উপর হামলা চালিয়েছে। আধিকারিকদের ব্যবহৃত লঞ্চ ও নৌকা পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাই বাধ্য হয়ে ভাঙন রোধের কাজ আপাতত বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

ভাঙন পরিস্থিতি দেখতে এলাকায় গ্রামবাসীর ভিড়।

ভূতনি বাঁচাও কমিটির পক্ষে রাজু বিশ্বাস বলেন, 'বারবার বলে এসেছি বালির বস্তা দিয়ে গঙ্গাকে আটকানো যাবে না। নতুন বাঁধ নির্মাণ ও ঢালাই-এর মাধ্যমে ভাঙন রোধের কাজ করতে হবে।

খুলল ১০৯ গেট

বৈষ্ণবনগর ও কালিয়াচক, ২৫ সেপ্টেম্বর : জলের চাপ বাড়ছে ফরাক্কা ব্যারেজের গেটগুলিতেও। চাপ কমাতে ব্যারেজের ১০৯টি গেটই খুলে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বুধবার ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে।

জেলার খেলা

জোড়া খেতাব ইলেভেনের

ইসলামপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর পুলিশ জেলার শারদীয়া সংহতি কাপ ফুটবলে জোড়া চ্যাম্পিয়ন হল মিলনপল্লি ইলেভেন স্টার ক্লাব। পুরুষ বিভাগে ফাইনালে ইলেভেন ৩-০ গোলে চোপড়া রয়্যাল স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। তিস্তাপল্লি মাঠে গোল করেন বিজয় রায়, উজ্জ্বল হোড় ও ম্যাচের সেরা বেঞ্জামিন মুর্মু। মহিলা বিভাগে ইলেভেন ২-০ গোলে গোয়ালপোখর নন্দঝাড় ছাত্র সমাজের বিরুদ্ধে জয় পায়। ফাইনালের কবিতা চৌধুরী একটি গোল করেন। অন্যটি আত্মঘাতী। পুরুষ চ্যাম্পিয়ন দলকে ২ লক্ষ টাকা ও মহিলা চ্যাম্পিয়ন দলকে ৭৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

ফাইনালে গঙ্গারাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সাবিত্রী বর্মন, জয়শ্রী গুপ্ত, স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য ট্রফি মহিলাদের ১৩ দলীয় ফুটবলে ফাইনালে উঠল গঙ্গারাম চা বাগান এফসি ও উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টার। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে গঙ্গারাম ৫-০ গোলে ভিএনসি মর্নিং সকারকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচের সেরা হেমা মুন্ডা হ্যাটট্রিক করেন। তাদের বাকি গোল দুইটি অমিকা তিরকি ও স্বপ্না ওরাওঁয়ের। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে উইনার্স টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে তরাই স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা উইনার্সের দিয়া মণ্ডল। বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় ফাইনাল শুরু হবে। অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের ফাইনাল শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়।

কোয়ার্টারে মৃগাঙ্ক-রঞ্জন

বাগডোগরা, ২৫ সেপ্টেম্বর : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের রবীন্দ্রনাথ দে ও মোহিতলাল হালদার ট্রফি অকশন ব্রিজে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন শিবশংকর দাস-বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, মৃগাঙ্ক রায়-রঞ্জন সরকার, বিরাজ দে-স্বপন মজুমদার, প্রণব দাস-অধীর শাসমল। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে শিবশংকর-বিশ্বজিৎ ১৯১ পয়েন্টে এসসি পাল-পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরীকে হারিয়েছেন। মৃগাঙ্ক-রঞ্জন ২৫ পয়েন্টে সমীর মিত্র-স্বপন ঘোষের বিরুদ্ধে জয় পান। বিরাজ-স্বপন ৪৮১ পয়েন্টে সুভাষ পাল-সন্তোষ দাসকে হারিয়েছেন। প্রণব-অধীর ১৫ পয়েন্টে সঞ্জয় দাস-মানিক সরকারের বিরুদ্ধে জয় পান।

বাঙালির অস্তিত্ব সংকট

প্রথম পাতার পর

প্রকাশ্যে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, একসময় পাহাড়ের অধিকাংশ চা বাগানের মালিক বাঙালি ছিলেন, এখন হাতেগোনা। তাও তাঁদের অধিকাংশই থাকেন কলকাতায়। কর্মসূত্রে যাঁরা দার্জিলিং এসেছিলেন, বছরের পর বছর ভালোবেসে থেকে গিয়েছিলেন পাহাড়ে, অবসরের পর তাঁদের বেশিরভাগ ফিরে গিয়েছেন জন্মভিটেয়। পাহাড়ের বাঙালির ইয়াং জেনারেশন আবার কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যকে বেছে নিয়েছেন। পুজোর দিনগুলি ছাড়া পাহাড় তাঁদের মন টানে না। তাই সংখ্যালঘু হতে হতে অস্তিত্ব সংকটে এখন পাহাড়ের বাঙালি।

যদিও কর্মসূত্রে অন্যত্র চলে যাওয়া কিছুটা সত্যি হলেও, পুরোটা নয়। পাহাড়ে কান পাতলে অন্য কারণও শোনা যায়। দার্জিলিংয়ে বাঙালি বাসিন্দার সংখ্যা কমছে সেই আটের দশক থেকে। এর নেপথ্যে কারণ দফায় দফায় গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন নিরাপত্তার অভাব বোধ। পৃথক রাজ্যের দাবিকে সামনে রেখে ১৯৮০-তে সুবাস ঘিসিংয়ের গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (জিএনএলএফ)-এর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন বাঙালিরা।

শান্ত পাহাড়ের অগ্নিগর্ভ চেহারা এবং রক্তক্ষয়ে দার্জিলিংয়ের আশ্রয়টা কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ঘিসিংয়ের পতন এবং ২০০৭-এ বিমল গুরুংয়ের উত্থানে পরিস্থিতির বদল ঘটাতে পারেনি। বরং উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছিল। ঘিসিং কখনও তাঁর দলের মিছিলে শামিল হওয়ার জন্য বাঙালিদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেননি। কিন্তু গুরুংয়ের আমলে সেই স্বস্তিটা আর থাকেনি। বাঙালি হয়েও বাংলাভাগের আওয়াজ শোনা বা তোলা, কঠিন হয় মাছে-ভাতে বাঙালির কাছে।

তার ওপর গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে ২০১৭-র জুলাইয়ে কার্সিয়াংয়ের শতাব্দীপ্রাচীন রাজরাজেশ্বরী বেঙ্গলি কমিউনিটি হল ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া গভীর ক্ষত তৈরি করেছিল পাহাড়ের বাঙালিদের মনে। পরিবারগুলির বড় অংশই তখন পাততাড়ি গুটিয়েছিলেন সন্তর্পণে। সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার কারণেই এখন দার্জিলিংয়ে বাঙালির পুজো হারিয়ে যাওয়ার পথে। জৌলুসহীন হয়ে কোনওরকমে টিকে আছে দার্জিলিংয়ের ১১০ বছরের নৃপেন্দ্রনারায়ণ বেঙ্গলি হিন্দু হল এবং কার্সিয়াংয়ের ১০৮ বছরের রাজরাজেশ্বরী বেঙ্গলি কমিউনিটি হলের দুর্গাপুজো।

বাঙালি কৃষ্টি-সংস্কৃতি-রীতি ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে এই দুটি প্রতিষ্ঠান। এই দুটো পুজোয় দার্জিলিং ও কার্সিয়াংয়ে ফিরে আসেন পুরোনো বাসিন্দা বাঙালি পরিবারের অনেকে। তাঁদের হইহুল্লোড়ে যাঁরা পাহাড়ে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা পুজোর ক'টা দিন আবার ব্যক্তি থেকে পরিবার হয়ে ওঠেন। বাইরে থেকে আসা সেই বাঙালিরা পুজো শেষে ফিরে যান। পুজোয় পর্যটকের মতো শুধু অতিথি হয়ে কয়েকদিন থাকেন। পাহাড় এখন তাঁদের কাছে অচেনা।

পাহাড়ের শিকড় আঁকড়ে পড়ে থাকা বাঙালিদের নতুন লড়াই শুরু হয় পুজো শেষে। কিন্তু এই লড়াই আর কতদিন? প্রশ্ন ধাক্কা খায় পাহাড়ের গায়ে। মেলে না সদুত্তর।

খেলায় আজ

১৯৯৫ : প্রথম ম্যাচে হেরেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জিতল শ্রীলঙ্কা।

সেরা অফবিট খবর

শচীন ভক্ত কিশোরের ম্যারাথন ইনিংস

স্কুল ক্রিকেটে আবার ম্যারাথন ইনিংস। এ বার ব্যাটারের নাম দ্রোণ দেশাই। গুজরাতের কিশোর দ্রোণ ৪৯৮ রানের ইনিংস খেলেছে। দ্রোণ ছাড়াও আরও পাঁচ জনের এই নজির রয়েছে। গুজরাত ক্রিকেট সংস্থার অধীনে আহমেদাবাদের কেন্দ্রীয় ক্রিকেট বোর্ডের দিওয়ান বল্লুভাই কাপে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের হয়ে খেলতে নেমে এই নজির গড়েছে শচীন তেন্ডুলকারের ভক্ত দ্রোণ। জেএল ইংলিশ স্কুলের বিরুদ্ধে ৩২০ বলে ৪৯৮ রান করেছে সে। ম্যারাথন ইনিংসে ৮৬টি চার ও সাতটি ছক্কা রয়েছে দ্রোণের। তাঁর ব্যাটে প্রতিপক্ষকে ইনিংস ও ৭১২ রানে হারিয়েছে জেভিয়ার্স। সময়ের মধ্যে এক ক্রিকেটার না পৌঁছানোয় ১০ জন ক্রিকেটার নিয়ে মাঠে নামতে হয় জেএলকে। তার সুবিধা নেয় দ্রোণ।

ভাইরাল

হাত তো দুটোই

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে কানপুর বিমানবন্দরে নামার পরই স্বাভাবিকভাবেই ভক্তদের ভালোবাসায় ভেসে যান বিরাট কোহলি। টিম হোটেলে পৌঁছানোর পর হোটেলের স্টাফদের মধ্যেও কোহলির সঙ্গে ছবি তোলার হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এরইমাঝে এক স্টাফ বিরাটের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন। কোহলির অন্য হাতে ল্যাপটপ, ট্যাব, ফোন ছিল। কিন্তু হোটেলের স্টাফ হাত মেলানোর জন্য এগিয়ে আসতেই কোহলি বলেন, 'হাত তো দুটোই।' পরে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে রুমে চলে যান বিরাট।

উত্তরের মুখ

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের মহিলা ফুটবলে হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হলেন হেমা মুন্ডা। ম্যাচে তাঁর দল গঙ্গারাম চা বাগান এফসি ৫-০ গোলে ভিএনসি মর্নিং সকারকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ২০২১ সালে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে ফেরার পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো কোন দলের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলেছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. নাজমুল হোসেন শান্ত, ২. ১৭৩।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, অসীম হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, অমৃত হালদার, সুজন মোহন্ত, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, সৌরকান্তি ঘোষ, দেবজিৎ কাঞ্জিলাল, বনশ্রী বসু।

রোহিত-বিরাটে মজে আকাশ

তিন স্পিনারের ভাবনায় ভারত

কানপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : চূড়ান্ত উৎসাহ। ভরপুর উন্মাদনা।

গতকাল রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা দেশের অন্যতম প্রাচীন শহর কানপুরে পৌঁছানোর পর থেকেই শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা ভারত বনাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট ম্যাচকে কেন্দ্র করে লাগামছাড়া উৎসাহ নজরে এসেছে। সেই উৎসাহ আজ আরও বেড়ে গেল দুপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়া অনুশীলন শুরু করে দেওয়ার পর। উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার কর্তাদের কাছে টিকিটের ভালোরকম আবদার রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে গ্রিন পার্ক টেস্টের প্রথম দুই দিন বৃষ্টির পূর্বাভাসও। যা কপালে ভাঁজ ফেলেছে গ্রিন পার্কের মাঠকর্মীদের।

শেষ পর্যন্ত শুক্রবার টেস্ট ম্যাচ শুরুর দিন বৃষ্টি হবে কি না, সময় বলবে। তার আগে গ্রিন পার্কের কালো মাটির পিচের সম্ভাব্য চরিত্র নিয়ে চলছে আলোচনা। সাধারণত গ্রিন পার্কের পিচ মন্থর হয়ে থাকে। দোসর হিসেবে থাকে কম বাউন্স। সঙ্গে থাকে স্পিনারদের জন্য ঘূর্ণি। এবারও তেমনই সম্ভাবনা রয়েছে প্রবলভাবে। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পিচ কমিটির প্রধান আশিস ভৌমিক দিন কয়েক আগে কানপুর পৌঁছানোর পর থেকেই পিচের বাউন্স ঠিক রাখার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যে পিচের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন বাস্তবে সহজ কাজ নয়। তাই দুই দলের কাছেই আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে গ্রিন পার্কের বাইশ গজ।

ভারত অধিনায়ক রোহিত, কোচ গৌতম গম্ভীররা তিন স্পিনারে প্রথম একাদশ গড়ার ভাবনা শুরু করে দিয়েছেন। বড় অঘটন না হলে ঘরের মাঠে প্রথমবার টেস্ট খেলতে নামছেন রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদব। ২০২১ সালে শেষবার যখন কানপুরে টেস্ট হয়েছিল, তিন স্পিনারে খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। কুলদীপের বদলে রবিচন্দ্রন অশ্বীন,

গ্রিনপার্ক স্টেডিয়ামের পিচ দেখছেন রবীন্দ্র জাদেজা ও রোহিত শর্মা।

রবীন্দ্র জাদেজাদের সঙ্গে ছিলেন অক্ষর প্যাটেল। এবার কুলদীপের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার সম্ভাবনা ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। অন্তত আজ দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন থেকেই এমন ইঙ্গিত মিলেছে। রোহিত-গম্ভীরদের কুলদীপের সঙ্গেও আলাদাভাবে কথা বলতে দেখা গিয়েছে। এরই মধ্যে এদিন ২২ বছরের অখ্যাত পেসার জামশেদ আলমকে নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার নেটে হইচই পড়ে যায়। লখনউয়ের জামশেদ এদিন নেটে বিরাটকে দুইবার আউট করেন। প্রথম টেস্টে বাংলাদেশের হাসান মাহমুদের সুইংয়ের সামনে সমস্যায় পড়েছিলেন বিরাট। মাহমুদের মতো জামশেদের হাতেও দুইদিকে সুইং করানোর ক্ষমতা রয়েছে। কানপুরেও হাসানের মোকাবিলা করতে হবে বিরাটকে। তারই প্রস্তুতি হিসেবে এদিন জামশেদকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু নেটেও বিরাটকে অস্বস্তিতে পড়তে দেখা গেল।

টিম ইন্ডিয়ার তিন স্পিনারের স্ট্র্যাটেজির ভাবনায় সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কুলদীপ খেললে দলের বাইরে যাবেন কে? ক্রিকেটমহলের একটা বড় অংশ বাংলার জোরে বোলার আকাশ দীপকে সাজঘরে বসতে হবে, এমনটাই ধরে নিয়েছেন। অথচ আকাশ নিজে আত্মবিশ্বাসী। আজ দুপুরে ভারতীয় দলের উদীয়মান জোরে বোলার আকাশ হাজির হয়েছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। সেখানে তিনি কানপুর টেস্টের প্রথম একাদশ নিয়ে কোনও দিশা দিতে পারেননি ঠিকই। কিন্তু ভারত অধিনায়ক রোহিত ও প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাটকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই কিংবদন্তি কীভাবে নিজেদের তৈরি করেন, তাঁদের পরিশ্রম, দায়বদ্ধতা-সবকিছু নিয়েই মুখ খুলেছেন আকাশ। ভারতীয় দলে থাকা বাংলার জোরে বোলার বলেছেন, 'যখন আমি প্রথম ভারতীয় দলে সুযোগ পাই, তখন দলে যোগ দেওয়ার পর দেখি অধিনায়ক রোহিত ও বিরাটভাইয়ের পরিশ্রম ও দায়বদ্ধতা। ওরা অনেক আগেই কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও সাফল্যের জন্য রোহিত-বিরাটভাইরা এতটাই মুখিয়ে থাকে, না দেখলে হয়তো বিশ্বাসই করতে পারতাম না।'

বিহারের সাসারাম থেকে বাংলা হয়ে টিম ইন্ডিয়ার সংসারে। ২৭ বছরের আকাশের পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে উত্থান সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানাতে পারে। এহেন আকাশ চলতি বছরের শুরুতে রাঁচিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেন। পরের টেস্ট দিন কয়েক আগে চেন্নাইয়ে। আকাশের কথায়, 'জাতীয় দলের সাজঘরে প্রবেশ করার পর একটু গুটিয়ে থাকতাম আমি। কিন্তু অধিনায়ক রোহিতভাই পরিস্থিতিটা সহজ করে দেয় আমার জন্য। এতটাই যে, ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছি না আন্তর্জাতিক, অনেক সময় সেটাই ধরতে পারি না এখন আমি।'

সম্ভাব্য দিল্লি দলে ঋষভও

রনজিতে ফেরার ইঙ্গিত বিরাটের

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : শেষবার রনজি ট্রফিতে খেলেছিলেন ২০১২ সালে।

উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে করেন ১৪ ও ৪২ রান। দুই ইনিংসেই আউট হন ভুবনেশ্বর কুমারের বলে। ১২ বছরের লম্বা প্রতীক্ষার পর আবারও রনজি ট্রফিতে ফেরার ইঙ্গিত বিরাট কোহলির। ২০২৪-'২৫ মরশুমের রনজি ট্রফির সম্ভাব্য তিরিশ জনের দল ঘোষণা করেছে দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (ডিডিসিএ)।

নভদীপ সাইনি, আয়ুষ বাদোনি, যশ ধুল, অনুজ রাওয়াত সহ একঝাঁক উঠতি তারকার সঙ্গে যে তালিকায় রয়েছেন বিরাট কোহলিও। ২০১৯ সালের পর প্রথমবার দিল্লির সম্ভাব্য দলে কিং কোহলিকে রাখা হল। সেবার অবশ্য শেষপর্যন্ত দিল্লির হয়ে মাঠে নামেননি। এবার কি শেষপর্যন্ত নামবেন?

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড চাইছে সময়-সুযোগ পেলে ভারতীয় দলের তারকারাও অংশ নিন রনজিতে। গত বছর শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষান বিতর্কে যে অবস্থা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। বিসিসিআই সূত্রের খবর, হার্দিক পান্ডিয়াও নাকি লাল বলের ক্রিকেটে ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

টি২০ ফরম্যাট থেকে ইতিমধ্যেই অবসর নিয়েছেন বিরাট। ফোকাস মূলত টেস্ট ফরম্যাটে। সেই কথা মাথায় রেখেই রনজিতে খেলার ব্যাপারে আগ্রহী স্বয়ং বিরাটও। সেই ইঙ্গিত পাওয়ার পরই পাঁচ বছরের ব্যবধানে প্রথমবার সম্ভাব্য তালিকায় কোহলিকে রাখার সিদ্ধান্ত ডিডিসিএ-র। বিরাট ছাড়াও তিরিশজনের সম্ভাব্য দলে আছেন ঋষভ পন্থও।

ব্যাটিং অনুশীলনের জন্য তৈরি হচ্ছেন বিরাট কোহলি। বুধবার কানপুরে।

নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রাক্কালে ভালো প্রস্তুতির মঞ্চ হতে পারে রনজি ট্রফি। বিরাট, ঋষভরাও লাল বলে গা-ঘামানোর সুযোগ নিতে চাইবেন। ১১ অক্টোবর রনজি ট্রফি দিয়ে ২০২৪-'২৫ মরশুম শুরু হচ্ছে। দিল্লি তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে। তবে অক্টোবরেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের তিন ম্যাচের হোম সিরিজও রয়েছে।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট শুরু ১৬ অক্টোবর। সিরিজের শেষ ম্যাচ ১ নভেম্বর থেকে। তাছাড়া সাড়ে চার মাসের মধ্যে দশটি টেস্টের ধকল তো রয়েইছে। ফলে বিরাট, ঋষভরা রনজি ট্রফির জন্য কীভাবে সময় বের করবেন, প্রশ্ন থাকছে। প্রশ্ন বাড়তি শারীরিক চাপ সামলানো নিয়েও।

অশ্বীনের সঙ্গে টক্কর বুমরাহর

মাঠে ফিরেই সেরা দশে ঋষভ, পাঁচে যশস্বী

দুবাই, ২৫ সেপ্টেম্বর : প্রায় বছর দুয়েক পর সবে টেস্টে ফিরেছেন।

প্রত্যাবর্তন ম্যাচেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ে সেঞ্চুরি। প্রথম ইনিংসে ৩৯-এর পর দ্বিতীয় ইনিংসে ঝোড়ো ১০৯। সাফল্যের সুবাদে আইসিসি টেস্ট ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে সেরা দশে ঢুকে পড়লেন ঋষভ পন্থ। ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে র‍্যাংকিংয়ের নিরিখে ঋষভের আগে শুধু যশস্বী জয়সওয়াল (পাঁচ নম্বরে)।

দুই তরুণ তুর্কি ছাড়া প্রথম দশে তৃতীয় ভারতীয় রোহিত শর্মা। চেন্নাই টেস্টে জোড়া ব্যর্থতার জেরে পাঁচ ধাপ পিছোলেও দশ নম্বরে ভারত অধিনায়ক। বিরাট পিছিয়ে দ্বাদশ স্থানে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে শতরান পেয়েছেন শুভমান গিল। যার সুবাদে নিজের সর্বোচ্চ টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে পৌঁছে গিয়েছেন গিল (১৪)।

প্রথম টেস্টে ভারতের আরেক সেঞ্চুরিকারী রবিচন্দ্রন অশ্বীন সাত ধাপ এগিয়ে ৭২তম স্থানে উঠে এসেছেন। তিন ধাপ এগিয়ে রবীন্দ্র জাদেজা ৩৭ নম্বরে। বাংলাদেশের মধ্যে সেরা র‍্যাংকিং লিটন দাসের (২০)। ৮৯৯ পয়েন্টে শীর্ষস্থানে জো রুট। পরবর্তী তিন স্থানে যথাক্রমে কেন উইলিয়ামসন, ড্যারিল মিচেল, স্টিভেন স্মিথ।

বোলিং বিভাগে শীর্ষস্থানের দৌড়ে দুই ভারতীয়র টক্কর। দ্বিতীয় ইনিংসে হাফডজন শিকারের সুবাদে অশ্বীন নিজের একনম্বর স্থান ধরে

ফিল্ডিং অনুশীলনে ঋষভ পন্থ। কানপুরে বুধবার।

রাখার পাশাপাশি তা আরও মজবুত করেছেন। অশ্বীনের সংগৃহীত পয়েন্ট সংখ্যা ৮৭১। তবে জসপ্রীত বুমরাহও ক্রমশ এগোচ্ছে এক নম্বর স্থান দখলের পথে। অশ্বীনের থেকে ১৭ পয়েন্ট পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে বুমরাহ (৮৫৪)। রবীন্দ্র জাদেজা রয়েছেন ষষ্ঠ স্থানে।

প্রথম দশে সর্বাধিক চারজন অস্ট্রেলিয়ার-জোশ হ্যাজেলউড (৩), প্যাট কামিন্স (৪), নাথান লায়োন (৭), কাইল জেমিসন (৯)। ছন্দে না থাকলেও সেরা দশে জায়গা ধরে রেখেছেন পাকিস্তানের জোরে বোলার শাহিন শা আফ্রিদি (১০)। অলরাউন্ডার বিভাগে প্রথম দুই স্থানে রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

দাবি ব্র্যাড হগ, ইয়ান বেলের

বিরাট নয়, শচীনকে টপকাতে পারেন রুটই

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : ২০০টি টেস্টে ১৫,৯২১ রান।

শচীন তেন্ডুলকারের সর্বোচ্চ টেস্ট রানের রেকর্ড ভাঙার দৌড় থেকে ক্রমশ কি পিছিয়ে যাচ্ছেন বিরাট কোহলি? গত কয়েক বছরে লাল বলের ফরম্যাটে 'ভারতীয় রানমেশিনের' নিম্নমুখী পারফরমেন্সে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। ব্র্যাড হগ, ইয়ান বেলদের কথাতেও একই সুর।

ইংল্যান্ডের জো রুট নাকি কোহলি, কে ভাঙবেন শচীনের নজির? যে প্রশ্নের উত্তরে হগের দাবি, বিরাটের পক্ষে ১৫,৯২১ রান অতিক্রম করা সম্ভব নয়। ১১৪টি টেস্টে এখনও পর্যন্ত বিরাটের সংগ্রহ ৮৮৭১ রান। অজি স্পিনারের যুক্তি, টেস্ট ফরম্যাটে ছন্দ হারিয়েছেন কোহলি। যা কাটিয়ে উঠে নভেম্বরে ৩৬-এ পা রাখতে চলা বিরাটের পক্ষে লক্ষ্যে পৌঁছোনো অসম্ভব।

এক ইউটিউব ভিডিওতে হগ বলেছেন, 'আমার মনে হয় না ওখানে পৌঁছোতে পারবে বিরাট। বেশ কিছুদিন ধরেই টেস্টে ছন্দে নেই ও। আগামী ১০ টেস্টে যা বদলানোর চেষ্টা চালাবে। না পারলে গ্রাফ আরও নিম্নমুখী হবে। বরং রুট (১৪৬ টেস্টে ১২৪০২ রান) কাছাকাছি রয়েছে। শচীন প্রায় ১৬ হাজার রান করেছে। রুট যদি ২০০ টেস্ট খেলে, তাহলে বাকি ৬৬ ম্যাচে ৪০০০ রান (৩,৫১৯) দরকার। শচীনের কাছাকাছি পৌঁছোনোর সম্ভাবনা রুটেরই।'

ইয়ান বেলের ভোটও স্বদেশীয় রুটের পক্ষে। তবে প্রাক্তনের বিশ্বাস, শচীনের রেকর্ড রুটের মাথায় নেই। লেজেন্ড লিগে খেলার ফাঁকে বেল বলেছেন, 'গত ১২ মাসে দুর্দান্ত খেলছে। মনে হয় না এসব নিয়ে বাড়তি মাথাব্যথা রয়েছে। রুট বর্তমানে বাঁচতে ভালোবাসে। চলতি ফর্মটা উপভোগ করছে। শুধু ভারতীয় সমর্থক নয়, গোটা বিশ্বের হিরো শচীন। ওর মতো কিংবদন্তির ধারেকাছেও যদি পৌঁছোতে পারে, সেটাও বিশাল প্রাপ্তি হবে রুটের। আর রেকর্ড ভাঙতে না পারলেও ইংল্যান্ডের সেরা ব্যাটারের মুকুট পাওয়ার পথেই রুট।'

প্রস্তুতির ফাঁকে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনায় বিরাট কোহলি।

স্ত্রী ধনশ্রীর সঙ্গে ছুটির মেজাজে যুযবেন্দ্র চাহাল।

'বিপজ্জনক' গ্যালারি গ্রিন পার্কে

কানপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : অপেক্ষার আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপরই কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে যাবে ভারত বনাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট।

আসন্ন টেস্ট ম্যাচকে কেন্দ্র করে কানপুরে সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের উন্মাদনা এখন তুঙ্গে। রয়েছে টিকিটের চাহিদাও। আর তার মধ্যেই গ্রিন পার্কের গ্যালারি নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছে উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা। সর্বভারতীয় এক সংবাদ মাধ্যমের দাবি, গ্রিন পার্কের গ্যালারির 'স্ট্যান্ড সি'-কে বিপজ্জনক তকমা দিয়েছে স্থানীয় পূর্ত দপ্তর। জানা গিয়েছে, স্ট্যান্ড 'সি'-র হাল বেশ খারাপ। ঋষভ পন্থ ছক্কা হাঁকালে সেই স্ট্যান্ডে থাকা ক্রিকেটপ্রেমীরা লাফিয়ে উঠলে তা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ৪৮০০ আসন বিশিষ্ট গ্যালারির সি স্ট্যান্ডের জন্য তাই ১৭০০ টিকিট বিক্রির অনুমতি পেয়েছে উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের ঠান্ডা লড়াইও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে খবর। আর প্রত্যাশিতভাবেই সেই লড়াইয়ের মধ্যে স্থানীয় রাজনীতির রংও লেগে গিয়েছে। ইউপিসিএর এক কর্তার দাবি, বিপজ্জনক তকমা দিয়ে পরিস্থিতি যতটা জটিল করা হচ্ছে, বাস্তবে ছবিটা তেমন নয় একেবারেই। গ্যালারির পাশে গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামের নৈশালোক নিয়েও রয়েছে বিতর্ক। নানা মহল থেকে দাবি করা হচ্ছে, গ্রিন পার্কের একটি নৈশালোকের বাতিস্তম্ভের বেশ কয়েকটি বাল্ব খারাপ হয়ে রয়েছে। যা ঠিক করার ব্যাপারে ইউপিসিএ-র কোনও আগ্রহই নেই। ঘটনা যাই হোক না কেন, খেলা শুরুর আগে থেকেই গ্রিন পার্ক স্টেডিয়াম এখন সংবাদ শিরোনামে।

আশায় বাংলাদেশের হেডকোচ হাথুরুসিংঘে

কানপুরে খেলবেন সাকিব

কানপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : জলে কুমির। ডাঙায় বাঘ।

টাইগার ব্রিগেডের অন্যতম মুখ সাকিব আল হাসানের হাল অনেকটা সেরকমই। ফর্ম এবং আঙুলের চোট নিয়ে একদিকে জেরবার বাংলাদেশের অলরাউন্ডার। তার সঙ্গে মাথার ওপর 'খুনের' অভিযোগ, এফআইআরের চাপ। ভারত সফর শেষে দেশে ফিরলে, কী অপেক্ষা করে রয়েছে, তা নিয়ে আশঙ্কার মেঘ।

আঙুলের চোট নিয়ে জল্পনা

বাংলাদেশের টিম সতীর্থ, বাংলাদেশ বোর্ড সাকিবের পাশে রয়েছে। আশাবাদী, দেশের মাটিতে হোম সিরিজে অংশ নিতে সমস্যা হবে না। খুনের অভিযোগে ১৪৭ জনের অভিযুক্তের তালিকায় সাকিব থাকলেও গ্রেপ্তারের মতো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে না। তার আগে শুক্রবার শুরু দ্বিতীয় টেস্ট।

আঙুলের চোটের কারণে কানপুরের প্রথম একাদশে আদৌ সাকিবকে দেখা যাবে কি না, তা নিয়েও চাপানউতোর। চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে জসপ্রীত বুমরাহর বলে আঙুলে চোট পান। ফলে বোলার সাকিবকে সেভাবে ব্যবহার করা যায়নি। দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট ২১ ওভার বল করেন।

সাকিবের পারফরমেন্স নিয়ে চিন্তিত নই আমি। ওর দক্ষতা সম্পর্কে আমরা সবাই অবহিত। মূল কথা দলগতভাবে আমাদের আরও ভালো খেলতে হবে। আমি নিশ্চিত সাকিবের মাথাতেও সেটাই ঘুরছে। আর বড় রান না পেলেও চেন্নাই টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে ও কিন্তু ভালো ব্যাটিং করেছিল।

চন্দিকা হাথুরুসিংঘে

তবে কানপুরে পা রেখে সাকিবের ফিটনেস নিয়ে ইতিবাচক ইঙ্গিত হেডকোচ চন্দিকা হাথুরুসিংঘের। গ্রিনপার্কে প্রথম প্র্যাকটিস সেশনের পর বলেছেন, 'এখনও পর্যন্ত এরকম কোনও (সাকিব খেলতে পারবে না) খবর ফিজিওর থেকে আমি পাইনি। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় টেস্টের দল নির্বাচনে সাকিব অবশ্য বিবেচনায় রয়েছে।' এর আগে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক প্যানেলের সদস্য হান্নান সরকার জানান, সাকিবের খেলা নিয়ে চূড়ান্ত পদক্ষেপ করবে টিম ম্যানেজমেন্ট।

চিন্তার জায়গা সাকিবের ব্যাটিং ফর্মও। পাকিস্তান সফরে ঐতিহাসিক সিরিজ জিতলেও সাকিব রান পাননি (১৫, ২ ও অপরাজিত ২১)। চেন্নাই টেস্টেও ছবিটা এক। তবে সাকিবের অফফর্ম নিয়েও চিন্তিত নন শ্রীলঙ্কান কোচ। তারকা অলরাউন্ডারের পাশে দাঁড়িয়ে হাথুরুসিংঘে বলেছেন, 'ওর পারফরমেন্স নিয়ে চিন্তিত নই আমি। সাকিবের দক্ষতা সম্পর্কে আমরা সবাই অবহিত। মূল কথা দলগতভাবে আমাদের আরও ভালো খেলতে হবে। আমি নিশ্চিত সাকিবের মাথাতেও সেটাই ঘুরছে। আর বড় রান না পেলেও চেন্নাই টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে ও কিন্তু ভালো ব্যাটিং করেছিল।'

হাফডজন রেকর্ডের হাতছানি অশ্বীনের

কানপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : তিনশো উইকেটের মাইলস্টোন থেকে মাত্র ১ শিকার দূর। শুক্রবার শুরু দ্বিতীয় টেস্টে সেই ব্যবধান মুছে ফেলতে পারলে এলিট তালিকায় ঢুকে পড়বেন রবীন্দ্র জাদেজা। ইতিমধ্যেই তিন হাজার রান করে ফেলেছেন। কানপুরে আর এক শিকার মানে একাদশ ক্রিকেটার হিসেবে ৩০০০ রান ও ৩০০ উইকেটের ক্লাবে পা রাখবেন জাদেজা।

ভারতীয়দের মধ্যে কপিল দেব (৪৩৪ উইকেট ও ৫২৪৮ রান) ও রবিচন্দ্রন

নজিরের সামনে জাদেজাও

অশ্বীনের (৫২২ উইকেট ও ৩৪২২ রান) এই নজির রয়েছে। এলিট তালিকায় বাকিরা হলেন ইয়ান বোথাম, ইমরান খান, রিচার্ড হ্যাডলি, শেন ওয়ার্ন, ড্যানিয়েল ভেত্তোরি, চামিন্ডা ভাস, শন পোলকের মতো কিংবদন্তি। এখনও পর্যন্ত ৭৩টি টেস্টে জাদেজার সংগ্রহ ৩০২৪ রান ও ২৯৯ উইকেট।

অশ্বীনের সামনেও রয়েছে একঝাঁক রেকর্ড ভাঙার সম্ভাবনা। গত টেস্টে কিংবদন্তি শেন ওয়ার্নকে স্পর্শ করেছেন। পিছনে ফেলেছেন আর এক কিংবদন্তি কোর্টনি ওয়ালশকেও। কানপুরের মন্থর টার্নিং পিচে অশ্বীনের জন্য অপেক্ষায় ছয়টি নজির।

হাফডজনের হাতছানি

■ প্রথম ভারতীয় বোলার হিসেবে টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে একশো উইকেট থেকে এক শিকার দূরে অশ্বীন।

■ বাংলাদেশ-ভারত টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক উইকেট জাহির খানের (৩১) দখলে। জাহিরকে অতিক্রম করতে তিনটি উইকেট প্রয়োজন অশ্বীনের।

■ চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে (২০২৩-'২৫ বৃত্তে) জোশ হ্যাজেলউডকে (৫২টি) সরিয়ে সর্বাধিক উইকেটের মালিক হতে অশ্বীনের দরকার চার শিকার।

■ ইনিংসে ৫ উইকেট প্রাপ্তিতে শেন ওয়ার্নের সঙ্গে যুগ্মভাবে (৩৭ বার) দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন অশ্বীন। কানপুরে ওয়ার্নকে টপকে যাওয়ার সুযোগ।

■ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বাধিক শিকারে নাথান লায়োনের (১৮৭টি) ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছেন অশ্বীন (১৮০টি)।

■ ৯ উইকেট প্রয়োজন অশ্বীনের সর্বকালীন টেস্ট উইকেটের তালিকায় লায়োনকে (৫৩০টি) সরিয়ে সপ্তম স্থান দখলে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **সমৃদ্ধি :** তোমার ২য় জন্মদিনে রইলো অনেক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। **বাবা (সৌরভ), মা (তমশ্রী), ঠাম্মা, দাদাই, দিদুনমা।**

চাপমুক্ত ফুটবল চান চেরনিশভ

বাতিল মহমেডানের চূড়ান্ত প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ান এফসি-র ঘর থেকে তিন পয়েন্ট তুলে আনার চ্যালেঞ্জ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের।

ভালো শুরু হচ্ছে। অনেক সুযোগ তৈরিও হচ্ছে। কিন্তু শেষমুহূর্তের একটা ভুলেই সব ওলটপালট। আইএসএলে প্রথম দুই ম্যাচে এটাই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলার সারমর্ম। তবে আন্দ্রেই চেরনিশভের দলের গোছানো ফুটবলে সমর্থকদের প্রত্যাশা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। যদিও সাদা-কালো কোচ কোনওরকম চাপ নিতে নারাজ। বরং তিনি বলেছেন, 'চাপমুক্ত থেকে নিজেদের খেলাটা খেলতে হবে আমাদের।'

ঘরের মাঠে ৫৬৯ দিন অপরাজিত ওড়িশা এফসি-কে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে হারিয়ে আইএসএল অভিযান শুরু করেছে চেন্নাইয়ান। গতবার দায়িত্ব নেওয়ার পর ওয়েন কোয়েল সেভাবে সময় পাননি। এবার নিজের হাতে দল সাজিয়েছেন স্কটিশ কোচ। ঘরের মাঠে মরশুমের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে প্রত্যয়ী তিনি। মহমেডানকে যথেষ্ট গুরুত্বও দিচ্ছেন। একইসঙ্গে বলেছেন, 'বাকি দলগুলোর তুলনায় বেশি বিশ্রাম পেয়েছি আমরা। এটা সাহায্য করবে।' মহমেডান কোচও মনে করছেন, 'চেন্নাইয়ান ঘরের মাঠে দ্বিগুণ এনার্জি নিয়ে নামবে। সেটাই চ্যালেঞ্জ।'

এদিকে শহর ছাড়ার আগে বুধবার সকালে কলকাতায় প্রস্তুতি সারার কথা ছিল সাদা-কালো ব্রিগেডের। বৃষ্টির কারণে তা বাতিল হয়। ফলে চূড়ান্ত প্রস্তুতি ছাড়াই নামতে হবে চেরনিশভের দলকে। শুধু তাই নয়, মঙ্গল ও বুধবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করতে দেখা যায়নি মিরজালোল কাশিমভকে। চেন্নাইয়ান ম্যাচের আগে তাঁকে নিয়েও দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। তবে দলের সঙ্গে তিনি গিয়েছেন। চেন্নাইয়ান ম্যাচ খেলতে এদিন সন্ধ্যায় চেন্নাই পৌঁছেছে টিম মহমেডান।

দক্ষিণের দলটি এই ম্যাচে খাতায়-কলমে একটু হলেও এগিয়ে। তবুও চিন্তায় নেই সাদা-কালো কোচ। তিনি চিন্তায় নেই অ্যালেক্সিস গোমেজ, কার্লোস ফ্রাঙ্কোদের সুযোগ নষ্ট নিয়েও। সাংবাদিক বৈঠকে একটা কথাই তাঁর মুখে বারবার ঘুরেফিরে আসে, শেষমুহূর্তে গোল হজমের রোগ সারাতে হবে। বলেছেন, 'রেফারির শেষ বাঁশি না বাজা পর্যন্ত লড়তে হবে।' চেরনিশভ তো বলে দিলেন। তাঁর ছেলেরা এবার সেটা কাজে করে দেখাতে পারেন কি না সেটাই দেখার।

চেন্নাই রওনা হওয়ার পথে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মিরজালোল কাশিমভ।

আজ আইএসএলে

চেন্নাইয়ান এফসি বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : চেন্নাই, সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ ও জিও সিনেমা

দাবা অলিম্পিয়াডে সোনাজয়ী দলের সদস্য রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ ও অর্জুন এরিগাইসির খেলা দেখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

প্রধানমন্ত্রীর সামনে দাবায় মজলেন প্রজ্ঞা-অর্জুন

আমরা এখন দাবার সুপারপাওয়ার : গুকেশ

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : বুদাপেস্টে দাবা অলিম্পিয়াডে প্রথমবার সোনা জিতে মঙ্গলবার দেশে ফিরেছেন ডোম্মারাজু গুকেশ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ, অর্জুন এরিগাইসি, রমেশবাবু বৈশালীরা। বুধবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে সোনাজয়ী পুরুষ ও মহিলা ভারতীয় দলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠানে গুকেশ, প্রজ্ঞাদের থেকে সোনাজয়ের অভিজ্ঞতা জানতে চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর সামনে দাবাও খেলেন প্রজ্ঞা ও অর্জুন।

অলিম্পিয়াডে ভারতের সোনাজয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল চেন্নাইয়ের ১৮ বছরের গুকেশের। জোড়া সোনা জয়ের পর দাবার বিশ্বে ভারতকে নিয়ে আলাদা আগ্রহ তৈরি হয়েছে। যে প্রসঙ্গে এদিনের অনুষ্ঠানে গুকেশ বলেছেন, 'চেন্নাইয়ে গতবার আমরা সোনা জয়ের খুব কাছে ছিলাম। কিন্তু প্রত্যাশিত সাফল্য আসেনি। তাই এবার আমরা বাড়তি উদ্যমে নেমেছিলাম। জোড়া সোনা জিতে বিশ্বকে দেখিয়ে দিলাম, ভারত এখন দাবায় সুপারপাওয়ার।'

গত বছর আজারবাইজানে সতীর্থ অর্জুনকে হারিয়ে ভুগার গাসিমভ মেমোরিয়াল চেস সুপার টুর্নামেন্ট জিতেছিলেন ভিদিত গুজরাটি। সেই খেতাব রক্ষা করতে মঙ্গলবারই আজারবাইজানের রাজধানী বাকু পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেখানে পৌঁছে জানতে পারেন, বুধবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে অলিম্পিয়াডে সোনাজয়ী দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। তাই টুর্নামেন্টে না নেমে দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন ভিদিত। এদিনের অনুষ্ঠানে সোনাজয়ী দলের সদস্য ভিদিত বলেছেন, 'চিনের সঙ্গে খেলা চলছিল। প্রথম ম্যাচ ড্র হয়। কিছুটা চাপে ছিলাম আমরা। সেই সময় আমি জিমে ছিলাম। জানতে পারি, প্রজ্ঞা চতুর্থ ম্যাচে ভালো খেলছে। তাই জিমে থাকারই সিদ্ধান্ত নেই। প্রজ্ঞার জন্যই সেদিন দুই ঘণ্টা জিম করতে পেরেছি।'

এদিনের অনুষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলা দলের প্রত্যেক সদস্যকে ২৫ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সর্বভারতীয় চেস ফেডারেশন। দুই দলের কোচ অভিজিৎ কুন্তে ও শ্রীনাথ নারায়ণনকে ১৫ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে।

ঊষার বিরুদ্ধে হুমকি আইনি পদক্ষেপের

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থায় ডামাডোল অব্যাহত। পিটি ঊষার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুমকি সংস্থার কোষাধ্যক্ষ সহদেব যাদবের।

১০ সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পাঁচ সদস্যকে নোটিশ পাঠান সভাপতি ঊষা। অভিযোগ, বেআইনিভাবে ওই পাঁচ সদস্য কমিটিতে আছেন। প্রশ্ন তোলেন তাঁদের যোগ্যতা নিয়েও। এবার তার পালটা মানহানির অভিযোগ তুলে ঊষার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার হুমকি দিয়ে রাখলেন সহদেব।

অভিযোগ, ঊষার পাঠানো নোটিশ তাঁর কাছে পৌঁছোনোর আগে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এতে আইওএ এবং তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক যোগ রয়েছে বলেও দাবি সহদেবের।

ঊষাকে পাঠানো এক চিঠিতে আইওএ কোষাধ্যক্ষ লেখেন, '২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে আইওএ'র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।' এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। সবশেষে ঊষার কাছে ওই নোটিশ প্রত্যাহার করার আবেদন জানিয়েছেন। অন্যথা আইনি পদক্ষেপ করবেন বলেও জানান। ওই একই চিঠি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যকেও পাঠিয়েছেন সহদেব।

৩১ বছরে ফুটবলকে বিদায় ভারানের

কোমো, ২৫ সেপ্টেম্বর : রাফায়েল ভারানে, ফ্রান্সের প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডিফেন্ডার ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করলেন মাত্র ৩১ বছর বয়সে। বিদায়ের কথা জানিয়ে তিনি ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'কথায় আছে সব ভালো কিছুরই শেষ আছে। আমার কেরিয়ারে বহু চ্যালেঞ্জ নিয়েছি, উঠে দাঁড়িয়েছি বারবার। সেগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিই ছিল অসম্ভব। প্রতিটি মুহূর্তই স্পেশাল, আবেগে ভরা। সেই সব স্মৃতি সারা জীবন মনে রাখার মতো।'

ফ্রান্সের লিলে শহরে জন্ম হওয়া ভারানের পেশাদার কেরিয়ার শুরু হয়েছিল আরসি লেন্স ক্লাবে। সেখানে এক মরশুম কাটিয়ে ভারানে ২০১১ সালে পাড়ি দেন রিয়াল মাদ্রিদে। মাদ্রিদের জার্সিতে দ্বিতীয় ম্যাচেই ক্লাবের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম বিদেশি হিসেবে গোলের নজির গড়েন তিনি। সেই মরশুমেই ভারানে প্রথম একাদশের পরিচিত মুখ হিসেবে নিজের জায়গা তৈরি করেন। রিয়ালের বিখ্যাত সাদা জার্সিতে দশ মরশুম খেলে ৪টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ৩টি লা লিগা সহ জিতেছেন মোট ১৮টি খেতাব। ২০২১ সালের গ্রীষ্মে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দেন ভারানে। সেখানে জেতেন লিগ কাপ ও এফএ কাপ। দেশের জার্সি গায়ে ৯৩টি ম্যাচ খেলে মহার্ঘ বিশ্বকাপ ও উয়েফা নেশনস লিগ জিতেছেন। গত মরশুমে ইউনাইটেডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সই করেন ইতালির ক্লাব কোমো এফসি-তে। সেখানে প্রথম ম্যাচেই সাম্পদোরিয়ার বিরুদ্ধে হাঁটুতে গুরুতর চোট পান।

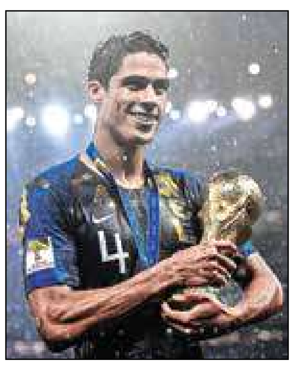

অবসর নেওয়ার পর এই ছবি পোস্ট করলেন রাফায়েল ভারানে।

ভারানে আরও লিখেছেন, 'হাজারবার ব্যর্থ হওয়ার পরেও উঠে দাঁড়িয়েছি। তবে এবার সময় এসেছে থেমে যাওয়ার। বুট জোড়া তুলে রাখার।' ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশঁ বলেছেন, 'ভারানে খুব কম বয়সেই মাঠ ও মাঠের বাইরে দলের নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। ওর সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই।'

'দলীপে কেন ছাড় রোহিত, বিরাটকে'

মুম্বই, ২৫ সেপ্টেম্বর : ম্যাচ প্রস্তুতি ছাড়া চেন্নাই টেস্টে খেলতে নেমেছিলেন। পরিণতি সুখকর হয়নি বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশকে চিপকের বাইশ গজে ভারত উড়িয়ে দিলেও ব্যর্থ তারকাদ্বয়। এদিন যা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের দিকেই আঙুল তুলেছেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। কেন দলীপ ট্রফিতে খেলা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে বিরাটদের, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

প্রাক্তন টেস্ট ব্যাটার মঞ্জরেকারের যুক্তি, 'আমি চিন্তিত নই। কিন্তু বিরাট-রোহিতরা যদি লাল বলে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলত, উপকৃত হত। দলীপ ট্রফিতে দুজনকে

বোর্ডকে একহাত মঞ্জরেকারের

রাখার সুযোগ ছিল। কিন্তু তা হয়নি। ক্রিকেটার অনুযায়ী পৃথক পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে। বিরাট, রোহিতকে দলীপ থেকে ছাড় দেওয়া ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ভালো বিজ্ঞাপন নয়। দলীপ ট্রফিতে খেললে লাল বলে কিছুটা প্রস্তুতি পেত। তাহলে কিন্তু পার্থক্য হত বলে আমার বিশ্বাস।'

মঞ্জরেকার আরও জানান, বিরাট-রোহিত ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে। কিন্তু কারও কারও জন্য বিশেষ সুবিধা অনুচিত। ভারতীয় ক্রিকেটে তারকা-পুজো দীর্ঘদিনের বদভ্যাস। এর ফলে আখেরে ক্ষতি হয় সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারদেরই।

ভারত-মালয়েশিয়া প্রীতি ম্যাচ নভেম্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় ফুটবল দল। আগামী ১৯ নভেম্বর সিনিয়ার দলের এই ম্যাচ হবে এদেশেই। তবে কোন শহরের কোন মাঠে, সেটা এখনও ঠিক হয়নি। মালয়েশিয়ার এই মুহূর্তে ফিফা র‍্যাংকিং ১৩২। তুলনায় এগিয়ে ভারত (১২৬)। গত ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে শেষবার এই দুই দল মুখোমুখি হয়। সেবার ভারত সেমিফাইনালে হারে ২-৪ গোলে।

গোলের পর সেলিব্রেশন কিলিয়ান এমবাপের।

সহজ ম্যাচ কঠিন করে জিতল রিয়াল

মাদ্রিদ ডার্বিতে অনিশ্চিত এমবাপে

মাদ্রিদ, ২৫ সেপ্টেম্বর : শুরু থেকেই দাপুটে ফুটবল। ৪৮ মিনিটের মধ্যে ৩ গোল করে ম্যাচ অনেকটাই পকেটে পুরে ফেলেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। তবে ডিপোর্তিভো আলাভেসের শেষ দশ মিনিটের লড়াইয়ে ঘুম উড়েছিল কার্লো আন্সেলোত্তির দলের। সহজ ম্যাচ কঠিন করে ৩-২ গোলে জিতল রিয়াল মাদ্রিদ। একইসঙ্গে রিয়াল কোচ হিসাবে ৩০০তম ম্যাচে নজির গড়লেন আন্সেলোত্তি।

ম্যাচের প্রথম মিনিটেই জোরালো শটে গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন লুকাস ভাস্কুয়েজ। ৪০ মিনিটে জুডে বেলিংহামের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে গোল আদায় করে নেন কিলিয়ান এমবাপে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন রডরিগো। ৮০ মিনিটের পর ম্যাচের রাশ একটু আলগা দিতেই সুযোগ কাজে লাগায় আলাভেস। দুই মিনিটে দুটি গোল করেন কার্লোস ভেনাভিয়েজ ও এনরিক গার্সিয়া। লিগ টেবিলের ৮ নম্বরে থাকা দলটির বিরুদ্ধে জিততে যথেষ্ট বেগ পেতে হল লস ব্লাঙ্কোসদের।

রিয়াল মাদ্রিদ ম্যানেজার হিসাবে এটি ছিল আন্সেলোত্তির ৩০০তম ম্যাচ। ম্যাচটি স্মরণীয় হয়ে থাকল আরও একটি রেকর্ডে। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে লা লিগায় প্রথম কোচ হিসাবে টানা ৩৯ ম্যাচে অপরাজিত থাকার নজির গড়লেন তিনি। এদিকে, হ্যামস্ট্রিংয়ে অস্বস্তি বোধ করায় ম্যাচের ৮০ মিনিটে এমবাপেকে তুলে নেন আন্সেলোত্তি। স্বাভাবিকভাবেই রবিবার মাদ্রিদ ডার্বিতে তাঁর খেলা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যদিও ফরাসি তারকার চোট গুরুতর নয় বলেই খবর।

আমিরশাহির পরিবেশ হরমনদের অ্যাডভান্টেজ : মিতালি

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : বার্বাডোজে ২৯ জুন টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া। একই বছরে দ্বিতীয়বার কুড়ির খেতাব জয়ের লক্ষ্য নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি রওনা হয়েছেন হরমনপ্রীত কাউররা। ৪

টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে আমিরশাহির পথে হরমনপ্রীত।

অক্টোবর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে ভারতীয় মহিলা দল। মহিলাদের আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপে আমিরশাহির পরিবেশ হরমনদের সাহায্য করবে বলে মত প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজের।

এশিয়া কাপের পর মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপেও ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় দেখা যাবে মিতালিকে। তার আগে হরমনদের নিয়ে মিতালি বলেছেন, 'ইউএই-তে আবার টুর্নামেন্ট। ওখানকার পরিবেশ ভারতের মতোই। ফলে আমরা বলতেই পারি, আমিরশাহির পরিবেশ ভারতীয় দলের জন্য অ্যাডভান্টেজ।'

জয় পাঞ্জাব এফসি-র

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : আইএসএলে জয়ের হ্যাটট্রিক পাঞ্জাব এফসির। বুধবার ঘরের মাঠে হায়দরাবাদ এফসি-কে ২-০ গোলে হারাল তারা। ম্যাচের দুই অর্ধে পাঞ্জাবের হয়ে গোল দুইটি করেন ইজেকোয়েল ভিদাল ও ফিলিপ মিজলজ্যাক। লিয়েন্ডার ডি কুনহা ৭৮ মিনিটে লাল কার্ড দেখার পর ১০ জনের হায়দরাবাদকে আরও চেপে ধরেছিলেন বাকেঙ্গা, অ্যালানরা।

বিরাট নয়, শচীনকে টপকাতে পারেন রুটই
-খবর এগারোর পাতায়

সাউলদের ছাড়াই প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : তখন বিকাল ৫টা বাজে। মাঝারি বৃষ্টির মধ্যে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুশীলন শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। তারই মাঝে যুবভারতী ছাড়লেন স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপো ও ডিফেন্ডার মহম্মদ রাকিপ। বোঝাই যাচ্ছে জ্বর থেকে পুরোপুরি সুস্থ হননি সাউল। অন্যদিকে রাকিপও চোট সারিয়ে উঠেননি। এই দুই ফুটবলার চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ বাদে ড্রেসিংরুম থেকে বের হয়ে এলেন লাল-হলুদের গ্রিক স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। তিনিও সরাসরি হোটেলের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। গোয়া ম্যাচে দিমির খেলা নিয়েও প্রবল সংশয় রয়েছে। তাঁরও চোট রয়েছে। তবে দিমি গাড়িতে ওঠার আগে বলে গেলেন, 'আমি জানি না চোট কতটা গুরুতর। এবার দেখা যাক।' এই তিন ফুটবলারকে ছাড়াই কিন্তু গোয়া ম্যাচের পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন কার্লোস কোয়াদ্রাত।

ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে ক্লেইটন।

বুধবার প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ঘণ্টা দেড়েক অনুশীলন করলেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। নিজেদের মধ্যে সিচুয়েশন প্র্যাকটিস ছাড়াও ম্যাচ প্র্যাকটিস করলেন তাঁরা। এদিন রক্ষণভাগের দিকেও বাড়তি নজর ছিল কোয়াদ্রাতের। গত দুই ম্যাচে দলের রক্ষণ নিয়ে কিন্তু বেশ প্রশ্নের মুখে ইস্টবেঙ্গল। এফসি গোয়ার হয়ে দুরন্ত ফর্মে থাকা আর্মান্দো সাদিকুকে থামানোই বড় চ্যালেঞ্জ লাল-হলুদ ডিফেন্ডারদের কাছে। আগের দুটি ম্যাচে হেরে প্রবল সমালোচনার মুখে ইস্টবেঙ্গল কোচ কোয়াদ্রাত। অবশ্য অনুশীলন ছেড়ে বার হওয়ার সময় জানিয়ে গেলেন, গোয়ার বিরুদ্ধে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়েই খেলবে তার দল। রাকিপের বিকল্প হিসেবে গুরসিমরত সিং গিলকে তৈরি রাখছেন কোয়াদ্রাত। আর দিমির পরিবর্ত হিসেবে বর্ষীয়ান স্ট্রাইকার ক্লেইটন সিলভার ওপর ভরসা করতে হবে তাঁকে। এছাড়াও জুনিয়ার ফুটবলারদের মধ্যে পিভি বিষ্ণু, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়রা তো রয়েইছেন। এফসি গোয়া ম্যাচ দিয়েই জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল। এদিকে, বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচেও আলবার্তো রডরিগেজকে পাচ্ছে না মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে তাঁর।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা কাজল বাউরি - কে 19.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 82G 36635 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাদের এলাকায় একটি ভালো সুখ্যাতি অর্জন করেছে প্রচুর পরিমাণ বিজয়ী পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার মাধ্যমে এটি আমাদের খুবই আনন্দ প্রদান করে যা যে কেউ কিছু পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে চেষ্টা করতে পারেন। এই দুর্দান্ত সুযোগের জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

ডেভিস কাপ নাদালের শেষ নয় : আলকারাজ

মাদ্রিদ, ২৫ সেপ্টেম্বর : ডেভিস কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের জন্য স্পেন দলে ডাক পেলেন রাফায়েল নাদাল। ১৯-২৪ নভেম্বর স্পেনের মালাগায় হবে এই ম্যাচ। স্পেন দলে নাদালের অন্তর্ভুক্তিকে স্বাগত জানালেন তরুণ তুর্কি কার্লোস আজকারাজ গার্ফিয়া। তিনি বলেছেন, 'রাফার অভিজ্ঞতা দলের কাজে লাগবে। ওকে কাছে পাওয়া আমার কাছে অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। সত্যি কথা বলতে লেভার কাপে রাফাকে মিস করছিলাম। তাই যে কয়টা মুহূর্ত রাফার সঙ্গে খেলতে পারি সেটা আমার সৌভাগ্য।'

এর আগে নাদাল ইউএস ওপেন থেকে নাম তুলে নিয়েছিলেন চোটের কারণে। জানিয়েছিলেন লেভার কাপে ফিরবেন। কিন্তু লেভার কাপেও খেলতে পারেননি নাদাল। তাই অনেক টেনিসপ্রেমী আশঙ্কা করছেন, ডেভিস কাপের পরই হয়তো নাদাল অবসর নেবেন। আলকারাজ অবশ্য এমনটা ভাবতে নারাজ। তাঁর মন্তব্য, 'আমার মনে হয় না মালাগায় রাফার লাস্ট ডান্স হতে চলেছে। আমি শুধু কোর্টে ওর সঙ্গে সময়গুলো উপভোগ করতে চাই।'

আলকারাজ নিজে বিদায় নিয়েছিলেন ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে। পরে লেভার কাপে ইউরোপ দলকে জিতিয়েছেন। তাঁর মতে, লেভার কাপে ভালো পারফরমেন্স সাহায্য করবে চিন ওপেনের প্রস্তুতিতে। তিনি বলেছেন, 'লেভার কাপে খুব ভালো খেলেছি। আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

আমার মনে হয় না মালাগায় রাফার লাস্ট ডান্স হতে চলেছে। আমি শুধু কোর্টে ওর সঙ্গে সময়গুলো উপভোগ করতে চাই।

কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া

লিগ কাপে জয় সিটি, চেলসির

লন্ডন, ২৫ সেপ্টেম্বর : কারাবাও কাপের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে সহজ জয় পেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। তারা ২-১ গোলে হারাল ওয়াটফোর্ডকে। এদিন প্রায় দ্বিতীয় সারির দল নামিয়েছিলেন পেপ গুয়ার্দিওলা। নিকো রাইলি, ক্যাডেন ব্রেথওয়েটের মতো জুনিয়ার খেলোয়াড়দের সামনে রেখে দল সাজান পেপ। তারপরেও জিততে কোনও অসুবিধা হয়নি ম্যান সিটির। ম্যাচের ৫ মিনিটে সিটিজেনদের এগিয়ে দেন জেরেমি ডোকু। ৩৮ মিনিটে ব্যবধানে ব্যবধান বাড়ান ম্যাথিয়াস নুনেস। ৮৬ মিনিটে টম ইঙ্ক ওয়াটফোর্ডের হয়ে একটি গোল শোধ করেন।

অন্যদিকে, চেলসি ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে চতুর্থ ডিভিশনের দল বরোকে। ব্লুজদের হ্যাটট্রিক করেন ক্রিস্টোফার এনকুনকু। পেদ্রো নেটো একটি গোল করেন। অপর গোলটি ফার্মানের আত্মঘাতী গোল।